বিষয়
বিপ্লব মুখোপাধ্যায়

একা বিপ্লব রক্ষা করে হাংরি বুঁদির গড়। ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় এক তিন পাতার আন্তর্জাতিক মানুষ। বাম আন্দোলনের ব্যর্থতা ও বামা আন্দোলনের ব্যর্থতা তাকে ঠেলে দিয়েছে পত্রিকা সম্পাদনার দিকে। পুরোনোদের কাছে যদি মুখোশ, নতুনদের কাছে তবে ও বিকল্প। দর্শন।

পরিচিতি, প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা, ১৯৮৬

কৌরব
পৌষ ১৪১৫ : জানুয়ারি ২০০৯

বিষয় বিপ্লব

কাব্যগ্রন্থ
গৃহযুদ্ধ
চটি ভাঈরাস

অগ্রন্থিত কবিতা
কবিতার জন্যে মৃত্যু বা প্রেমের জন্যে এ জীবন
ব্যোম

কিছু খসড়া, কিছু পঙ্‌ক্তি

গদ্য
কবিনী চৈচৈ ও তাঁর পঞ্চস্বামীর
কন্সটিপেশনাল আদিখ্যেতার প্রাকৃতপৈঙ্গল

সম্পাদকীয় হাইপোথিসিস

বিপ্লব বিষয়ক রচনা
প্রবীর দাশগুপ্ত
নবারুণ ভট্টাচার্য
অচ্যুত মণ্ডল
তন্ময় মৃধা
বরুণ চট্টোপাধ্যায়
অভীক মজুমদার
সৌম্যসুন্দর মুখোপাধ্যায়

বিপ... বিপ... বিপ...

এই অসময়েও সিঙ্গুরনন্দীগ্রামলালগড়সন্ত্রাসবাদবামদক্ষিণঅতিবাম নিয়ে সংখ্যা নয়। দুটোপ্রবন্ধতিনটেগল্পসতেরোটাকবিতা পোরা মিক্সড ব্যাগ নয়। এবার যাঁরা মারা গেলেন, অথবা যাঁরা ঠিক ক্যালেন্ডার মতে পঁচাত্তরএকশোদেড়শোর রাউন্ড ফিগারে মারা গিয়েছেন তাঁদের জন্যও বিশেষ সংখ্যা নয়। এই সংখ্যা যাঁকে নিয়ে তিনি নেহাতই এক পাতলা মানুষ। কবি, দার্শনিক। মতান্তরে — চল্লিশোর্ধ, উন্মাদ। একদিন বেঁচে ছিলেন। আজও বেঁচে আছেন এবং মারা গিয়েছেন। 'তবু তাঁর সৃষ্টি অনির্বাণ'-গোছের ঘোষণাও এখানে বাড়াবাড়ি। এমন একজনকে নিয়েই তবে এবারের *বোধশব্দ*! বিপ্লব মুখোপাধ্যায়। চেনেন?

তাঁর দুটো গোটা কাব্যগ্রন্থ, অগ্রন্থিত কবিতা, গদ্য — অর্থাৎ প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ লেখাই এই ক-ফর্মায় আঁটানো হল। আর থাকল কিছু কথা, কাহিনিও। এই প্রয়াসে বিশেষভাবে সাহায্য করেছেন অভীক মজুমদার, অপূর্ব সাহা, সঙ্ঘমিত্রা ভট্টাচার্য, অচ্যুত মণ্ডল, শুভঙ্কর দাশ ও সন্দীপ দত্ত। তবে, বিপ্লবের আরও কয়েকটি লেখা ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকলেও তার সন্ধান আমরা পাইনি। *বিপ্লবের মহড়া* নামে আরও একটি হাফ-ফর্মার কবিতার বই-ও নাকি প্রকাশিত হয়েছিল! কোথায় সেসব? *সার্বিক* পত্রিকার বইমেলা '৮৭ সংখ্যার *বহির্ভারত থেকে প্রকাশিত বাংলা পত্র-পত্রিকা* শীর্ষক বিপ্লবের আলোচনাটি বিষয়গতভাবে অন্যরকম হলেও, এই সংখ্যার ক্ষেত্রে অনাবশ্যক। সেটি সচেতনভাবেই বাদ দেওয়া হল।

টেকনিক্যালি যেটা বলা দরকার : বিপ্লবের লেখার ক্ষেত্রে কোনওরকম বিন্যাসবদল, যতির সামঞ্জস্য আনার প্রয়াস আমরা করিনি। ব্যবহার করিনি সাম্প্রতিক বানানরীতিও। তাঁর ভাষা এতটাই এক্সপেরিমেন্টাল, প্রয়োগ ও অক্ষরসজ্জা এতটাই ব্যতিক্রমী ও পার্সোনাল, মুদ্রণের ক্ষেত্রেও তিনি এতটাই খুঁতখুঁতে ছিলেন — সেসব অবিকল রাখার চেষ্টা করেছি। বানান ভুল বা ছাপার গোলমাল, অনুমান করতে পারলেও, রিস্ক নিয়ে শোধরাতে পারিনি। লেটার প্রেসের হরফ থেকে কম্পিউটারের ফন্টেই শুধু কিছুটা সময়ের বদল ধরা দিয়েছে।

দৈববাণী নয়, ভিনগ্রহের সিগন্যাল শোনা যাচ্ছে। বিপ্লব মুখোপাধ্যায় একইরকম আছেন।

সম্পাদক ও প্রকাশক : সুস্নাত চৌধুরী

সহ-সম্পাদকমণ্ডলী : সম্বিত পাল ও জয়িতা দাশগুপ্ত
যোগাযোগ : ৪৭/১ ষষ্ঠীতলা লেন, ভদ্রকালী, হুগলি
পশ্চিমবঙ্গ, সূচক : ৭১২২৩২ ◻ চলভাষ : ৯৩৩০৯ ৪৪৪৪২
বৈদ্যুতিন বার্তা : bodhshabdo@gmail.com
অক্ষরবিন্যাস : শৈবাল ঘোষ, উত্তরপাড়া
মুদ্রণ : ডায়মন্ড আর্ট প্রেস, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কল-৬৯
কৃতজ্ঞতা : অতীন ভট্টাচার্য, ঋত্বিক মল্লিক, বরুণ চট্টোপাধ্যায়
শিবব্রত বসু, তন্ময় দাম, সুব্রত ঘোষ, দেবক বন্দ্যোপাধ্যায়
রঞ্জিত চক্রবর্তী, কৌশিক মুখোপাধ্যায়, অভিষেক ভৌমিক
সিদ্ধার্থ দে, অনির্বাণ ভৌমিক, বিশ্বজিৎ পাল, প্রসূন মজুমদার
দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, শৈবাল মুখোপাধ্যায় ও উত্তরপাড়া সিনে ক্লাব

বিষয়
বিপ্লব মুখোপাধ্যায়

....

বোধশব্দ

একা বিপ্লব রক্ষা করে হাংরি বুঁদির গড়। ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় এক তিন পাতার আন্তর্জাতিক মানুষ। বাম আন্দোলনের ব্যর্থতা ও বামা আন্দোলনের ব্যর্থতা তাকে ঠেলে দিয়েছে পত্রিকা সম্পাদনার দিকে। পুরোনোদের কাছে যদি মুখোশ, নতুনদের কাছে তবে ও বিকল্প। দর্শন।

পরিচিতি, প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা, ১৯৮৩

গৃ হ যু দ্ধ

গৃহযুদ্ধ-র এই লেখাগুলি প্রকাশিত হয় স্ব-সম্পাদিত *মুখোশ* ও *বিকল্প* পত্রিকার প্রথম সংখ্যায়।
১৩৯৫ বঙ্গাব্দের শরৎ-এ। *গৃহযুদ্ধ* পরে গ্রন্থাকারেও প্রকাশিত হয়।

ফাঁসীর দড়িই দেশ,
গিলোটিনে উড়ে আসে
ফ্লেমিংগোসন্ততি।
চণ্ডাল রাজার মাথা
ছাতু হয়, মরে তার
টিউলিপপ্রসুতি॥
যুদ্ধ এই খেলার গল্প,
রতিক্লান্ত রাত হয়
আইনসংগত।
ডিম পাড়ে ভিখিরীবৌ,
যুদ্ধের প্রকৃতি শুধু
তারই অবগত॥

২

নাগরিক বর্ষার সনদ হাতে একাদশীতে ঝালমুড়ি খাওয়া কিশোরী তার স্কার্টের পকেট থেকে বের করে ডালমুট — খায়, খায় ও চিবোয়, জালনোটের কারখানায় বাবা তার সেতার বাজায়
ছটফটে বোনের সামনে মুখের মদগন্ধ ঢাকতে যুবক এক চিনেবাদাম খায়, চিবোয় ও খায়, খায় ও ফসফরাসের ডানা চেপে ধোরে কেঁদে ফ্যালে — রেশমী সুতোয় কেন চাবুকের আঁশ থাকে না, মা তার তানপুরার খোলে চিরকাল বন্দী থেকে গ্যাছে

৩

অসফল সহবাসের যারা বলি — জানে তারা রক্তও কেন কাম্য হোয়ে ওঠে। মোচন আর চিলের শীৎকারে, নাড়িছেঁড়ার সন্তাপে তারা শক্তহাতে চেপে ধরে অভিযুক্তা দাইমার নুয়ে পড়া স্তন —

৪

পুলিশের গাঁড় ফাটে, কুলীন পুলিশ
ভয়ানক ভালোবাসে গণিকার শিস,
এলোমেলো তাড়া করে।
ভোগে দিবানিশ
মহাবীরের ছেলেরা — টাকার পুরীষ
দুইহাতে গেলে আর বমি করে বিষ॥

৫

এইমাত্র রতিযজ্ঞে মেতে উঠে এখনই বলছো :
সমকাম ভালো নয়, ভালো শুধু কাঁচে ঘেরা পেশীর পাহাড়?

৬

চন্দনাদিদিটি, তোমার মুখ বলতে মনে পড়ে বাদামকাঠের গাঢ় চশমার ফ্রেম। তোমার শরীর মানে আহামরি কিছু নয় — বরং দারিদ্রে নিঃস্ব নও, রিক্ত কোরে গ্যাছো — স্নেহে মোহে শ্যামধান্যে কাঁদার সময়ই শুধু সর্দিতে হেঁচে ফ্যালো, পেটে এক মুখে এক বলো, তবু ঠোঁটের ক্যানসার চশমার চোখে ঢেকে বাঁচতে পেরেছো?
অকাম মায়ার ফাঁদে ডুবে গ্যাছে তোমার যৌবন, চশমাআতসকাঁচে কেন তবু প্রণয়ী কমরেডকে পুড়িয়ে ফ্যালো নি?
চন্দনাদিদিটি, তুমিও কি যুদ্ধের অন্যকোনো কৌশল ভাবো?

৭

ভাজামাছকে উল্টে খেতে জানেন কেবল মন্ত্রীমশাই
বাকীরা সব হিং টিং ছট নৈশভোজের মটরশুঁটি
কাঁঠালবিচির মুখোশ এঁটে সেঁধিয়ে যাওয়া রপ্ত করে
রাজামশাই রাষ্ট্র করেন আগে খেতেন আস্ত হাতী
ইদানীং ছোঃ প্রজাস্বার্থে হোতেই হোলো পতঙ্গভুক

৮

একলিঙ্গের দেওয়ান ঘুঘুর নরম শরীরে মিশে গেলে স্বাধ্বী স্ত্রী পাকাচুলে ছেড়ে দ্যায় পাঁকাল মাছেদের
খ্যানখ্যানে গলায় মাছেরা সিম্ফনী তোলে : হুকুম করুন শাহজাদী, আমাদের পুনর্জন্ম হোলো গিলোটিনের আলকাতরা থেকে, আমরা আপনার দাস, হুকুম করুন...

৯

রোহিণীর যোনি থেকে ছাড়া পেলে যুদ্ধে যেতে পারে
ইবলিশের স্যাঙাত সেই মেফিসটোফিলিস

১০

এইতো এবার কাজের কাজটি করছে মানুষ
ছিঁড়ছে পালক জ্বালতে মশাল ঢালছে গরল
মেয়ের জরায়ু পচে হেজে গ্যালো ব্যবসাকাগজে
ধূসর পাতায় বাসা বেঁধে ছিলো টুনটুনিছানা
কাজের কাজটি করছে মানুষ শিশুকে চিবিয়ে
পাঁজরের বাঁশী বাঁধা পোড়ে গ্যালো চলতি বাতাসে
খাবে বোলে তারা ধরছে এবার টুনটুনিছানা
কাজের কাজটি করছে মানুষ ঢালছে গরল

১১

কোনো অক্ষম প্রজাতির মুখোশের দাগ থেকে উঠে এসে মহামান্য ভগবানমশাই, শ্রীলশ্রীযুক্ত যীশুআল্লা রক্তলাবণ্যে রচনা করছেন হাঁড়িকাঠ ও শাশ্বতীর গলার ব্লুপ্রিন্ট —
যে তাঁরা হিজড়ের মতো ঝাঁপিয়ে পোড়ে সমাজতন্ত্রের দৈব কৌশলে আঁচড়ে কামড়ে লেহন করেছেন বনলতার পেলব নারীদেহ, গণধর্ষণের ক্যাপিটালিস্ট কায়দায়...

১২

হাড়কাটাগলির ভেতর এক ভেটকিমাছ গাভেজানো জল থেকে গলাভেজানো জলে উঠে এসে কর্কশ ঘোষণা করে :
আপনারা ম্যানার শিখেছেন কিন্তু কার্সি শেখেন নি।

১৩

শালভঞ্জিকা তরুমূলে নায়িকার
সময়ে ক্ষয়েছে নারীদেহকলা আর
সূক্ষ্ম রমণ কিছুটা ছবিকে ঘিরে
মূর্তি এখন ভারতীয় যাদুঘরে
অমিল পয়ার যুবতীর কারাগার

১৪

মিন্টু তো হারিয়ে গ্যাছে কবেই —
অ্যাতো আগে কেউই তা মনে রাখে নি।
প্রথমে যৌনরোগ, পরেও হয়তো...!

১৫

চাঁদের পাহাড়ের দেবদাসী যুদ্ধের খবর বেচে খায়। তাই যৌবন গেলেও তার মাসিক হয়। রাশি রাশি বাচ্চা পাড়ে। আর রাশি রাশি কঙ্কালের খুলি তার যোনিফাঁককে ক্রমশঃ : অ্যামবাস্যাডারপ্রবেশের উপযুক্ত কোরে তোলে —

১৬

মাইকেলের দাড়ি কেন কিম্ভুত —
তারও আর্থসামাজিক কারণ খুঁজতে হবে কমরেডস?

১৭
মেঘদূতের কনটেন্টে ধৈর্য দেওয়া যায় তা প্রাচীন বোলেই। আর ছন্দ?
— সরস্বতীর দুধেল মাই আর সাঁড়াশী পাছার গুরমুখী দাদ্‌ফেনা

১৮
ডাকঘরের অমল সঙ্গত আর সম্ভব। সে এক যুদ্ধখেলা জানে। নিজের জানলায় সেও গোড়ে নেয় অসামাজিক এক ব্যারিকেড—

১৯
খৈনী এক আজব নেশা। খৈনীওলার সঙ্গে বিশেষ সংগ্রাম চায় না অভ্যস্ত। শুধু, অধরের কর্কটরোগ বাহ্যতঃ অসুন্দর করে...

২০
নার্গিস টিউলিপ সুরা ও মহুয়ায় পদ্মমাংসের মহান ভোজ
কিংখাব মখমল বেহায়া পারিজাত বীর্যে চন্দন হারেমখোর
যুদ্ধই তৎ সৎ গেরিলা ড্যাফোডিল মন্দাক্রান্তায় সময়পথ
যুদ্ধের হাড়মাস নিয়ত বেড়ে যায় অন্য যুদ্ধের মুখোশ নেয়

২১
দশকের কাঁটাতার
কোনো কবিতায় আসে না, যুদ্ধেও নয়

২২
আন্তর্জাতিক শ্রেণিসম্পর্কউদ্ভবের পর থেকেই অনেকানেক ক্ষুধিত প্রজন্মের অ্যাংরী পোয়েটেরা বিভিন্ন সময়ে নানান আঙ্গিকে বলছেন : গান দ্য বুর্জোয়ানিউক্রিয়াস। তা সম্ভব হোলে এর চেয়ে ভালো কাজ পৃথিবীতে নেই, আর পুরোনো মদই ফিরে এলে? এঁরা সচেতন নেশারু। তবু যুদ্ধের — হাস্যকর ভয়াবহ যুদ্ধের যথার্থ ওয়াটারপ্রুফ ক্যাম্প কামড়ে কতোদিন লড়ে যাবেন অ্যামেচারিস্টরা?

২৩
জীবনানন্দের কষ বেয়ে রক্ত গড়াতে কেউ দ্যাখে নি
অথচ আবিল রক্ত সাক কোরে এক গেরিলা যোদ্ধার মতোই লালকণ্ঠ
বয়েস আর প্রজন্মের চিরায়ত গুলবাগে পাল পাল ছাগল লেলিয়ে দিয়ে...

২৪
গৃহযুদ্ধ মীট করে ঈশ্বরকে
তার কলাবতী পায়ুতে সেট করে আছোলা বাঁশ

২৫
ঈডিপাস — অয়দিপাউস এগিয়ে আসছেন...!

২৬
সমকামে লিপ্ত বান্ধবীপুত্র হাঁফাতে হাঁফাতে বলে : দিদির বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে দিদির প্রেমিকের সঙ্গে বাবা এই পাঞ্জায় বসেছে। যে জিতবে দিদি তার। মাও এখন ঋতুবতী। একটু বয়েস বাড়লেও মা এখনও যা আছে ন্যা মাইরী — যান যান, চটকাচটকির এ দাঁও ফস্কাবেন না মামু!

২৭
বাঁশবাগানের ডোমকানা এক ছাতার
গৃহযুদ্ধের ব্যাকরণ তার জানা
ঠিক বারোটায় হাগতে আসেন নবাব
বেগম তখন আঙুলি করেন ভুলে

২৮
আগের দার্শনিকদের নাকচ করার কাজে হাটেবাজারে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াচ্ছেন ভোলোভালা সক্রেটিস
অ্যাকাডেমীর পত্তন কোরে সময়মতোন ক্লাশ নিয়ে চলেছেন মৌলিক অভিজাত প্লেটো
অসাধারণ মেধাবী অ্যারিসটটল আগেপরের সবকিছুতে মননের তীব্র চাবুক হাঁকাচ্ছেন
ম্যাসিডনরাজসভার শ্রদ্ধাভাজন হোমার মন দিচ্ছেন গৃহযুদ্ধের মহাকাব্যে — এমনই এর শিক্ষা, এডোনিসপ্রতিম তরুণ আলেকজাণ্ডারকেও প্রচণ্ড মদ গিলে বেঘোরে মরতে হোলো...

২৯
সোনার লঙ্কা ছারখার হোলে গৃহযুদ্ধের ইতিহাস লিখছেন বেদব্যাস

৩০
ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভের সঙ্গে রোজা লুক্সেমবার্গের বিরোধকে সিগমাণ্ড ফ্রয়েড ঠিক কোন চোখে দেখবেন?

৩১
মাসিক পত্রিকা — কেয়ারফ্রীর প্যাকেট — .
রমযানমাসে স্ত্রীসহবাস বৈধ — মহম্মদের বিধান

৩২
আজি হোতে সব নারী জননী আমার —
ভীষ্মের কি পারভারশান ছিলো?
অথবা, জননীজ্ঞানেই অবোধ বালক...!

৩৩
ক্লিওপেত্রার আগুনখোর সৌন্দর্য অ্যান্টনীর গৃহযুদ্ধের ইন্ধন।
যীশু এই কথা কহিলেন : ব্রুটাস তুমিও!
ডেনমার্ক ছেড়ে হ্যামলেট কোলকাতা আসবে কোন দুঃখে?
বার্নাম বন না থাকলে ম্যাকবেথ প্রায় ফাউস্ট হোয়ে উঠতো...

৩৪
লেডী ম্যাকবেথের সঙ্গে রিচার্ড দ্য থার্ডের আঁতাতে জন্ম নিচ্ছে
অ্যাডলফ হিটলার!

৩৫
ডিগবাজী খাচ্ছেন সম্রাট বৃদ্ধ লীয়ার...
চারু মজুমদার লীয়ারের চেয়ে দূরদর্শী, আইনস্টাইনের চেয়ে নয়

৩৬
গৃহযুদ্ধের রূপ দেখে বুদ্ধ নীরব হচ্ছেন...
মুখ খুলছেন নির্বাণের পরও গৃহযুদ্ধ জেনে...

৩৭
যার লড়ার কথা
ভাঁটিখানায় ভীড় বাড়ছে
যার লড়ার কথা
বেআইনী মাদকেই জীবন
যার বাঁচার কথা
মরার কথা
লাচারিপাঁচালী

৩৮
যুদ্ধে, আপাতবিচারে স্বেচ্ছায় যে মরার প্রক্রিয়ায় — সে জীবনের সোনার হরিণের কাছে হারে। তার বাঁচে যে, বেঁচেই থাকে...?
ফিয়ার অব ডেথ বীটস দ্যাট পারসোনালিটি —
ডকট্রিন ইস দ্যাট: রিকগনাইস দ্য রুট আণ্ড গান, বোমবার্ড, ফাক —

৩৯
শেষদৃশ্যে সূর্য ওঠার স্টিরিওটাইপ ফর্মে বিবেকের ছাবাল কাইন্দে — অহো, নাঃ:
তেরা কেয়া হোগা রে কালিয়া — যেন কী আমোঘ প্রশ্ন!
ছাই ছাড়া গোড়ে উঠছে না অন্য চিত্রকল্পের সরাসরি ব্যূহ

৪০
প্রত্যেক নেশায়
তাবৎ যৌনতায়
সমস্তধরনের খিদেয়
যাবতীয় মেটামরফোসিসে
বিবর্তনের অকাট্য কোলাজ
গৃহযুদ্ধের
মারমুখী আয়নার খেলা
ঠেকানো যাচ্ছে না...

চটি ভাঈরাস

চটি ভাঈরাস সিরিজের দ্বিতীয় প্রজন্ম প্রকাশিত হয় ২০০১ সালে। 'প্রকাশক — শুভঙ্কর দাশ @ গ্রাফিত্তি'। এই সিরিজের অন্যতম কবি ছিলেন বিপ্লব মুখোপাধ্যায়। বিপ্লবের ১০.৭ সেমি X ১২.৯ সেমি খাটো বইটি ভারী, টাইটও। বইটির একপাতা ওলটালেই চোখে পড়ে—

CV – 007

বিপ্লব মুখোপাধ্যায়

না-লেখার মহড়া

খ্যালার লিখিতে পারা নও ক্র্যাফ্‌ট নও

রাজাহীন শাশ্বতী রাজ্যের জন্যে প্রেমের

খেল তাকে বলে। সমুদ্র নেক্রোপলিস জাহান্নাম মিলমিশি। কফিবাড়ী থেকে মহাবিদ্যালয় সরণি জুড়ে তিন মানুষ রথে যায় এসপ্লানেড। তিনি ও হাঙরেরা যথারীতি। তিন মার্জার আপাতত। শাদা জলহাতী। ইস্পাতের ছাতা। হিমোগ্লোবিন আবার সমুদ্র। রক্তে আচমন করছি। কালো কাপড়ে মোড়া আমার ইস্পাতের হারপুন চাইছে লাল বুশ শার্ট পরা শাদা জলহাতীটার চর্বির স্তরে স্তরে স্থাপত্য ভঙ্গীতে বোসে যেতে যেতে। হারপুনে লক্ষ্য রাখলাম। নেক্রোপলিসে।

সে নও আমিত্বে পরাকাষ্ঠা বা বিদ্রূপে সচেতন। অস্তি ও নাস্তি দুয়েতেই বিশ্বাস আছে যেহেতু বিশ্বাস থাকে। জীবন থাকে যেহেতু জীবন থাকে। আর মৃত্যু থাকে কেন্দ্রে। তুমি থাকে আমি থাকে হাঙর তিমি কুমীর থেকে চাতক মাছরাঙা নাইটিংগেইল ডেকে যায়। বিষন্ন সে সুর যা বিষাদে অনন্তকে ধোরে আছে। তাকে বলি অনন্ত। সাকারে সহবাসে শব্দব্রহ্মে ধ্যানে নাস্তিতে এবং প্রেমময় নৈরাজ্য চাই। সত্যি প্রেমের এল ডোরাডো। শব্দভেদী বান। আর দেহ তো নৈরাজ্যের ধনুক।

ঐ নও ঘুঘু ডাকাতিয়া পাখী আয় রে সমুদ্রের পাখী আয় আয় অ্যালবাট্রস আয় মাছরাঙা বেড়াল। আর আফ্রোদিতিকে ধ্যানে দেখি ধ্যানে দেখি মানুষের ছবি ঘরবাড়ী সময় ও পরকালও দেখি। অ্যালব্রাটস আসে মাছমেয়ে যাকে মারমেইড বললে ভাবটা ধরা যেভাবে যায় না মাছমেয়ে মাছরাঙা বেড়াল। প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ বিশ্বের চেয়ে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় চতুর্থ দৃশ্যের পর পঞ্চম ষষ্ঠ সপ্তম অষ্টম দৃশ্য আসে। তারপর ন্যারেশান বলে ন্যারেটিভ বলে ন্যারোনেস আর লিমিটেশান অব এক্সপ্রেশান অথবা অ্যাক দুটো খিস্তি করলে ক্যামন হয় কিন্তু মন বলে খ্যালার লিখতে পারা নও। যুদ্ধ তো প্রেম ছাড়া বিভীষিকা। যুদ্ধ সার্থক নরক। প্রেমে যে যুদ্ধ তা তো যুদ্ধের প্রেম থেকে খুবই আলাদা। যুদ্ধ মৃত্যুর বার্তা। যুদ্ধ ছন্দ নয়। যুদ্ধ ছন্দে কিছু মৃত্যু দ্যায় মরণ দ্যায় মোরে যাওয়া দ্যায় অমরতার মীথ দ্যায় না নশ্বরতা দ্যায়। যা কাঁদে না। প্রত্যাঘাতই শুধু যা শেখায়। অ্যাটিচ্যুড তাকে বলি সে অ্যাটিচ্যুড আমরা তারা যারা কিছু অ্যাটিচ্যুড যারা তত্ত্বে বাদে সম্বাদে বা বিসম্বাদে আস্থাশীল নই। আস্থা রাখি শুধু প্রেমময় নৈরাজ্যে। নাস্তিতে। বিশ্বদর্শন করি নাস্তিতে। নাস্তিতে বলি না ধ্যানরহস্য বলি ভিশান। বলি না ভোঅ্যাজের পুঙ্খানুপুঙ্খ। পঞ্চভেদী বানে শব্দব্রহ্মে শব্দকে কোরে তুলি গণিত ও টেলিগ্রাফ।

ভাষা মনের ভাব প্রকাশের কখনো। কখনো মনের ভাব গোপনের। বেশী। মানুষেরা কম মানুষদের যৌথভাবে গণতন্ত্রী ফ্যাসীবাদী ভঙ্গীতে যেভাবে পেষণের জন্যে সমাজ তৈরী করেছে যেভাবে সময় কাটাতে কিছুটা আর কিছুটা যোগাযোগকে প্রহেলিকাময় করেছে যোগাযোগকে মিস্টিফাই করেছে শুধু ভাষাকে বর্ম হিসেবে ব্যবহার করতে ভাষাকে ভাসা ভাসা ও ভাসান ভাসান। ভাসানে সেবার হিম পড়লো। আমিত্বে এলো মাছরাঙা ন্যারেশান। গিলোটিনে তাকে স্থাপন করলাম। মেরী আঁতোয়ানেতের দুটুকরো রাজহংসী দেহবল্লরী ইতিহাস হোয়ে ঝুললো ও গড়াতে গড়াতে ড্রপ খাচ্ছে ন্যারেশান দু-টুকরো হোয়ে যাওয়া দেহবল্লরী। গেরিলা ভাষাকে গরুখোঁজা করে। হাজারো ধরনের অ্যামবুশ চালায়। রক্তে নীল সমুদ্রকে শোবুজ কোরে তোলে। ভাষা লিটমাস। শব্দ ব্রহ্ম। টেস্টিমনি মানি না। ভাষা মানি না। মৃত্যু মানি। আর কিছু মানি না। প্রেমময় নৈরাজ্য চাইছি। হে শিশুর করোটি আমার কারণে পূর্ণ হে বিভা হে সমুদ্র হে আফ্রেদিতি হে লিটমাস হে ব্রহ্ম হে তার অন্ত।

এসো বুকে মাছরাঙা এসো ইতিহাস। হে নেক্রোপলিস মহেঞ্জোদরো হে নিষ্কাষণ ব্যবস্থা মায়া ইনকান মায়া সব মায়া হাইপার রিঅ্যালিটি। ম্যাজিক রিঅ্যালিটি ইনার রিঅ্যালিটি সাবজেক্টিভ রিঅ্যালিটি। শব্দে নয় রঙে নয় নির্জনতায় ঝিঁঝিঁতে মহেঞ্জোদরোর নেক্রোপলিসে সিমেট্রিতে আত্মমৈথুন ফিকে হোয়ে যাচ্ছে তার ব্যবহার ক্রোমোশো সংকুচিত হোয়ে যাচ্ছে ভালোবাসা ক্রোমোশো সংকুচিত হোলে কী হোতে পারে বলো। ভালোবাসা তাকে বলি না বাউল ও হিপি যেখানে ছিলিমের শাগরেদ নয়। প্রথম তৃতীয় পঞ্চম সপ্তম বিশ্ব পাটীগণিতের হারে প্রগতি আর পার্টির গণিতে গতি নেই গুণিতক আছে বিভাজন আছে জঙ্গল কম হাআরার্কি আর ক্ষমতা আছে। জঙ্গলে ও সমুদ্রে হাআরার্কি ও ক্ষমতা আছে। রাজনীতি আছে।

মাতৃতন্ত্রের কথা ভাবি। পাতার পোষাক পরা মানুষের কথা ভাবি। বাকল পরা মানুষের কথা। নগ্নতায় শয়তানের প্ররোচনা আসে দেবদ্রোহিতায়। অ্যাডাম অ্যাডামেন্ট নয় ঈশ্বরের ওবিডিয়েন্ট। কিন্তু ঈভ অ্যাডামেন্ট শয়তান অ্যাডামেন্ট। ঈশ্বর ফ্যাসিস্ট। শয়তান বামপন্থী ফ্যাসিস্ট ঈশ্বর দক্ষিণপন্থী ফ্যাসিস্ট। মানুষ প্রেমিক ও অনুগত কিন্তু বোধিগাছের তলায় জ্যোৎস্না দেখেছে। শাদা অ্যাকটা ঘোড়া লাল জকিকে নিয়ে ক্রমাগত পাক খাচ্ছে। লাও জু আসছে। লাও জু বলছে পথ। পথ বিলীন হচ্ছে রাস্তায়। আমরা জঙ্গল ফুঁড়ে আজ খুঁজে পাচ্ছি পাহাড়ের গুহার ফাটলে খুঁজে পাচ্ছি কম্পিত বিবর্ণ পাথুরে মূর্তি। তাওদার্শনিকের। সমুদ্রমন্থনের ক্যাপস্টান যন্ত্র দ্যাখাচ্ছে শ্রেণীবিভাজন। ভাষা দেখাচ্ছে শ্রেণীবিভাজন। ভাষাকে গোরুখোঁজা কোরে ভাসানে ড্রিঘাংচু আসছে। কাঁকড়া আসছে। কোটি কোটি কচ্ছপ আসছে। টাইগ্রিস নদীর তীরে জাহাজ নোঙর করলো। সাইবেরিয়ায় নৈরাজ্যবাদের গবেষণা চলে। হিমে জোমে আসে মোটা চামড়ার দস্তানা। তিমির মাংসকে জনতা সাবাড় করছে গোমাংস ভেবে। গোমাংসে তিমিত্ব ভ্যাজাল দিচ্ছে শুগারে ভ্যাজাল দিচ্ছে জীবনে ভ্যাজাল দিচ্ছে মৃত্যুতে ভ্যাজাল দিচ্ছে জীবনে জীবনে আসে হাওয়া।

ভাষা মিস্টিক নও অ্যাখোন। প্রকাশ অপ্রকাশ দ্বন্দ্ব নও। ভালোবাসা নও। কী আমি জানি না কারণ কেউ জানে না। কী আমি জানি যেভাবে সকলেই তাই জানে। সবাই সব জানে বোলে মনে করতে পারছে ও পারছে না। ভাষা চাইছে অধরাকে ধরতে। তাই হাওয়ার ঘরে ফাঁদ পেতে চোর ধরা। গভীরতম শেকড় কতোদূর আত্মহত্যা। কতোদূর সাহিত্যি হোয়ে উঠতে পারে সাহিত্যের চেয়ে বেশী। শিল্পের ফার্ণেসে কতো শিশুকরোটি। কতো মাছরাঙা। রক্তে হিমোসাআনিনে শোবুজাভ রক্তে মৃত্যুতে হলুদে রাণীরঙে শূন্যে নিরালম্বে ত্রিশঙ্কু আকাশে যুদ্ধে... ...

সাধনায়, যাপনে শূন্যতায়

mistique prince

কিছুই পারছি না বলি, কিছু তো পারি। পারাগুলোকে বিশ্বাস করতে চাইছি না। বুদ্ধকে মাথা থেকে কী কোরে যে... নৃপবর গন্ধমাদন না শুদ্ধোধন — যে মূল স্রোতের প্রতিনিধি — বুদ্ধকে (যে তখন বৈরাগী রাজকুমার) আপাদমস্তক জরিপ করতে না পেরে ভাবলো বে দিয়ে দিলেই বন্দী, যথারীতি রাজকন্যেও এলো — মূল স্রোতের প্রতিনিধি রাজা নিশ্চিন্ত — বুদ্ধ তখনো বুদ্ধ হয়নি, বাউল রাজকুমার, বাচ্চাও একটা — মানে মাংসপিণ্ড, মরণশীল, ব্যাধিশীল, জরাশীল। এই গল্প তো সকলে জানে। রাত গভীর। রাজকন্যে নিদ্রিতা, শিশুপুত্র নিদ্রিত, হুলো বেড়ালের

মতো সন্তর্পণে পা টিপে টিপে আমাদের বুদ্ধ বৌ বাচ্চাকে — একঝলক — তারপর একবার চিন্তা — উঁচু বিছানা থেকে মেঝেতে — নিঃশব্দে খিল খুলছে বুদ্ধ — ধাঁ — ফ্লাই বুদ্ধ ফ্লাই —

question bank

প্রশ্নগুলো কতোটা ধার ধরে? লোকে বলে 'ধারালো প্রশ্ন' — সেই ধারে কী হয়? কনিষ্কের মুণ্ডু কেউ দেখতে পায়? খুঁজে পায়? বৌ মানে কী? বাচ্চা মানে কী? এ প্রশ্নগুলো অনাদি সময় ধোরে বুদ্ধদের ভাবাচ্ছে, পাশাপাশি খানকীবৃত্তির মানে কেউ বলতে পারছে না, প্রতিষ্ঠানের মানেও। জীবনের মানে নিজের মতো বুঝতে পারার ওপর অন্য মানেগুলো দাঁড়িয়েছে, শিবের বুকে দাঁড়িয়েছে ছিলিম হাতে কৃষ্ণকলি...

sex fun 1

রজনীগন্ধা বলতে লোকে কী বোঝে — লোক বলতে আমি কী বুঝি — এসব প্রশ্ন খুব কঠিন। ঈশ্বর ও চিটিংবাজী সংক্রান্ত প্রশ্নগুলোও লক্ষণীয়। ঈশ্বর ঈশ্বর ঈশ্বর ঈশ্বর ঈশ্বর পাঁচবার ঈশ্বর লিখলাম। কেন না ঈশ্বর সব জানে। ঈশ্বর বটগাছে ব্যাপ্ত — ঈশ্বর সর্বত্র — ছিলিমের মধ্যে কৃষ্ণ আছে। পায়খানার মধ্যেও। ঈশ্বর সম্পর্কে আমরা খুব কথা বলি। ঈশ্বরও আমাদের সম্পর্কে কথা বলে। ঈশ্বর যখন পাঁউরুটি খায় আমাদের হাম্বাটা ম্যা ম্যা করে কিন্তু ঈশ্বর একটুও দ্যায় না। হাম্বা গ্যালো ট্রেড ইউনিয়ানে — ন্যাতা বললো সংগঠিত হও আর চাঁদা দ্যাও — এদিকে ন্যাতার সঙ্গে ঈশ্বরের হিস্যা — ঈশ্বরের সঙ্গে আমার হিস্যা — মৃত্যুর সঙ্গে — ঈশ্বর একটি যৌন শব্দ। ওঃ কী অশ্লীল শব্দ। আমি আর সহ্য করতে পারছি না। চূড়ান্ত অশ্লীল শব্দ!

word meaning

জঙ্গলের রাস্তায় আমরা এগিয়ে দেখেছি একটা যজ্ঞকুণ্ড। তার চারপাশে জলছবি হয়ে আছে সাম্রাজ্য। একদিন রাজত্বে যে ক্রম চলেছে তার জায়গায় নতুন ক্রম। রাজত্বেও আসেনি কী সেদিন যা আজ নেই? মানুষের উৎপত্তি থেকে বিনাশ অবধি টলমলে যে বিষাদ যে বিভ্রম যে বিবমিষা তাই অস্তিত্ব। চিতায় কী পোড়ে? মাটিতে কী মিশে যায়? চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের সঙ্গে ফকিরের, আমলার সঙ্গে সুফী সন্তের, রাজনৈতিক দলের সঙ্গে হিপির সম্পর্কটা যে ঠিক কী — বলো দেবদ্রোহী বলো, বলো বেদদ্রোহী — অজ্ঞেয়তা কতোদূর মতবাদ — মৃত্যু কতোদূর সত্যি — তুমি কতোদূর সত্যি — তুমি কতোদূর মতবাদ — একজন মানুষ কতোটা ভণ্ড — কতোটা ভণ্ড সে হতে পারে — কতোটা সৎ হতে পারে — একজন সাধু পারে কতোটা সাধু হতে — মৃত্যু মানে বিষাদ থেকে বিভ্রম থেকে বিবমিষা — মৃত্যু মানে... আচ্ছা, মৃত্যু কি কোনো প্রতিষ্ঠান? জন্ম কি প্রতিষ্ঠান? ভালোবাসা কি প্রতিষ্ঠান? বেঁচে থাকাটাই কি প্রতিষ্ঠা? প্রতিষ্ঠান মানে কি ক্যালেণ্ডার? মোষের গোবরে ফোটার গোলাপের কাঁটা? মধুতে পঙ্গপাল?

fuck luck

বুদ্ধ ধ্যানে দেখছে হাওয়া খারাপ — বস্তুতঃ লক আপ বা অনুরুদ্ধ কথাকলিকে বিছানায় ও সাপের কী নাচ — কী নাচ সাপের — সাপ শুনতে পায় না — ভাইব্রেশান — ভাইব্রেশানই তার ঈশ্বর — ভাইব্রেশান জীবন হয়ে ঝুলছে... অস্তিত্বে একটা ভাইব্রেশান ছিলো, বন্ধু, যা হারায়নি, যা হারায় না...

যৌথ যৌনতা, যৌথ যৌনতার ট্যাঁট্যা

দুঃস্বপ্নের ব্যাকরণ...

দুঃস্বপ্নের প্রকট একটা নিজস্ব ব্যাকরণ আছে। বানভাসা নদীর পানিতে ছপছপ ছপছপ ছলাৎ ছলাৎ পারাপারের শব্দ এইসব কুলুকুলু, তার অধ্যাত্ম-প্রকৃতির বিরোধে জৈব প্রশ্বাসের গতিতেই নিজস্ব কুলুকুলু। ধরা যাক তোটক ছাঁচে শিবস্তোত্রমের বাংলা তর্জমা করছে গথিক যে অধ্যাপক, সে বিষয়ে তার পুত্রের গর্বসঙ্গত বাচ্যালাপ এ ব্যাকরণ মানছে সাবেকী ঘরানার। আর ভিন্নস্রোতে ধরা পড়ে দুঃস্বপ্নের বিধিবদ্ধ রণকৌশল।

রামলীলা...

পূর্বকৈশোরে যখন ভূকৈলাশগড়জুড়ে রামলীলা দ্যাখার [illegible] ভুলিয়ে, ঘুম টুটিয়ে দিচ্ছিলো ঐ রামলীলা, এদেশী ভাষায় [illegible] কতোটা লোকায়ত ভাবার সুযোগ কোথায়, তখন [illegible] ধুরন্ধরচরিত্রে রাজধরসুযোগাকাঙ্ক্ষীর আকুলিবিকুলি অভি[illegible] নটবর। না ঘরকা, না ঘাটকা। পেণ্ডুলাম দুলছো না, মনুমেন্টের [illegible] কণ্ডোমও লাগাচ্ছো না পিতঃ হে। হাহা রক্তের স্মৃতি কী, এ প্রশ্নে [illegible] অনবসিত খুনোখুনির মিনার।

জয়নাব...

অনুরুদ্ধে যে ভ্রান্তি মেপে ন্যায়, জন্মসূত্রে তা বিবস্ত্রতার ভান মাত্র। [illegible] গন্ধকুটালু পর্বতসমুদ্রাকাশে নিজস্ব মালিন্যে লাই দিচ্ছে বেহিসেবী [illegible] রাজ-সাক্ষীসাবুদ। পরোয়ায় হিম দিচ্ছে কৃষ্ণকান্ত, দামাস্কসম্রাট এজিদ বাদশা [illegible] এ্যাক জয়নাবরত্নের লোভে টিউলিপের খাঁজগলায় ঠিক কটা প্রকৃষ্ট প্রকরণের [illegible] তার মরুবিশ্বস্ততা আদেশ ঘাঁটছে সূর্যে।

পায়খানায় রতিক্লান্তি...

য্যানো গন্ধর্ববিজয়। য্যানোবা রাজ্যস্তরে দলে দলে গণ-সংগঠনের মূর্খ বাচাল উদ্যোগ পুড়িয়ে যাচ্ছে অস্তিবাদসম্মত আদিখ্যেতার গর্ভসময়। রামজনমভূমি বা বাবরী মসজিদের অলীক অধিকারলড়াই আসমুদ্রহিমাচলের খোঁখোয় ঠিক অবিদ্যাগ্নেয় প্রীতিতে মন্ত্রীত্বগঠনের সমকালীন বোবাযুদ্ধ তোলপাড় করছে নিজস্ব তার কাঁথা কামিজ। পায়খানায় রতিক্লান্তির ছকে কোনো বৈপরীত্যেই জমবে না সার্থক বদান্যতার বিষণ্ণলাল মাসিকন্যাকড়া।

একটুখানি ননীর লাগি...

শিবসমুদ্রে আচমন করছিলো বেকারভাতা। মম শৈশব। আনন্দের আকাশের মৃদু বিহ্বলতা ভানে লাজুক প্রবাহমুখী প্রজ্ঞা দোলনে মেতে যাচ্ছে য্যানো বিছানাবালিশ তোলপাড় কোরে জান্তব জিউসের অসুখী পুত্রবধূর জামাই নেশাখোর শিবের মানুষের মতো মাগো একটুখানি ননীর লাগি পেয়াদা করেছে সাঁই গো। মাগো মা লণ্ডভণ্ড দ্যাখাও গো আমারে।

প্যারালালবারের খ্যালা...

য্যানোবা গানের মতো বিভ্রম মাথায় ফোঁটাচ্ছে পাঁচ ছয় সাত আট নয় সংখ্যার ছেনি। ভুল যা। পর্বতের স্থবির প্রস্তরফলকিত এ লিখন সত্যি নয়, জ্ঞান নয়। চরাচর। ঘরের বিসুখী চরাচর। রাগমোচনের চিত্রছবি আসে না এ্যাখন। শব্দের প্রদূষণে অতিপৃক্তি দ্রবণীয়তার ব্যাড়া ভেঙে অরিরে দমনে ব্যর্থ ক্ষুধার্ত বাপ, আব্বাজান। আর প্যারালালবারের খ্যালা দ্যাখায় গডফাদারের কনসেপ্ট।

এ্যাখন যেরকম...

রোজ চান না করলে কী হয়? বীচিতে নানারকম ময়লা জমে। ছ্যাৎলা পড়ে আমাদের দাঁত ও মাড়ির ঘর্ষযৌনতায়। রাত আসে জানালার খড়খড়ির ওপার থেকে মৃদুল ধর্ষণে কুমারীর চোখ ঠিক চোখ ছিলো কিনা, প্রাণ রাতের আগেবা জমেছিলো কিনা এ্যাকা শীতের সন্দেহে মোহঘিরে। আর ঐ অত্যদ্ভুদ এ্যাকতারা বাতাসের কলকব্জা চিবিয়ে ফেলছে অনায়াস যূথবদ্ধ হিজড়ে, আচরণের খোজা ও খোচর।

সতীপনার ঢপের কীর্তন...

বিশ্বও, অথবা সময় বিশেষের বোধি গিলে দ্যাখে কী ভাবছো সে বড়ো দরকারী প্রশ্নই নয়। ঘটনাটি এই, যদিচ বেঁচেছো তবে সববার বাঁচবেই, একথা বলে না বন্ধুগণ। কত্থক নাচে না রাধিকা এ্যাদ্দিন। এ হোলো গুছোবার সময়, এ সময় গুছিয়ে নেবার, জানি ক্যানো বারবার আওড়াতে চাও প্রহসন। নিরালম্ব সতীপনার গা ঘিনঘিন ঢপের কীর্তনে আহা কতো কুমারী সারি সারি দুলছে কানে দুল। রাধে, কার পোঁদে গু নাই প্রিয়ে? হে সতী, সতী হে?

যৌথতা...

বর্ষণে সাঁই সাঁই শব্দকপাট রাত উতরোল করিলো গতমৃত্যু বিগতআবেগ মানুষেরা। আজ তারা যথাযথ হিমশীতলতার কথায় ভেজাচ্ছে পাশবালিশ। আর মশারীর ফুটো বেয়ে যে ঢোকে ঘরের মধ্যেই দ্বিতীয় ঘরে, সে আমি। আমি হে যৌথতায় নতজানু হোই কখনোবা। কখনোবা নিজাভ্যাসত্যাগে বরণীয়। যৌথতা, যৌথতা, হায় সে যৌথতা! অথচ সমুদ্রের শিরিণে আকাশে যে আশ্চর্য বিভায়, তোলপাড় করছে পাকস্থলী ও কুলকুল, এ্যাকাজে যদি মানুষের নিজস্ব থাকাথাকির কথা এ ব্যবস্থায় পাপ। না যৌথতা অমর হয়ে থাক, থাক কমিউন!

বন্ধুত্বের গোপন শিল্প...

অদৃশ্য গহ্বর থেকে ছিটকে আসে পুঁটে তেলি। বালামচি চালের গ্রাস যে ছাড়ে বুড়িবালামের মতো স্যাঁৎস্যাঁতে নদীর জোয়ারে, পরকাল বৈদ্যুতিক হাঁ। বন্ধু বলতে বুঝি সেই এভারভার্জিন বেশ্যাকে, সন্তানদেওনের পর অসমাজ যাকে ঋদ্ধি দ্যায়, ক্যালায় কেবল মুর্খবাঙ্কোদ সমাজনাতিরা। এ্যাকই সঙ্গে গোপন শিল্প, কুচলচ্চিত, পায়রা ওড়ানো ও আংলি করা সগুণই মগ্ন। ঔচিত্যে নিরাশ। সুড়সুড়ি। টাকা। মেদ।

ভাষার তলপেট...

ঠিক হুবহু চিন্তাপদ্ধতির বিশুদ্ধ প্রক্রিয়াটি মেনে যদি বাক্যগঠনরীতি হোয়ে ওঠে যথার্থ গেরিলা, গোলাপ, এও ঠিক, ততোধিক সত্যি যে ঘোষণার অন্তর্ভুক্ত থাকা চাই ভাষারও মৈথুনজাত অজস্র খুঁৎ-ক্রুটি, সীমাবদ্ধতা আছে। কলঙ্কে বিবর্ণ এ্যাক তলপেটেও আছে। নাভির নীচে সূত্রাকারে জমা আছে প্রজাতির আশ্চর্য মহিমা। সঙ্গমের মৌ মৌ ঝিম ঘিরে হাভাতে চীৎকার থেকে থেকেই মঞ্চে উঠে আসে পান্তাভাতে টাটকা বেগুনপোড়ার অবিমিশ্র যৌন গন্ধে নিকারাগুয়াটেমালাবারমুড়ার চাবালিপাঁচালী।



প্রচ্ছদ

দ্য ডিভিশান...

টাকা আছে। মাটি নেই। মাটি আছে। টাকা নেই। টাকা আছে। মাটি আছে। টাকা নেই। মাটি নেই। অবিচল থাকতে দিচ্ছে না টাকা আর মাটির ক্রাইসিস। ভাতরুটি, আর মাথার ওপর এ্যাক ছাদের বন্দোবস্তের কাম ঝুলছে, দোল খাচ্ছে, বিচ্ছিরি আলুলায়নের প্রথামতো এ্যাক অশীন বিরোধীতার সেনা ও শিবির। কানু হে, তোমার লীলাপদ্ধতির ছ্যাঁদা দিয়ে সিফিলিসীয় প্রাদুর্ভাব আজও আমাদের অফ্ করে অন্ধকারের সঙ্গোপনী রাতজাগরণ, ঘুম এলো না মধ্যরাতেও, তোমরা যখন ব্যস্ত অক্ষম চোদাচুদির পরেস বর্ণনায়। অ্যাক্রেমড অ্যাচীভমেন্টের বুলফাইটে ডিভাইডেড উই স্ট্যাণ্ড। ইউনাইটেড উই ফল।

মাশরুম কমিটির মীটিং...

হাড়কাটা / ময়নার নাভিশ্বাস উপচে উঠতে পারে যমদূতবিভ্রমের গতযামে কামলীন বেসুরো শরীরী গ্রেনেডে। হিম হিম ঘুম ঘুম মৃত্যুর মন্তর যদ্দিন তালগোল রাত্তির, আর যার শ্বাস নেই তার চোখ নোখ চুল, এ্যাকবার গান গায় বুলবুল, তারপর পুতুর লাল চোখ চশমায় বারবার গেলবার চেষ্টায় ঠোঁটস্তন কিলবিল স্তনঠোঁট। ওদিকে সাপের ঘরে মাশরুমকমিটির মীটিঙে মাতছে মূর্খ ভীড়। যদিও কথা নেই, তথাপি সঙ্গীও কেউ কেউ।

দেওতা...

লম্বাচওড়া বাক্যি শুনে যাদের মাথা ধরে, তাদের প্রতি প্রচ্ছন্ন স্নেহ যে নেই তা নয় দেওতার। দেওতা মূলত যা বলতে যায়, শ্রেষ্ঠ সুন্দর সর্বস্ব আমি আর সম্পূর্ণও। আমার পূজায় য্যানো প্রথমেই আহুতি পড়ে মস্তিষ্ক তোমার। তুমি য্যানো সারারাত বৌ আর বৌ আর সারাদিন বই আর বই আর বিড়ি নিয়ে থাকো ঘরে সুখে কুপোকাৎ। তোমার রজস্বলার ওপর আমারই পূর্ণ প্রকৃত পুণ্য প্রকৃতির প্রভুত অধিকার। দাও তাকে। এ্যাকবার চাটিয়াই দেখি!

পুরুষতন্ত্র...

পুরুষতন্ত্রের সেবায় প্রতিক্রিয় দর্শনের দিগ্বিজয়ী রথ ঝাঁঝরা পাঁজরায় ছাড়ছে শ্রমিক মানুষের ভুল উদ্বাস্তবিনোদনের গুঁতো, মরদ পুরুষ। মরদ আর পুরুষ ডাক শুনলেই ব্যাটাছেলে শৈল্পিরিক শ্রমিকমানুষের বাঁড়ার লোম নেচে ওঠে শিক্ষামুখোশেও। ওকি যোনি, না নষ্ট রক্তজবা? সেঁধোয় পুংকেশর। আর পিতৃতন্ত্রে চিরকালই টকটকে গুদ দেখলেই টগবগে পাছাতে বুলিয়ে দ্যায় ঈপ্সার ডবকা ছুরিকাতুলিকা আহা নুনু। আর ঠাপ চলে ঠাপ আর ঠাপ। চকাম চকাম শব্দের ভাণ্ডার ফুলে ওঠে সঙ্গমের সোঁদা সৌরভে সংসার।

গৃহপতি...

বস্তুত এ এ্যাক বর্ণময়তার খ্যালা। আবিষ্ট শৈশব প্রবণতার জ্বরে ভোগে কতো গঢ়রাত এ্যাকা ছেলে। প্রৌঢ়ের তরুণীজাত লালসার হরিণ অকম্পাস সিদ্ধিতাংগ্রহণে স্বয়ম্ভু নিরাকার ব্রহ্মেরই পোলা সে অবিদ্যার ময়দান ফুঁড়ে দিশেহারা চোখ। গৃহপতি জানিয়ে রেখেছে, যদি থাকতেই হয় তবে কিছু শুধু নয়, বরং সবই মানতে হবে বাবা থাকতে হোলেই। এমতাবস্থায় উদ্বাস্তর আত্মলিঙ্গ পোঁদে পুরম দশা পৃথিবীর দুর্দান্ত চালকুমড়ো আকৃতির ভালোবাসাটি চটকায়।

শূন্যে শৃঙ্গার...

না, কোনো গপ্পো ফাঁদবার বা গল্প বলবার বৃথা চেষ্টায় অযথা চুদিয়ে, গুদে ঘা কোরে হাডুডু খ্যালার জন্যে শ্মশানজাগরে গাঁজা ছাড়া দুহাতে যা পোড়ে থাকে তা একমেবাদ্বিতীয়ম অনিবার্য শূন্যতার হলুদই। শৃঙ্গারের ক্ষমতাও নতজানু হয় এর নিকট। এর কাছে পাওয়া যায় অবিমিশ্র পাহাড়ী হাওয়া। নারীর জঙ্ঘায় আঁকা হয় বুদ্ধমন্দিরের ঘন্টার ছবি। ক্ষুধাই প্রকৃত আবেগ, এ চরাচরে লীন। বাঁশবনে লুঙ্গি তুলে পটাপট ল্যাড়ক্ষেপণের চমকিত হাগা দৃশ্যে প্রেম ছিলো আমাদের, নদীও।

এবং যৌবন...

গ্রাম্যতার দাগ এ্যাতো প্রকট, নিজস্ব নিরিবিলি শবদেহে আয়ু আসে। হাসে। বলে, কথকতার বল্কলে যে ঋতের শাসন চলেছে এ্যাতোকাল, তার শাঁখায় সিঁদুরে, সে মুখে নিমফুল নথ মানাতো না চুকিৎকিতে মেতে যাওয়া বালিকানেত্রীকে। যৌবন মানে তাই এ্যাখন আর নতুন বা বাড়তি কিছুই নয়। শুধু খিদের তীব্রতা এখানেই ব্যাপক, আর সর্বগ্রাসী। দুর্ভিক্ষের ধূসর বিবর্ণ ব্যাকরণ ছিঁড়ে বিকেলে পাতার ঘরে টুপ টুপ জল টুপ টুপ, শীতে কাঁথা কাঁথা পিঠে পুলি কাঁথা।

ট্যাট্যা ও তার মাবাপ...

টলমান মাঝরাত ভর করছে বিচ্ছিন্নতার পুরোনো ধারণা। পোয়াতির তলপেটে ঘটছে যথাযথ সূর্যস্খলন। অর্থাৎ বিপ্লবের যাবতীয় পরিস্থিতি ও শর্তের সমাহার থামছে রম্য ঐ টিবিপেটে। বাচ্চা দিয়েছি। এ বড়ো সহজ ছিলো। বিপ্লব দিতে পারি নাই। প্রকৃতার্থে কেহই পারে না। আর ট্যাট্যা। ট্যাট্যার নির্গমনে যোনিব্যূহ তছনছ গেরিলা পদ্ধতির গুঁতোয় অবিচলা বিশুদ্ধ শিল্পের ক্যালানে অ্যাসিমিলেশানে ঐ ট্যাট্যা, ট্যাট্যার মা, ট্যাট্যার বাপ। বিজ্ঞানের বদহজম ঐ ট্যাট্যা, ট্যাট্যার মা, বাপকে দিচ্ছে নাড়ির কাটার বিচ্ছিন্ন তরঙ্গাভিঘাত। হ্যাঁ, প্রকট বিচ্ছিন্ন দ্বীপজীবনের যাপনজ্বলজ্বলে অস্তিকামড়।

আইডেন্টিটি ক্রাইসিস...

যুক্তিবিদ্যার উভয়বিধ আকারই এখানে হাজির করবে বিচ্ছিন্ন উদ্বাস্তু ট্যাট্যাগণ। আমি কে? আমার বউ কে? আমাদের ট্যাট্যা কে? — আমরা সকলেই ট্যাট্যা। ট্যাট্যা কে? — আমরা কেউই ট্যাট্যা নই, না আমি, না বধূ আমার, আমাদের ট্যাট্যাও ট্যাট্যা নয় প্রকৃত। এ্যাক ট্যাট্যার প্রশ্নেই এই আইডেন্টিটি ক্রাইসিস। ব্যাপার দাঁড়ায়, সমস্ত ট্যাটাকে এ্যাক করিলে কী হইবে? ঘটিবে কী? তখন একত্রিত ট্যাট্যাদের ট্যাট্যায় অভিধান থেকেই মুছে যাবে বিচ্ছিন্নতা শব্দটির লোভাতুর দাঁত।

হাঃ সভ্যতার মলিকিউলার...

ঘটনা হোচ্ছে ক্যানো লেখালেখি? এ্যামন কোনো প্রত্যয়ের তল্লাস করতে পারি কি, যা দিতে পারে আমাদের শ্রেষ্ঠ উজ্জ্বল দিন, শুদ্ধ আবেগপ্রকাশের সুরেলা সাহস, অঘটিত তাবৎ মানবিক কাণ্ড ঘটিয়ে ফ্যালার জীবননাশ? পারি কি যেহেতু বিয়া হয় নাই তবুও আমার বাউলনীর গর্ভে সঞ্জাত প্রথম ট্যাট্যা ও ট্যাবুলা রাসাকে পৃথিবীর আলো দ্যাখাইতে? হ্যাঁ, সমাজসিস্টেমের মাকে চোদার দরকারটাও প্রকট স্পষ্ট অনিবার হয়ে ওঠে, ওঠেই আমাদের তাবৎ ক্রিয়ায় আর জীবনযাপনে।

বিবাহ...

অর্থাৎ বিবাহ এহেন কিম্ভুত এ্যাক ইন্সটিটিউশান, কোনোরকম মানসিক যোগ্যব্যতিরেকেই ঐ প্রথার দৌলতে পুরুষতন্ত্রের গিলোটিনে এ্যাক নারীকে রোজ রাতে অথবা দিনেও দুবার তিনবার অক্লেশে চুদে যাওয়া চলে। বিকস ইউ হ্যাভ দ্যাট সোশ্যাল লাইসেন্স। বিকজ ইউ গেট দ্যাট লীগ্যাল লাইসেন্স। বিকজ ইউ হোল্ড দ্যাট ব্রুটাল লাইসেন্স। বাই দ্য ইন্সটিটিউশান ম্যারেজ ইউ দ্য মেল স্মুদলি ক্যান গো ইনটু দ্য ফাকিং ফাকিং অ্যাণ্ড ফাকিং অ্যাডিক্‌শান। দ্যাট মীন্স ইউ হ্যাভ এভরি রাইট টু এভরিডে রেপ রেপ অ্যাণ্ড রেপ আ উম্যান অনলি গীভিং হার মোটা ডালভাত অ্যাণ্ড আ মেয়ার মাথা গোঁজবার ঠাঁই অ্যাণ্ড ইয়োর দ্যাট ব্লাডি শাঁখার্সিঁদুর অ্যাণ্ড এটসেট্রা বিকৃতির রেপিস্ট সমাজশৃঙ্খলার।

সমাজনাতিদের হাতে ট্যাবুলা রাসা...

হ্যাঁ। তাইই। আর সমাজবিরোধী যখন তুমি ঐ গাঁড়মারানী সোশ্যাল প্রক্রিয়ার শরিক না হোয়ে পুরুষ হোলে নারীর সাথে, নারী হোলে পুরুষের মিত্রতায়, ব্যাপারটা আসলে মিথস্ক্রিয়ার, মিথোজীবীতার, কেউই যেখানে কাউকে নিজের সম্পত্তি ভাবছে না, তোমাদের সন্তান, ট্যাট্যা বা ট্যাবুলা রাসা, যাই বলো না ক্যানো, তারও আগমনে উল্লাস পাওনা, গলার মধ্যে এ্যাকঝাঁক মরুভূমি, হাসতে পারছো না সমাজনাতিদের উদোম প্যাঁদানির ভয়ে, কথা বলতে পারছো না অশিক্ষিত প্রশ্নমালার মোনোটোনাস ছোবলের ভয়ে, ভালোবাসতে পারছো না, ভালোবাসতে পারছো না। রাগ দুঃখু ঘেন্নায় শুধু জেগে থাকে ক্ষুৎকাতর উদ্বাস্তুর দলা দলা থুতু।

মন তোরে পারলাম না বুঝাইতে...

অতএব সে সন্তানেরও আর পৃথিবীর মুখ দ্যাখা হোলো না। আজ কতোদিন হোয়ে গ্যালো তোমাদের পায়ের শব্দ বেশ অচেনা হোয়ে গ্যাছে। আজ আর মহুয়া গিলে ভাল্লুকের খুশিতে নাচতে পারি না সাঁওতাল পরগণায়। প্রচণ্ড ছিলিমের পর ভাবি এবার কেলিয়ে গেলে কী হবে কী হবে শ্রীহরি শরণং গাঁড়ে তোর। শীতকাল, সারা শীতকাল আর কেহ শিশুর মোজা বুনে না। গ্রীষ্মে, আহা গোটা গ্রীষ্মকাল আর কেহ শিশুর বুকে বেঁধে চুমা খেয়ে কাঁচামিঠে আম আর দ্যায় না। বর্ষায়, ভরা বাদলের দিনে আর কেহ শিশুরে আটকায়ও না দ্বার হোতে বাহিরিলে দুরে। সে যে আইসেই না চরাচরে। হায় মন তোরে পারলাম না বুঝাইতে। দ্যাট নেভার অ্যাপিয়ার্স ইন দ্য লাইট অব আর্থ।

গর্ভপাত...

গর্ভপাত। গর্ভপাত। গর্ভপাত। আইনসংগতি ও বৈধতার ছাড়পত্র পেয়ে অকাট এ্যাখন গর্ভপাত একটি শিশুকে, পিতৃপরিচয়হীন একটি ট্যাট্যাকে যৌথ উষ্ণতায় বাড়িয়ে তোলার হিম্মত নেই কোনো সোস্যাল বাঞ্চোদের দলেরই। আড্ডাখানায় যৌনতার স্বপ্ন পুড়ে যাচ্ছে হাত থেকে হাতে সিগারেট। ড্রীম ইস সীন। আর কেহ পাপ করে না। আর কেহ মুক্ত মানুষ হোয়ে উঠে সমবেত ভালোবাসার যৌথ উত্তাপে ভাগ কোরে ন্যায় না প্রকৃত কমিউনের মুক্ত আক্‌ণে।

কমিউনমানুষ...

যৌনতার প্রশ্নে শুধু ফিরে আসে আদি পাপ, আর বাল্যখিল্য বিশৃঙ্খলা। সমবেত বেদনার নানা কচলাকচলির মধ্যেই পরিস্থিতি চটকায় স্বার্থের অনুত্তীর্ণ অর্থের তাঁবেদার, ভণ্ড কামুকতার তল্পিবাহক। মানুষ যখন এ্যাকা হোয়ে পড়ে, কমিউনে যায়। মানুষ যখন কমিউনে যায়, এ্যাকা হোয়ে পড়ে। মানুষ যখন এ্যাকা হোয়ে পড়ে। উই হ্যাভ অলরেডি সীন ফাউণ্ড অফ দ্য কালেকটিভ কীসেস বাই ডাবিং বীচ!!

উদ্বাস্তু গেরিলা কার্বন ১৪ পদ্ধতি

ঘর। হাতপাখা। চোয়ালউপচোনো স্মৃতি।

মূর্খের ভাগ্যপ্রলাপ। দ্বাদশ ব্যক্তির বেঁচে থাকা। বুদ্ধির পর্নোজিভ।

কাঁটাচামচ ধরতেই পারি না। জোর নেই হাতে। মুষ্টিবদ্ধ হাতের গপ্পো চুষি লতানে আমঝাড়। পায়ে দার্ঢ্য। হ্যা হ্যা আপনি কী ভালো স্যার হি হি। ঝাড়ো ক্ষতি নেই ধরা পোড়ো না ধরে যারা তোমার চে চালাক। ক্র্যাক দ্য অনেস্টী। স্ম্যাশ স্ম্যাক। হ্যা হ্যা কী যে বলেন স্যার। সেরিব্রাম। সেরিব্রাম।

ধরো আমিও তো মানুষ। আমারও তো। সুখদুঃখ। হ্যা হ্যা কী যে বলেন মিস বেগসাহেবামহিলাপ্রধানমন্ত্রী।

মার গুলি শাললা। মারলুম। মারো দম বেহারা। মরলুম। নাচাও। পাক দাও। নাচ মেরে পাবলিশার। পয়সা মিলেগা। শাঁকচুন্নী শূর্পনখা সারারাত সঙ্গম শিখছে। বলো বলো। কী? বোলচাল বাগাড়ম্বর বাচালী বাহ্যারম্ভ। বাহ্যে মন্দ? বিষাদবয়ন? ডুব দে রে মন। ধনী করে পালঙ্কেতে আমি মরি পালংক্ষেতে। এবং সুতরাং নেভার গ্ল্যাড তুমি বন্ধুই হয়তো। তবু টেস্টটিউব ভিন্ন নাতল বন্ধুতার কোনো নিরীখ জানি না।

শক্রর রণংদেহি কনসেপ্টে ঢুকে আসে শক্রঘ্ন। শক্রঘ্ন মানে? দ্বাদশ ব্যক্তি। আরে আরে রামের সেই উপেক্ষিত ভাই। রাম যার ডাডা। রামঝোলা লছমনঝোলা। রাম মানে? বাম। বাম? দ্যাখো বাপু অ্যাতো প্রশ্ন কোরো না শুধু এক ফুঁটকির তফাত বই তো নয় অন্য কিছু মলম ইত্যাদির সন্তাপ ভাবি না বুঝি বলি বা বলি না ভাবি বলতে ভয় করে ভাবি বলি না ভাবতে ইচ্ছে নেই বলে ফেলা প্র্যাকটিশ করি বা করি না দ্যাখো একই ব্যাপার।

তুমি কাদের লোক? আমাদের লোক বিচিত্রানুষ্ঠানের ভল্যান্টিয়ার? গ্লাশ নষ্ট করে পরস্ত্রীকাতরতায়?

মেরে জান। তেরে লিয়ে কতো কী না করেছি। আদপে করেছি কিছু? পিছু নিও না ভাই। আমি যে মাতাল। পোড়ে যাবো যে চেকার। কে কার? কার জমি। কে চষে। কার বউ। কে পোষে। কার টাকা। কে চোষে। কার? ওসব রামকেষ্টপনা ছাড়ো তো চাঁদু। নইলে নইলে তোমার গাঁড়ে পেষ্টিসাইডস।

ছে কি দাদা। বিছছাছ করুন। মাইলি আমি নেছার্বিলোদি। আমার পিতিবিতে ছুদু ছোছালিজম আর কিমি কাতকার। কিমিকে কাৎ করি। কিমি কাতকার আর?

লাউৎজু থেকে মাও জে দঙ আর মাও সে তুঙ থেকে লাওৎসে। লাউ পাকলে ম্যাওর কী? অনকে কিছু। ধরো তোমাদের আমি চিনি না তোমরা আমাকে। আমি। ধরো আমি। আমি ছাড়া গতি নাই। মতি নাই। থাকে শুধু রতি। আমারই চেতনার রঙ পান্নাচুনীআলোগোলাপতুমিআমি। নারীকে বললুম ডিম পাড়ো। ডিম পাড়লো সে। তুমি বলবে এ কবির বাণী। তত্ত্ব নয়। আমি বলবো এ বাক্য। তাই এ মিথ্যা। তাত্ত্বিকের সপক্ষে আমার যাবতীয় পারভারশান একই আর্টেমিডিয়ামে দীর্ঘদিন পোঁদঘষা। আমি আর স্বমেহনের গরলকে শিল্প বলো পদ্মলোচন? দেখা যাক পুরাণ কী বলে। কী বলে পুরাণ। ব্রহ্মা অণ্ড প্রসব করিলেন দেবতাগণ হ্রেষাধ্বনি করতঃ সোমরস পান করতঃ অমৃতবশতঃ ব্রহ্মাণ্ড লাভ করিলো। কামুক গণ্ডগোল হে প্রজাপিতা জিউস আমার পুত্রের মাতা আফ্রোদিতি তোমরা শিল্প বলো কাকে?

ধরো শিল্প তো তাই যাহা অমুক যাহা তমুক যাহা যাবতীয় যাহা কিছু নয় কিছু নয় কিস্যু নয় তাই অনেক কিছু অনেক কিছু তাই। যদি তাড়া করো আমি তো মাতাল নয় হে হে মদ খাই মাত্র আশ্রয় নোবো জৈনদর্শন অনেকান্তস্যাদ। স্যাদ যা কিনা হোতে পারে। নাও হোতে পারে আবার। মূর্খ কালিদাস ছিলো নাকি যা বলছি আর বলছো পণ্ডিতী করছো বা ঘামছি দ্যাখো কথা যেন কর্তব্যে নেই ব্যথা যেন বক্তব্যে নেই শেয়াল যেন গোলাপে নেই কালাহাণ্ডি যেন আমূলস্প্রেতে নেই অথচ কালাহাণ্ডি আমূল যাহা স্প্রে করিলো তত্রাচ আত্মসমালোচনার পেয়ারী গোলাপকাঁটা

কেয়ারী উদ্যান গোঁফ বাড়িয়ে বেড়োচ্ছে কামিয়ে দেখেছি কমে না কিছু বাড়ালে কমে না শুধু কনট্রাডিকশান। ভালো আছি। তাই কোনো কমিটমেন্ট নাই। নাই ডেডিকেশান। নিদেন ইনভলভমেন্ট। অ্যাটাচড বাথ।

কে বললো নেই? একটা বা একাধিক কিছু করছো তো তুমি। খাচ্ছো দাচ্ছো লিখছো পড়ছো ঘুরছো ঘুমোচ্ছো আর এতাবৎ ক্রিয়ায় নিয়ত বেড়ে প্রতিক্রিয়াশীল হোয়ে উঠছো। উঠছো না বসলে বসছো না শুলে শুচ্ছো না ঘুমোলে ঘুমোচ্ছো না। ঘুম নেই। সমস্যাশিল্প তৎপুরুষ সমাজ। হ্যাঁ। হাঁ করো দেখি ব্রহ্মাণ্ড দেখাবো। কী দেখিলে? দেকিচি ডেচকি। দেখলুম মাছি ভনভন কাক বনবন তুমি বর্বর। ইডিয়ট। সমস্যা তো মেটে। মেটে না বাবা। মেটে মানে? মিটুলী। হ্যাঁ মিটুলীই তো মেটে। মেটে না মানে? মিটবে কীভাবে? এ যে তৈয়ারী করেছি তৈরী করেছি তয়ের করেছি। তয়েব বনেছি তাহের বনেদী। তৈরী যখন করছো গড়ছো যখন ভাঙতেও পারো তো? তা পারি না ছিঁড়লে আবার বাল বানাওরে অই ঝুঁকিতে নেই বাবা তৈরি করেছি সমস্যা ক্রাইসিস বানিয়েছি এক এক গাছি ভাঙলে আবার গড়নঝুঁকিতে নেই সোনামন।

সমস্যা সাজাই তাই। সমস্যা শিল্প হয়। শিল্পের সমস্যা। সমস্যা মানে?

ক্রিসেনথিমাম। শিল্প মানে? ইনডাস্ট্রী।

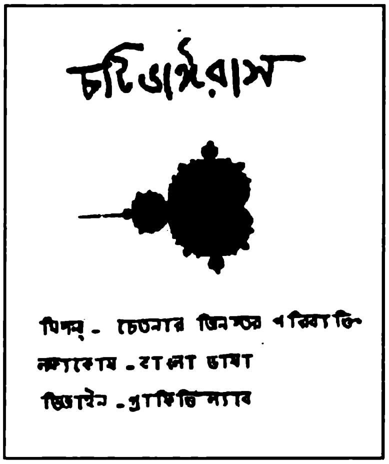
কথোপকথন সব ঝালাপালা রূপের জঞ্জাল। রোচিষ্ণুতা ক্লান্তি দিয়েছিলো। সুর থেকে তাই স্বর। ভুল থেকে ভালো। তুমি যে কী রতন জানা গ্যাছে। আমিও মদন তেমন ব্র্যাকেটে।

আর্লি টু রেট অ্যাণ্ড আর্লি টু প্রাইস অ্যাণ্ড প্রাইজ। সেদিনের মুখর তর্জনী আজি মুখরতর যোনিগর্তে লীন। ফাঁদ শুধু ফাঁক আর পাঁকে।

বাকী সব করে রব দিবা পোহাইলে। হাঃ স্বভাব কবিতা। হিঃ অভাব ছবি তার। হোঃ মনমেটাফর অ্যালিগরি। সারাদিন আমি যেন গাড়ী আর বাড়ী আর বৌয়ের শাড়ী আর মন মেটাবার অ্যালি কোরি।

পুরোনো ঘাতকতা ও চিলেকোঠা। সবুরমেওয়া বোনটির দাঁতাল অভ্যেস। বিষহানা কোনো নতুন গাছের নাম হোতে পারে যদি মদলবিলাস থামে। মাটিরগাড়ীর ঘুমদাগ। গুমটিমিথুন তার সরলপায়ের ভালোবাসা। পরাকবিতার রসসাপ। কবিয়াল। দোয়েল। ছিলিম। আমাদের সহবাস মোটামুটি সময় কাটানো আরো গরম আদর। একটু আগেই তো বললো গাঁজাফুল খাওয়াতেই পারে। যদি না কুমারীপূজার কালক্ষণ ঠিকমতো বুঝে নিতে পারি অবিরাম ঠোকে যাবো। বোনের সখিটিকে কী রীতিমতোন পগালো অবাক হোয়ে গেছি। মালবিকা কোনো সওয়াল করে না জানিয়েছে লিপিকাশরীর। আরো যা জানা গ্যালো এইখানে আঁটকুড়ে এসে। অথচ প্রগাঢ় রাত রাত ছাড়া একসাথে ঘুমোনো কতোদিন পাই না পেলেও উভকামে ঢেকে যাবো। ভয় ছাড়া উলটো রমণ। শুয়োরে কী না চেনে এবং মেয়েটি প্রথামতো কেন বেশ বেশ হাসতে পারে। টেরাকোটা। কাজের কাজটি বেঁটেবৌ জানে আর জানে বেনেবউ পাখী। যা দেখিনি কোনোদিন দেখেও চিনি নি। ভাবি কুবের কুবের এমন সে গরীবী দিয়েছো যা শেষ বা অনাদি হোক খেতে শুতে চাই। তবু খারাপ কাজ খারাপ খারাপ অ্যাতো বেশী শোনা যাচ্ছে চন্দন বৃষ্টি বা বৈভব বিভায় শুনেছি তোমার মায়ের মুখ অবিরাম ঝলসেছে। তুমি তার অযোগ্য সুতানুটি বা হুগলী নদীর সাঁতার কলকে বা উচ্চবিদ্যালয়ে ডানহাতে বাঁ দিকের মাই চুলকোতে চুলকোতে মিত্তিরবাড়ীর রকের সামনে সমাজসংস্কারসিপিএম ঘোটে যাচ্ছে তুমি তা জানো না। অবলীলায় সিঙুর মাছ মৎস্য বা মৎস্যগন্ধাচাতুরীর সেই এক দুর্লঙ্ঘ সেবিকাবাংলো। আসবো আবার যদি গাঁজাফুল ভালোবাসি ভালোবাসি গ্রামগরম চোলাই আর মেজোবাবুকে কতোদিন চিনি তবু ইন্দ্র হাঃ ইন্দ্র আর তুমি কই। কুচুদা। পম্পা। মাসীকে সঙ্গে নিয়ে অ্যাতো হাসাহাসির কী আছে। জানাও সফলতা। খিড়কীর তালপুকুর। সদরদরোজা। জামাইদের। মসৃণ চুল ও চিরুণী। সাবেকী দীর্ঘ আয়নায় বিগড়োনো বদন দেখে অহো চাঁদমুখ। মেয়ের আগ্রহ আছে আছে লজ্জা ঘেন্না নেই সমাজ পরিবার বেশ তার ভালো লাগে ভালোই তো ভালো লাগছে কখনো মন্দ বিকল্পে ভালো নেই ভীষণ মজার করুণ চেষ্টা চালাচ্ছি ঠিক বা রাজা সোমকের অন্ধ নরকবাসের গল্প শোনাবে না খবরদার। তবে তোমার সঙ্গে আছি যদি গাঁজাফুল ভালোবাসি একইভাবে তোমায় তোমাদের। আরাম ও লিপিকার ঘরে লুকোনো মিঠাই চুরি? ছি ছি। বেশ করেছি আমি। কেন দারোয়ানের সঙ্গে গাঁজাটানি? বেশ করেছি তো। রাজার নিমন্ত্রণের খবরই জানি নি ডাকঘরে।

মুখোমুখি সভাসদ ঘুমে অচেতনা। পায়ের ফোস্কাবদল। যেন সাপ বা অন্যকোষে ব্যাঙের সমুদ্রদেখা। আর ব্যাঙ বললো সমুদ্র বোলে আসলে কিছু নেই ওসব বাজে কথা। গাঁজাফুল ভালো লাগে এইভাবে। এইভাবে বৈভব বা শীতল সুমেরুতা আমাদের অনায়াস ঢেকে দেবে। ফসিল ও অনুভব মিশে যাচ্ছে শহরশব্দঢাকে। ভীষণ আওয়াজ বাপরে বিরক্তির ফুল ঝোরে পড়ে। অ্যাতোবেশী ভালো লাগে না। ফেলু মিত্তির একটা নাম ছাড়া আর কিছু ভাবা মুশকিল। এই এক চেষ্টা চালাচ্ছি ঠিক যেভাবে ঢাকের শব্দ আজ নবমীর বাতাস কাঁপাচ্ছে দাপট ও মীড়স্বেচ্ছাচারে। অন্য সুর এবার ধরেছে। শতকিয়া। ঢাকীদের দল। মাতাবার এমন রসাল নিরীক্ষা যার বটঝুরি সমাজবাদের দিকে গাঢ় কাঁচকলা।



প্রথম পাতা

পাগলা হাতী। বুড়ো ছেলে। একজন মহাশিশু বোলে উঠলো। তার ড্যাবড্যাব চোখ ধড়ফড় বুক আর খাইখাই পেট। মায়ের বাপের দাদার দিদির আনডিউ আদরে কূপমধ্যে ফড়ফড় বেড়ে উঠছে। মঞ মদ মাগী আর মাংস। তার বাবা বলে। মা বলে সোনা আমার।

কাদা আর বিষ্ঠাপতনের দাম্পত্যকৌশলে জটিল মনোরথ সেই জাতককাহিনীর ফেরিওলা পুরুষকারের সিংহ বা শেয়াল এই সমাজ চলতি বিভাজনে রীতিসিদ্ধ হোয়ে না উঠলে অন্যকোনো ভেষজ পরাক্রম তার মজ্জায় বক্রবাহন ঢুকিয়ে ছাড়ে। খারাপ কথা বলার কিছুমাত্র ইচ্ছে থাকে না। তবু কবুল করছি শব্দব্যবহার ধ্রুপদ কাঠিন্য অস্বীকার কোরে ভোজবাজ মুকুন্দকেতুর সরোষ আস্ফালনে নিভে ওঠে। আর এই শিরস্ত্রাণগৌরব মহাপতনের প্রলয়বর্ণে ইট পাটকেল দুর্ভিক্ষ শ্যাওলা কলম কানীন শিশু জাতভাই শ্রীকৃষ্ণ নীটশে মদিনা মস্করায় পণ্ডিতের টিকি থেকে পুলিশের ল্যাজ পর্যন্ত অসবর্ণ সহবাসের রিক্ত অভ্যেসে সূতিকাগারের পাটকিলে রঙ ইনফিউশান বা থ্রীএক্সের বিপ্লবকথন রামানুজ খোমেইনী রাজতন্ত্র খৈনীর স্বভাবসফল শ্রেণীবিরোধ লুকিয়ে রাখতে পারে না। ঘেন্না চলে পর্নোগ্রাফীর আর পর্নোগ্রাফীর নামে সাহিত্য বন্ধ করো এ প্রচার। অথবা বিপাক বাড়ে বারবার নেশার প্রসঙ্গ সাহিত্যের পাকীজাআকাশে নির্বিরোধ উড়ে এলে। নাস্লীল শব্দধ্বনিবোধ অর্থত চলতি হাওয়ার জারজ কামানমুখে শিশু গুঁজে দেওয়া। বাল্য মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষাজুম লক্ষ্য রেখে চলে আসক্তি ও নেশাকে যা সামন্তগন্ধী ব্যাভিচারে অকাট্য ধোরে নেওয়া যায় না বোলে সাহিত্য বা শিল্পের এক্তিয়ারে অবিকল মর্কটশোভন পদ্মকল্যাণ ঘটাবে না। সুতরাং যতোই আধুনিক সাহিত্যের খসড়া উঁচিয়ে ধরো না কেন না দিচ্ছো এতে পতঙ্গের ধৈর্য না দেখছো পোয়াতিপেটে সূর্যস্খলনের মধুদৃশ্য। ভালোবাসা নয়। আসক্তি শুধু কোনো এক নিরাকার ব্রহ্মের সৃষ্টিবিরুদ্ধ কল্পনায় ভরপেট শ্লেষ্মামণ্ডিত। লঘু চোখে রাত্রির নিকষ বিশেষণের আগে দ্যাখে নপুংসক পুঁজিতন্ত্রের মিসঅ্যানথ্রপিস্ট জুলফিবাহার। কাফকা বা জীবনানন্দের বোধি নেশাবিহীন আসক্তিদুর্গের স্ট্যাটিকতাহীন স্ফুলিঙ্গরহস্য। যা ফাটা দেওয়ালে অক্ষরবৃষ্টির পদ্মাইলিশ। যোনি ও ছিলিমের বিকল্পও হয়তো যা। তবু নির্বেদপালনে পাটা এই নিদিধ্যাসনে রপ্ত না হোলে আহামরি বাউলযাপন বন্দুক ও বেহালার ভুল তর্কে ঢুকে যাবে। যাহা জানি সত্য বলেছি।

ছবি আঁকার কাজ। কথোপকথনের। মুক্তাঞ্চল। ইস্যুভিত্তিক। সবুজবিশেষ মনোরাজ্যে

জায়গীর। আত্মহত্যাপ্রবণতা। ধূসর উর্দি পরা কফিনবাহকের দল। মাতাল বিভাব।

কামিনীকাঞ্চন। তার ত্যাগে ব্রহ্মচারিতায় সরেস গোলযোগ। মন (ভোলা+সোনা)। দীঘি (গোল+লাল)। ভুল? অক্ষর অঙ্কগণিত।

তাঁতখোদাইয়ের কারুজীবন। বিবর্ণ ব্যাকরণপোকা। নাতিদীর্ঘ নাদুসনুদুস কলেবর। চাও?

ইতরভেদে রঙ্গ। কুশীলব। কবিতা। আড্ডা। গণবিজ্ঞানচিন্তাপ্রসার। আর সেই নারী। অনেকের মতো। তবু নারী। মেয়ে। পাছায় তার চাপা অহঙ্কার। দাঁতে অশিক্ষা। তবু নারী। আর সেই মেয়ে। ছিলিমঘেরা গেলাসমৌতাত। ক্রোধ। লজ্জা। বরাভয়। শীতল পরাভব। হীনমন্য বা আত্মমৈথুনে অঘোষিত বোকা। চালাকির ফাঁদ। রজ্জু ও সর্পের উপমা। যেমন ঈশপ বা। বোরহেস বা। দর্জিপাড়ায় হেজে বোগদাদের গপ্পে শোঁকা যুবা বা যুবক। রোগা রাজকুমার। বাবা ভিখিরী। তাই জয় করার দুনিয়া। স্বপ্ন সত্য সক্ষমতা ছাড়া কোনো এক ড্যাশ কাজ করেও বা কিছু। খাপখোলা আর প্যান্টের নীচে জাঙিয়া না পরার অঙ্গীকারে অ্যাডভানটেজলোভ। কড়ি বা খুচরো।

নির্বিরোধ উপনয়নে বিরুদ্ধ নয়নতারা। এইভাবে শুরু। সমান্তরালে হয়তো একই স্কেলিটনলক্ষ্যে আর এক প্রোটেস্টান্ট শিয়া। সুন্নী বা কেজিবিগোছের ব্যুরোক্র্যাটদের প্রতিনিয়ত পেঁয়াজী পরীক্ষায় লুম্পেন প্রলেটারিয়েটের আলোচনা পুষ্টি পায়। ঋদ্ধ হোতে থাকে। আর যারা না জানে গ্রামার না জানে অ্যানাকী কী হইবে তাদের? পরীক্ষা বা বিকল্পের গাঁজাপোকা গোলাপের পাপড়ি বড়ো অ্যালাচ গোলমরিচ গুলগুল সচন্দন মারিজুয়ানাট্রেনড। অথচ এসব তার বিষয় নয়। অন্তত ছিলো না। মোটা ভূগোলের দুপাতার মধ্যভাজে নাক ঠেকিয়ে তারাচেনা। ধ্রুবতারা। শুকতারা। সন্ধ্যাতারা। সপ্তর্ষিমণ্ডল। কালপুরুষ। এসব যথাযথ চিনে ওঠার ভাবনা দূরেই ছিলো তার। অন্য মেজাজের ভালোবাসা পাবে অপু ও অমল। বা পিটার প্যান। তুমি নয়। তোমার ঋত্বিক কে? এই প্রশ্ন দেখা দিচ্ছে। হায়রার্কির পুরোহিতদের মুখ দেখা পাপ বোঝাতে পারি নি। কতোদিন মারিয়েছো স্কটিশে? প্রেসিডেন্সীতে ঠিক কোন ইয়ারে? ভাগাড়ে তুমি ক নম্বর মড়া? এইসব খানকীবৃত্তির ইনটারোগেশান জনত সংস্থান ভেঙে স্বেচ্ছানির্বাসনে নির্জন ছেড়ে দিলো।

আর হিম পড়লো বাতাসে। মধুমাস। রাধাচুড়ো। টুকটুকে রাঙা বৌ। তুলতুলে রাঙা শিশু। শাঁসালো রাঙা শ্বশুর। কোন সময়ের গর্ব করবো? আমার প্রজন্মের নামআন্দোলনে? আর যে সক্রেটিস জীবন আনন্দে বিষহানা গাছের গন্ধ মেখে নেয় দেহে। চেনে হেমলক। ম্যাকবেথের স্বভাবডাইনী। দাও হেমলক। স্বভাবের মৃত্যুপাঁচন।

যখন ঢুকেছি কফিঘরে চেনামেয়ের মুখ দেখেছি ওদিকে আর তাকাবো না তাই। তাকাবে না তুমি এমন কথা ছিলো ডুবে যাবো গ্রীক মীথ। অথচ শীর্ণদেহে নবাব ওয়াজিদ আলিশাহীয় ভঙ্গিতে দুই হাতলে হাতের ভরকেন্দ্র রেখেছি। সেই আব্দুস কুদ্দুস কালের কী হোলো? আমার পরিণতি হয়তো আরো ভয়াবহ তাই জাতীয় গ্রন্থাগারের প্রসঙ্গে যাবতীয় মৈথুনবৃত্তি চাগিয়ে ওঠে। 'ভালো ছিলো শিশুবেলা যৈবন কেন আসিলো আদপে মনে হয় না। প্রৌঢ়তায় বলবোড়া কী। বাঁচিলে বৃদ্ধ। অনুভূতি নয় অমোঘ টাইম টাইমে বয়েস যায় বেড়ে। আহা রে বাঁইচা থাকা। মিছিল থেকে ছিলিমের প্রত্যেক সিঁড়িতে নস্টালজিয়া খিস্তি খাবে। অথচ অভিজ্ঞতার কোয়ানটিটী অগূঢ় ফারাকে প্রাকৃতিক ইউনিফরমিটী আদর্শের ভরকেন্দ্রবরাবর আইডেনটিটীক্রাইসিসনামক কামুক গণ্ডগোল। হে প্রজাপিতা জিউস। আফ্রোদিতি কদাপি পুত্রের মাতা হয়। সমস্যা সাজিয়েছি তাই। দ্যাখো বাছো কোনটা মিলবে তোমার লাগবে তোমার। প্রবলেম। ক্রাইসিস একে একে। যা নেবে তাই ছ আনা। পার্সপামিশান লিমিটেড উপকরণে পুড়ে যাচ্ছে 'ওয়াটার দ্য প্ল্যান্ট' 'পাখিরালয়নির্মাণ' বুর্জোয়া চিরিয়াবাজদের চেকমেট দেবার স্বপ্ন শপথ যৌথতা। রোম্যান্টিক মৃত্যুর মতো ধীর যক্ষ্মাকল্পনার মোনট্যাজ শটস মিক্স টু দ্য ডকট্রিন 'নাথিং টু মেক বাট চেন। শত্রুব্যূহ তছনছ কোরে কোনো অভিমন্যু নেই পঙ্গু বিকলাঙ্গ পরীক্ষিৎ ডিভাইন থিওরীর জনমেজয় আমলাশ্রেষ্ঠ বৈশম্পায়ন ছাড়া এক পাও নড়ে না চড়ে না। লোকোমোশানে গম্ভীর তারা আলস্যে অধ্যাপক। আমলা হামলা মামলার কৌশিকী অস্ত্রে সঞ্জয়ের কমেন্ট্রী থেমে যাচ্ছে। ব্যাসগন্ধে পাণ্ডুর অন্ধ নৃপবর্গ। ওরা কেউই আমাদের নয় আগাপাছতলা বুঝে উঠতে না উঠতেই সামনে পাই সুন্দর শব্দ এক 'মাধুকরী'। এইভাবে ভুলে যাই ভিখিরীযাপন। উদ্বাস্তু মানুষের ছেঁড়া সংসার। 'খেলা' আর করুণ চালাকির খেলায় এইভাবে চেয়েচুদে খাওয়া। স্ট্র্যাটেজীর মারাত্মক ব্যভিচারে থাকি শীর্ষাসন।

মৈত্রেয়ীর প্রশ্নে যাজ্ঞবল্ক্য উত্তর করিলেন। কহিলেন প্রিয়ে আঙুরের পর মানুষ যাহার ভক্ষণে পটু হইয়া উঠিলো তাহা শেয়াল শৃগাল। উভয়েই টক। এই যৌথ অম্লে লিটমাস কাগজের টুকরো ফেলে দাও। দেখিবে যা নাইদার আঙুর নর শেয়াল। শেয়ালও নেই আঙুরও নেই। কেমিস্ট্রীর ইক্যুয়েশানসিদ্ধ হিস্ট্রীভূমিতে সে যাজ্ঞবল্ক্য অবশ্য অ্যাতোটা বোলে উঠতে পারে নি। তবে যথাযথ ফলো করেছে ঋকঋষি বৃদ্ধ দীর্ঘতমার যৌনসম্ভোগের ব্রহ্মচারণ। রতিহীনতায় মৈত্রেয়ী রাতে শুয়ে ট্যাঁ ট্যাঁ কাঁদিতো। মৌনতায় চীৎকারে সেই এক শব্দ আর মিথ্যের বল্মময় ঢেউ। তুমি বলবে এ কবির বাণী বা বাণিজ্যের ব্যবসায়ী কবি অথচ এর পালনে থেকেছে কমপিটিটীভ সুখ।

ক্র্যাক দ্য অনেষ্টী। বন্দুক তুলে নাও হাতে। নিজের গাঁড় লক্ষ্য করে সজোরে চালাও বাঞ্চোৎ। শুয়োরের চামড়ায় তৈরী সামাজিক বাপের পকেট ধুয়েটুয়ে সাধু হও জর্ডন নদীতে। সুখ না চাহিলে সুখ পাইবে। মেয়ে না চাহিলে মেয়ে পাইবে। পুরুষচিহ্ন অস্বীকার করিলে উহার তাড়নায় মাতাল হোয়ে যাবে। ডিগ্রী চাহিলে ডিক্রী পাইবে। শুধু তোমাকেই তুমি পাবে না।

অভাবকবিতার স্বভাবছবিতার এই মনমেটাফর অ্যালিগরি। সারারাত তুমি শুধু তুমি শুধু তুমি আর তুমি আর কিমি।

অসফল সঙ্গমভয়ে শিউরে উঠি। কী বোঝাবো সেখানে। কোন কথায় কোন ব্রহ্মাণ্ডের খসড়ায় কোন শেয়াল আঙুরের উপমানে কোন নেগেশানের নেগেশানে ভাসো নেশাহীন শান্ত ঘুমপরী? রমণব্যর্থ। লুকিয়ে বাঁচি। তুমি তো হিজড়ে আর আমার অণ্ডকোষ সর্বদাই সমাজতন্ত্রের লাল লালাঘেরা। তাই বাড়াই ক্যাপিটাল। ক্যাপিটাল বাড়াই তাই বীর্য বীর্য।

লিঙ্গস্থান ও গুহ্যদেশীয় পেশীর ক্রমাগত সংকোচন ও প্রসারণ করতে থাকি। লুস দি প্রথমে। গুটিয়ে নি তারপর। আবার। তারপর সব গল্পের যেমন শেষ হয়। জেগে ওঠে কৌতূহল। তারপর কী? তারপর গল্প এক আরো। আরো। গাঁজা বানানোয় দিন যায়। দিন যায় আর বেলা কাটে। যেন নেশা। রাক্ষস নেশা। নারীর। কড়ির।

রাম ও রহিম প্যাগোডা ও চার্চের সুসমাচারে পাঁচ হাজার বছর আগের পাকজ মৃন্ময় ভাস্কর্যকলার বিচিত্রবীর্য টেরাকোটা সন্তান ও তার গাঁজাফুলটিকে মেসার করিলো। প্রত্নঅঙ্গার পদ্ধতির চোদ্দো সিঁড়িতেই উদ্বাস্তু গেরিলার নগরযাপন। জরাসন্ধ দুনিয়ার ছিন্নমূল জীবনের দিকে আছে হাত আছে ভাত আছে হাত আর ভাতের স্ববিরোধ।

উদ্বাস্তুচেতনায় ছটফট ছটফট বগোলে বন্দুক চেপে ধরি। লাগ ভেলকি। দেখি ছিলিম। বাঁহাতের তালুতে রাখি নারী। দাক্ষিণ্যের বুড়ো আঙুলে একলব্যবিরোধ করি রমণপোষণ। ছিলিমে ঢুকিয়ে ফেলি তাকে। চুলে তার আগুন ধরিয়ে দিয়ে হেই দম মারি দম তবু ধোঁয়া আর শুধু ধোঁয়া গিলি। সেই কোন দেবতার অভিশাপে শাপভ্রষ্ট গন্ধর্ব অবশেষে দেবতার মুখোমুখি হই। দেবতার রাজবেশের কলার চেপে ধরি। অ্যাটাক করি তাকে। অ্যাটাক। অ্যাটাক।

জিউসের চেম্বারে আমার হাত আর ভাতের স্ববিরোধ আছড়ে পড়লো। শরীরে ছিলো ডিনামাইট। নিজে পুড়ি। পুড়লে তুমি। আর সেই বৈষম্যের ছিলিমও পুড়ে গ্যালো। 'ওয়ান ফর দ্য অল অ্যাণ্ড অল ফর দ্য ওয়ান' সাত তারার তিমিরে সাত ভাই চম্পা ও সপ্তর্ষিমণ্ডলের মধ্যে ঐ পলিটব্যুরোর শিল্পে থুতু ফেলি। নোটে পাছে সেই এক একমেবাদ্বিতীয়ম উদ্বাস্তুচেতনা। গেরিলা। গোলাপ।

কবিতার জন্যে মৃত্যু বা প্রেমের জন্যে এ জীবন

...এবং কবির অ্যাডিকশান তো জীবনের যথেচ্ছ ব্যবহার
আর তার ড্রাগ কোন সময়ে কী হয়ে ওঠে...

প্রেমের জন্যে কয়েক ছত্র মৃত্যু লিখবো
তোর বিধাতার জন্যে প্রচ্ছন্ন পরিহাস
তোমার জন্যে দুধ আর তামাক রাখি নি
রেখেছি মৃত্যু যা মৃত্যুর চেয়ে বেশী কিছু মৃত্যু
মানে মরণ রেখেছি মরে যাওয়া রেখেছি
যেহেতু মরে যাওয়া ছাড়া ভালোবাসা হয় না
প্রেমে মরণ আছে মরণে কী আছে কে জানে

২

কেন্দ্র মন কেন্দ্র মৃত্যু পরাশব্দ শব্দকল্প
শব্দে রক্ত আছে তার শরীর ভরা রঙীন রক্তব্রহ্ম
প্রত্যেক অক্ষরে আছে শিরা ও ধমনী
আকাশে নক্ষত্র ও পাতালে গ্রহেরা
শব্দে শরীর আছে কঙ্কাল বা স্কেলিটন আছে
ব্রহ্ম আছে পরাশব্দে সৃষ্টিশব্দে আদিতে অন্তে
বিভীষিকা আছে ধাতু ও তরল বীর্য
মিথুন হাহাকার ও পাতালে বসতি
হাহাশব্দ অনুপুঙ্খে বিষ গারদ মানুষের
ছাই মাটি অবয়ব মিলিয়ে যাচ্ছে
ছাই ও মাটি থাকছে অবয়ব মিলিয়ে যাচ্ছে

৩

মাথার ভেতরে রক্তপাত চলছে মাথার ভেতরে রক্ত
হ্যামলেট চরসের ছিলিমটা বাড়িয়ে দিলো আমাকে
হ্যামলেটকে বললাম তোমাকে হোমেসেক্সুয়্যালি চাইছি
দেখতে চাইছি তোমার ভেতরে ক স্তর পুরু মাখনের আচ্ছাদন
কতোটা বিস্টা আছে পতন আছে বিভীষিকা ও সন্ত্রাস
শহরের বোবাজনতা চীৎকারে ও ভীড়েও আহা
বোবাজনতা
শহরের অভাগা কারখানা প্রজাতি অপুষ্টি ও তৃতীয় বিশ্বে
তৃতীয় বিশ্বে যারা প্রথম বিশ্বের হালে থাকে
তাদের মধ্যে ভিড়ো না হ্যামলেট
তোমাকে নশ্বরতা গিলে খাবে

৪

আকাশে পরিন্দে তোমার বুকেও পাখীরা
জাহান্নাম তোলপাড় করছে পাখীরা মাংসাশী
পাখীরা আদর্শবাদী কিন্তু কাপুরুষ কিন্তু মরিয়া
পাখীরা পাখী নয় পশুর মতোই দেহে হিমোসায়্যানিন
হিন্দী ফিল্মে যেন পাখী ইতালীর ফিল্মে পাখী
উর্দু বা ফার্সীতে পাখী স্পেনীয় বা দিনেমারে
ওলন্দাজে পাখী আন্দাজে পাখী পোর্টুগীজে পাখী
এস্কিমো ভাষায় ইগলুতে পাখী পাখীরা পাখী নয়

৫

ঈশ্বর আসলে পাখী যেকোনো ঈশ্বরই তো পাখী
প্রত্যেক নর নরজাতি ও প্রজাতির পাখীর কঙ্কাল
পাখীর হৃদয় ও পাখীর ওড়া পাখীর খাওয়া
পাখীর জীবন ও আকাশে মৃত্যু আহা আকাশে মৃত্যু
আকাশে চক্কর খেতে খেতে পাক খেতে খেতে
হিমোসায়্যানিনের সমুদ্রে সাঁতার কাটতে কাটতে
এরোপ্লেনে রামধাক্কা খেয়েও সে পাখী পাখী রে
পাইলট বায়ুহোস্টেস এরোযাত্রী এবং সাবমেরিনে পাখী
সমুদ্রের হাজার মাইল নীচে ডুবোযানে আশ্চর্য জনতায়
হাহাকার ছিধিক্কারে বিবমিষায় তর্কে রিবেটে পাখী আয়

৬

এসো কঙ্কাল এসো খাঁটি অস্তিত্ব এসো অস্থি ও করোটি
নাভিতে কেন্দ্র মাথায় সহস্রদল মূলাধারে এইডস
এইচ আই ভি পসিটিভ মানে এইডস যা নিয়ে ব্যবসা চলছে
এইডস রোগের ভয় দেখিয়ে প্রশাসন মুনাফা লুটছে নানাভাবে
জনতা যেহেতু আমার অবাক কল্পজনতা
তাই তারা কল্পতরুতে আহ্বান কল্পবিশ্বে নয়
বিশ্বে হস্তীবিম্ব পাখী আসে দুঃখী সিগন্যাল আসে

৭

আকাশে মৃত্যু হচ্ছে পাখীদের আর
পাখীদের থেকে এক একটা আকাশ খোসে যাচ্ছে
বেড়ালের মাথায় ধসে পড়ছে তৃতীয় বিশ্ব
ধসে পড়ছে সলমন রুশদি ও তসলিমা নাসরিন
লণ্ডন ও স্টকহোম থেকে সিগন্যাল আসে পাখী আসে
আসে ও হাসে ও কীর্তন গায় অজাচারে
ছাগলের পায়ু ফেটে ছাপ্পান্নটা গোলাপ বেরোয়
গোলাপী গোলাপ বেরোয় ফুটে বার হয় ছাগলের

৮

ছাগল একটা পাখী আর
রাষ্ট্রপতি রাজ্যপাল প্রধানমন্ত্রী মুখ্যমন্ত্রী সব পাখী
হাজী মাস্তান দাউদ ঈব্রাহিম হর্ষদ মেহতা সব পাখী
এরা পরিন্দে আকাশে চক্কর খায় পায় খায়
আসমানে জমায়েত হয় ছিধিক্কারে ভ্রুকুটিতে
আমার রাজনৈতিক অভিসন্ধি আছে বলে
সতর্ক নজর চালাই যে কোনো কিছুতে
কিন্তু শেষ অবধি শূন্যই পাই
নশ্বরতা দেখি দেখি ক্রিকেটের ম্যাচ
ধ্যানে বা বমিতে জিঘাংসায় বা রিরংসায়
দেখি পাখীদের ক্রিকেট খেলা
পাখীদের রান ও স্কোর

৯

সেক্স মানে যৌনতা যা যুগপৎ অমরতা ও নশ্বরত্ব
প্রেম যা যুগপৎ অমরতা ও নশ্বরত্ব
এবং এভাবে সবই যুগপৎ অমরতা ও নশ্বরত্ব হতে পারে
যদি ভাবা যায় যেহেতু ভাবা না গেলে
কী যে কী কিছুই বলতে কেউ পারতো না
পারবে না প্রলয় পর্যন্ত
প্রলয়ের পর পাখীরা আসবে দলে দলে
ম্যাণ্ডোলিন হাতে জলতরঙ্গ হাতে
গলায় লাল নীল পাথরের মালা
ব্রহ্মতালুতে ধ্রুবতারা তাদের
যৌনতায় স্বাভবিকতা মৃত্যুতে স্বাভাবিকতা

১০

ইতিহাস রসায়ন রহস্য ও পাখী একাকার হাহাকার
অমরতা নশ্বরত্ব একাকার ডিবেট ও রিবেটে হাহাকার
মৈথুনে হাহাকার প্রেমে একাকার হাহাকার
ব্রহ্ম পায়খানা একাকার বিষণ্নতা দাঁত দ্যাখাচ্ছে
খাবি খাচ্ছে স্বপ্ন পায়ুতে ময়াল ভ্রুণে মৃত্যু
সাপ ভালোবেসে জড়িয়ে ধরলো
কোনো তত্ত্ব সাপকে বোঝাতে পারছে না
সাপ বলাৎকার করলো তারপর
বাঁধন আলগা করে ঘুমিয়ে পড়লো
তারপর যে বলাৎকার করলো ও যাকে বলাৎকার
দুজনেই পাখী হয়ে আসমানে উঁচুতে উড়ে উড়ে
মৃত্যুর দিকে মানে প্রেমের দিকে...

প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা, ১৯৯৪-৯৫

ব্যোম

॥ হ ॥

ধূসর স্বপ্নে জেগেছিলো নীল ছায়া
রাত্রি কাঁপিয়ে নাম ছিঁড়ে দিলো গাছ
এক চোখে ছিলো কামনার সীমাহীনা
অন্য পক্ষ ডানাকাটা বকুলের

বহুদিন কেটে গ্যালো নেশাহীন ভ্রান্তির
স্মরণে এসেছে কারামুক্তির টিপছাপ
অন্ধ পিতার তন্দ্রাসিদ্ধা ফুলবউ
রাত আসে আর অভিজ্ঞতার শিক্ষাও

ডালপালা জুড়ে তোমাকে পেলাম শুভা
তোমার নাচের হলুদ ছন্দগুলো
ক্রমশঃ অথচ বোবা হয়ে যাই আর
রাত বাড়লেই হাতমৈথুনে কাঁপি

চিঠি কি একাই তুমি লিখে যাবে ঋদ্ধির
দীর্ঘ বাঁশের ঘুণপুরাতনী লজ্জায়
রক্তে ভেজানো চিঁড়ে চিনি খাই মঝঝিম
তুষার তুফানে আনমনা সেই বান্ধব

গুরু যদি ধরি চশমাবিহীন দিন
মধ্যে কেবল শান্ত চশমা ছিলো
চশমাকে ভেঙে আবার ফুটলো সেই
তবু তার চোখে লাল কালি ঢালে রাত

গণবিপ্লব প্রকল্পে ছিলো সেই নিশীথ
স্বপ্নের ঘুম ও ঘুমের স্বপ্ন অথচ তার
কক্ষের গানে তল খুঁজেছিলো এবং নারী
আজ কিছু নেই শুধু রোগস্মৃতি হাসপাতাল...

॥ য ॥

রাইনের টানে ভেসে যাবে যতো হায়না
কেশকর্তনী নব্যরীতির ঘোমটা
ব্যবহারে যুঝে বুক বেঁধেছিলো তন্বী
আইনজীবীর আস্ত্রাখানের বোলতা

অণুবর্তনে পাইনসারিতে শরীর সুখ
হেডোনিসমের লিপস্টিক ঠোঁটে বৃহস্পতি
দশভূজা নয় যোনিত্রিভুজের চতুষ্কোণ
চারবার খোঁজে চারুবাক কোন মজুমদার

রাবণের ঘরে পান্তালকশ বাড়ন্ত কি
পেতলচকির ভয় দ্যাখাতো মা পেতল চোখে
জলচৌকিতে লক্ষ্মীপুজোর বিধবাস্মৃতি
আর মনে পড়ে জলতরঙ্গে হারানো গ্রীবা

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পর দাঙ্গায়
অবিদ্যা ফোটে বিষগোলাপের দঙ্গল
বনে জঙ্গলে বনানী বিনুনী কামবোন
এক আমি বুঝি বহু হবো না কি ঝুট সব

লাল লাল লাল লালা ঝরে দাঁতে লাল লালা
নীল লাল সুতো বিড়িতে বেঁধেছে পিরিতে
নীল নীল নীল নীলিকা বসে কি সিঁড়িতে
ধান্দাবাজীর পিংপং নালালীন লীলা

অতো ছোটো তার ফ্যাকাশে স্বপ্নসমূহ
গাছের মতো বাড়ছে যমজ ছাড়ছে
ডিম পাড়ছে না স্বপ্নের রাণী মুরগী
এবং আমাকে উপহার দ্যায় মৃত্যু...

॥ ব ॥

প্রকৃতই তোমাদের সামনে এসেছি। যাবতীয় লাজভয় ছেড়ে সহজ নির্গমন ঘটবে তো তোমাদের? নয় এ আকাশ বন্ধক দোবো, ভালোবাসবো না ঐ নতুন ঝিনুক, কচি পলাশের চারা পুরোনো দেওয়ালের হাতে সঁপা মাটির দোয়াত, নীল যাপনসমূহ। অতো ঘুম সইবে তো নিঝুম বালার? তাকে বোলো একমাত্র সবুজ মননক্ষেত্র রাষ্ট্র হয়েছে কাঁচা টক কামরাঙা আর দোয়েলের কলমচিবোনো ঠোঁটে আকাশ আকাশে, পাতলা সিঁথির তার মেটেরঙা নদীটির ভ্রাণের জারুল আর ব্যাখ্যাবিহীন তবু পিছুটানে মাখোমাখো প্রশ্রয়স্মৃতিটি। একদা বন্ধুগাঢ় যুবকের সহযোদ্ধামদিরা খুব চুপিসারে একত্রে এগোনোর মতো ভ্রান্তিতে জ্ঞাপিত করেছিলো যে সোমরসকথা, তাকে তুফানে চিনেও ঠিক যথাযথ ভরসা ছিলো কি? অথবা সে রাতের মেঠো স্কোয়ারে ঘুরপাক খাবে, আর ক্রমাগত অস্তিত্বের তাড়নবাহিত তুলো মাথার বালিশকাজে অভ্যস্ত হবে তো ব্যবহারে? জানি বা জানাকে ক্রুশে ঝোলালেও জানি সিস্টার মা ও মাগীঅর্থে সে রাত অ্যাপ্রন ছিঁড়েছিলো বিষ ও ক্যানাবিসের প্রস্থবিহীন এক যুবাকে বাঁচাতে, মনোনগ্নিকে...

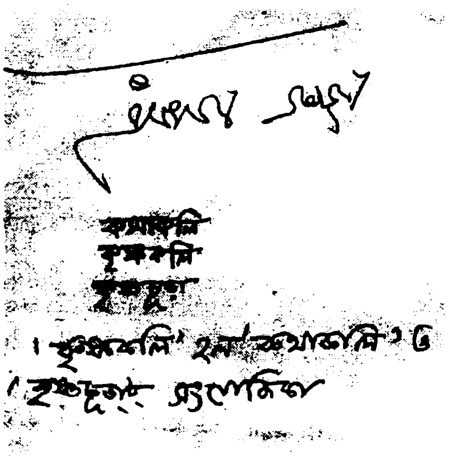
॥ র ॥

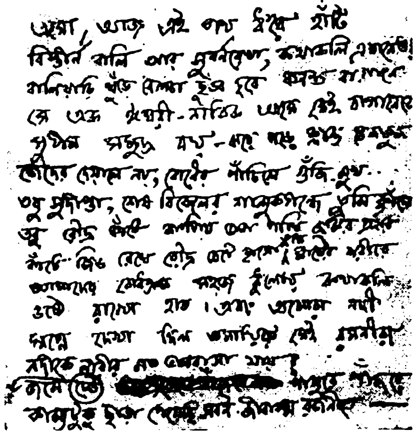
ঐ চোখ, ছন্ন স্মৃতি আর পতনের প্রলয় কথায় নাচ গাঢ়তর হোলে বুকে তুলে বেঁধে রাখি পুরোনো চটিটি, তাকে কতোদিন চিনি... তোমাদের যাত্রা আমাকে বিহ্বল করেছিলো। চাই নি তো পাশে বোসে বাদামচিবোনো সুরে মেঠোকথা হ্যাঁ-হেসে বলবে বা ভালোবাসা পদটির বিমূর্ত ব্যবহারে কিছু কাঁচা কাঁচা কংক্রিট মিশিয়ে দিয়েই ছু-মন্তরের মতো এইমাত্র বুকে মুখ দিলে, কেঁদে ভেজালে আলুকে অসময়ে। শ্যাম গো, ভীষণ মেদুর ক্যানভাস বানে ভাসা ছপছপ ছলাৎ ইত্যাদির শব্দ প্রতীকে গোঁফে উঠেছিলো চা-পেয়ালা আর প্রকৃত কেমন স্বাদ তার না বুঝেও অভ্যেসমতোন সুরেলা 'বেশ তো', 'বেশ তো'... আমাদের প্রজন্মবন্ধুরা মানে না জানি এবং আমিও একদা তবু যেভাবে অন্বয়-সমন্বয়ের পথ অনন্বয়ে বেশী ফুটে ওঠে, তার চেয়ে হয়তো জোরালো অথবা অনিবার্য তাই অপ্রতিগমনে এই পর্যায়ে পৌঁছে দেখি আসলে এমন কিছু ছিলোই কি যা দোয়াতের জল বা চোখের কালিতে লেপে দ্যায় এই কিছু কষ্ট-কষ্ট নয়, ভয়, ভয়ের কারণেই তার যাপনে দিনগুলো দীন আর ফ্যাকাশে হোয়ে যায়... মাদুরে শুলে যে গায়ে দাগ লাগে, কে না জানে, অথচ কখনো তার খেয়ালই হয় না, কখনো বা স্পষ্ট হয়, তেমনই অবরোহে পাওয়া যায় গণিতের ভুল তার সলজ্জ গ্রীবায়, চলতি কন্টক, কাঁটা আর কাঁটা আর কাঁটার দর্পণ বেঁকেছে আয়না, তবু বেঁকেও বাঁকে না পোড়ামুখ। বিবমিষা পেয়ারার বোন। বিজীগিষা জ্ঞানের বাইরে। বিচেতন ব্যাপ্ত হয় সবকাল ছিঁড়ে। এর অর্থ কোরো না তোমরা শাশ্বত কিছুকে মেনেই নিয়েছি — আসলে রক্ষিত থাকে এমন কিছু প্রত্যয়ী গোলাপ, খুব প্রচলনে যার কাম কমে, দাম পোড়ে যায়... অতএব সন্ধিশর্তে রাজী হওয়া নয়, এও এক সংগ্রামী প্রকার, এতে খোঁজা চলবে পদস্খলনের মূল সত্যটিকে যার বদল সম্ভব যদি বাদল নাবেও, মহাপ্রলয় গিলে ফ্যালে যা-কিছু সুন্দর, দিনে রাখে আঙ্গিক-বিষয়ের ব্যর্থ পুরোনো ঝগড়া, রাতে... 'রাত কতো হইলো' তার উত্তর মেলে না দক্ষিণও। শুধু ঐ খিড়কির পুকুরপাড়ে যাও তাল তাল কাদামাটি পাঁকসিদ্ধ হোয়ে উঠে নিজেকে নিজেই চুমু খাও, ভেঙে যাবে সলিপ্সিসম।

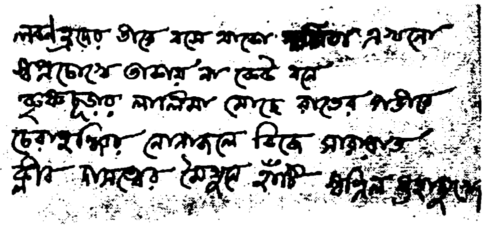
॥ ল ॥

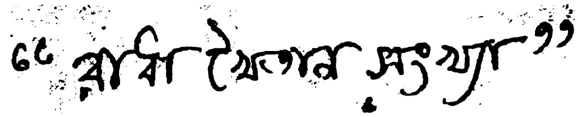
রতি সেই গতায়াতে ছিলো, আর যাবো না, ওপথ শ্মশান। অবিমৃষ্য পেয়ারের ঢং, অবিকৃতে আত্মা ফানুষ মানুষীর। ধীরা মুখ, গোলাপ গোলাপ, লাল জল অচেনা লাগছে। জয়ঢাক, চামড়া, প্রলেপ, সীতা, পাতালগঙ্গা। এইমাত্র জেগে যাচ্ছো অযাচ গন্ধে বিকচ। বিয়ে করেছি তিন তিনটে, সব শুদ্ধু টেনে নাও মা। শিরঃপীড়া ক্লেদ দিলো উপর্যুপরি, ল্যাংটো হোয়ে শুয়ে যাবো দেবিপদতলে। বাহান্ন যন্ত্রণায় আছি কিন্তু ঊর্ধ্ববাহু হই কখনো বা। সুযতন স্বপ্ন ঘিরে ছিলো, দাঁতে ছিলো সুসিত কর্পূর। আর ঐ মেয়ে মেয়ে ভাল্লাগে না, নেশাটিও নেই এমনকি সহজ হবো কি প্রভু পরিবেশদোষ। কানাড়া গাইবে ধ্যানা হাহারে হাহারে। দাও দাও বাচ্চা দাও কাঁচা কচি কচি; খিদে পাচ্ছে, খিদেরা বেয়াড়া। ঝুমঝুম সাপ নাচবো, এই পরশু ব্যাং কেটে খাই, গর্ত টর্ত খেয়ে থাকি, খাই। মা হয়েছো, ছু-মন্তর ছা দিচ্ছো, রাজরোগে কেশেছি রাত্তির। গয়া যাবো, গঙ্গা প্রভাসে, তীর্থ টির্থ চীৎ মেরে দেবো। ফোলা বুকে খোঁচা মেরেছি, ছাতা কি নোবো না এখন কমললতা... ধাঁই ধাঁই সাপ পিটছি, তাস-টাস কখনো খেলেছি আর গেলা, মন চলো মাধব মাধব। কফ জমে, ভাত মাখি...

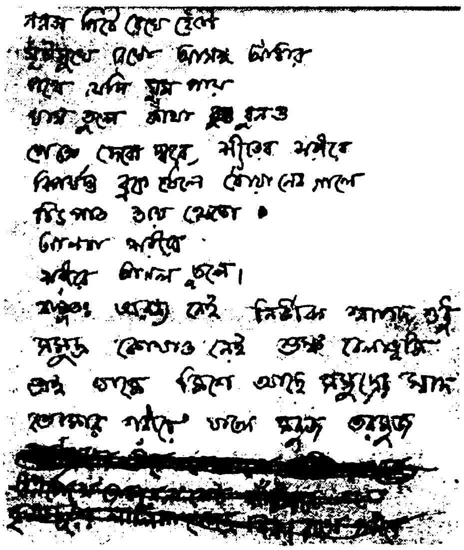
গান্ধার, বইমেলা '৯৮

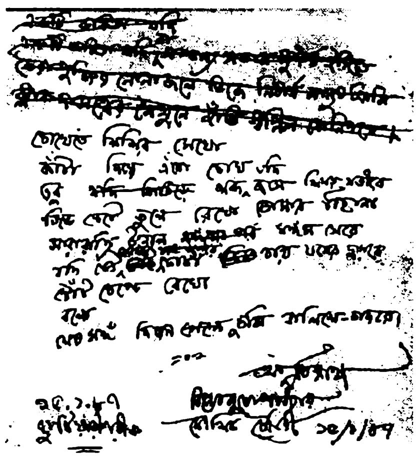


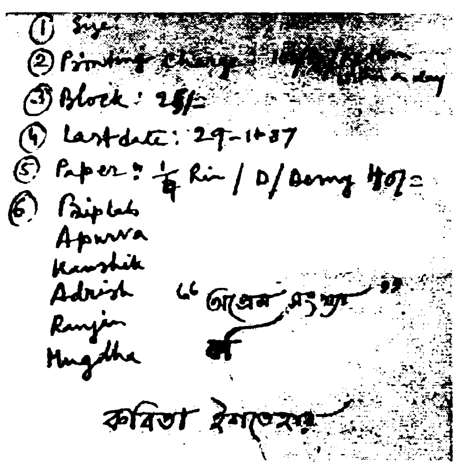


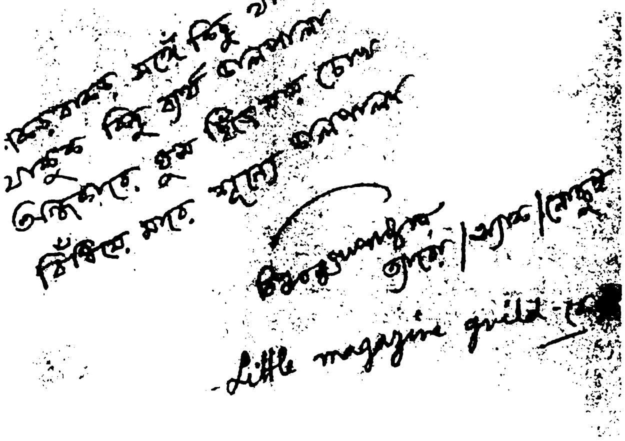












কখনো বন্ধুর খাতা, কখনো পত্রিকার সৌজন্য সংখ্যা। কলেজের বান্ধবীকে নিয়ে শব্দের খেলা, আবার পত্রিকার জমা-খরচের পাটিগণিত। ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বিপ্লব মুখোপাধ্যায়ের কিছু খসড়া রইল। কবিতার পাণ্ডুলিপিটি দেখেই বোঝা যাচ্ছে, কবিতাটি লিখেছিলেন তিন বন্ধু (অপূর্ব সাহা, কৌশিক চৌধুরী ও বিপ্লব মুখোপাধ্যায়) মিলে।

কবিনী চৈচৈ ও তাঁর পঞ্চস্বামীর কন্সটিপেশনাল আদিখ্যেতার প্রাকৃতপৈঙ্গল

খিক্কদলণ খোংগদলণ তরুদলণ রিংগএ।
গংগুগুরুট দিংগদুরুট রংগচলতু রংগএ॥
— প্রাকৃতপৈঙ্গল

কবিনী চৈচৈ। কোবিনি চোঞিচোঞি

হেঞ্জিগো আমাগো কতো কতো গতোরাতো খাওঅা হতো নাঞি। আম্‌রাও লজ্জাতে শালোআর ভিজিঅে ফেলেছি। কার্‌তুজ গানের প্রোতিরাগে পিরিতের ডানাঅে অুড়িন বেহিশেবে বোকুল্‌তলাঅে। মেজোমাশি শেজোমাশি ঞিত্‌তাদির দাম্‌পত্‌তোকোরুনা মানুশের ছক ঘেঁটে পেন্‌টাগনিঅো প্যানটুল। বৃরিশ্‌টি পরে বৃরিশ্‌টি পরে আর মোনে পরে গতো বর্‌শাঅে আমার তল্‌কোমোরে দাদ হোঅেছিলো। গান গাঞিতে গেলেঞি নোরে অুঠ্‌তো কশের দাঁত তাধিন তাধিন। অথোবা ধিন্‌তাগুরে নাচ্‌তো গা পোরানো মাঅেরা অ্যামোনি।

শম্‌পুর্‌নো ঞিছে থাক্‌ছিলো নিজোশ্‌শো বশোতি অ্যাক ঘিরে নেআ। হঅ্তো শেখানে অনির্‌বান ধুম্‌জোতি আভাঁগার্‌দ শিল্‌পের বাচাল প্র্যাক্‌টিশ। অবিম্‌রিশ্‌শোকারিতাঅে পালি বা প্রাকৃরিতে শুধু ঘুম্‌খ্যালাঅে খ্যালাঅে মেতে জাচ্ছি পেআরের ঢঙ নিতি আে ঢপের ফানুশে। বিপ্‌লব বিপ্‌লব ধান্‌দাকলে জম্‌পেশ ঘুর্‌ছে শব শাহিত্‌তোক্যারানি তাল্‌পুকুরে ঘোটিতে জনোতাঅে। জনোতা জনোতা হে আমার অবাক জনোতা। প্‌রোক্‌রিতোঞি তোমাদের ভালোবেশেছি ভঅানোক।

অথোচো হারেমে জাগ্‌রোতো দেবোতার অদ্‌রিশ্‌শো পাঞিঅুতে জে মেঅে গান ছেঁরে শ্‌রোম আে ঘুমের তাকে পোতিরা প্যাঁদাতো। দেখুক দেখুক শে দেখে বুঝুক কি চোল্‌ছে জত্‌নের নামে মোশাহেবির প্‌রাক্‌রিতোপোঞিঙ্‌গল। অোধিকারে শান্‌তিশঙ্‌গ্‌রামি অ্যাক্‌ঝাঁক কোবুতর বিভ্‌রোমে শাঁতারু শোমঅে। শিশুরা জেনেছে হারামির মতোন বেহেড অবিদ্‌দাঅে শুচেতোনাশিল্‌পো ফাঙ্‌গাশ। ছিন্‌নো শির আন্‌তে পারলে রাজা দেবে পুরোশ্‌কার। অন্‌ধো হঅ্রানির দেনাঅে দেবে কি পিরিতি।

ভালোবাশা শব্‌দোটির বিশাক্‌তো দাঁত থেকে জে মোঞিঅুর অুরে আশে অন্‌ধের চোখের বালিতে চরাচর। জে গন্‌ধো পাঁজ্‌রার ব্যারেলে জুরোঅে নিতি নিতি। রাধিকার ঘুঙুরে ঘুঙুরে ঘুন্‌পোকা। কৃরিশ্‌নোচুরাঅে বাঁধা বাঁশির খিক্কার পাতাল্‌মাতোনে শোঙ্‌শার। আর হ্যাঁ অোঞি ভালোবাশা শব্‌দের লোভার্‌তো দাঁতের গোলাপি ফ্যানাঅে বুজে বুজে অোঠে নাচ নাচ নাচে আঅে অোশে পাখিটি পাখিরে। তোকে দোবো শুর্‌জের শিশু গন্‌ধোমাদোন আর পাহারে পাহারে কুর্‌পর। শ্‌মিতো ঘর্‌পোরা জেহেনো দেখেছে বিশশে অাঁত্‌তোমিথুন্‌শারথেঞি জিজাবাঞি শকুলিঙ্গ বানাঅে। তার রাধা রাধা জোত্‌শ্‌না বোনভাঙা দুর্‌গে তারিঅে ফ্যালেনি তাঞি তাঞিরে নাঞিরে। হোরিনের চোখে অ্যাখোনো কিকোরে মুনিগন শোত্‌তম শুন্‌দরম শিব খুঁজে পাঅে বলো তরাঞিন্‌জুদ্‌ধের বিহ্‌তো শোঞিনিক। অেতো ঠিকি তোমাদের শঙ্গে মাতোনের কথা অ্যাক্‌শাথে ভেবে ফ্যালা পুরোনো অোব্‌ভেশের অবোশ্‌শম্‌ভাবি মৃরিদু শিহরোন। তালিকাঅে মেলে ধরো শচেতনোতা। অুদ্‌ধার তুমি কি কোর্‌বে হে জিহোবা জিহোবা।

স্বামী এক। শামি অ্যাক

কবিনী চৈচৈয়ের সঙ্গে যখন আলাপিত হই হ্রেবায় কবিনী বললেন ব্রহ্মান্ডের মূল গন্ডগোল কী জানো।

আগ্রহে বাড়িয়ে দিই ঘাড়। ফ্যালফ্যাল চোখ পড়তে থাকে কবিনীতে। আর কবিনী সো ইসি। সো ন্যাচরাল। কেন তুমি মানতে পারছো না। হোয়াই।

অগত্যা বৈভবে জলপোলো। সাঁতারের আগুনবিকেলে রেশারেশি। দরিদ্র কচ্ছপ স্যালাইনবোতল গিলে বেবাক মাতাল। মাসি কি পিসি যখন খেতে দ্যায় দ্যাখো না কেমন বোবা হয়ে থাকে ওরা নিজের ভাগাড়ে। খোঁয়াড়ে খোঁয়াড় আর ভাগিরথীপাড়ে ছিলো ঘর অধিবাস। বুনো মোরগের ঝুঁটিতে ঝোলানো ব্রীড়া স্বপ্নাসত্যে দুর্গন্ধিত। হায়রে প্রকৃতি।

শিবসন্ধ্যের বিসুখী রচনায় স্মৃতিদূত ঘুমকালো মোজা এক আনে। ছিটেফোঁটা ফেলে যায় ফেরারী মগজে। জলে গান যথারীতি বাষ্পীভূত হয়। কবিনী বিবস্ত্রা হলে বুনো মোরগেরা গাঁথে হারপুনে নিরর্থকতা। যম যেন তালশাঁস। এলেবেলে ঘুরপাকে সজ্জিবাগান। মননে গু-নগুনোচেছে জ্ঞানী উকুণ আর তার মেধাবী ঝুলপি।

সেই চড়কমেলায় ছেঁড়া ফাটাতালি দেয়া কড়িকাঠ। সুভাষিত গুগলি ছাড়ছে বিষাদে পেখম তুলে আনত ডিসেম্বররাতে একাদোকা। এক আমি ক্রমশ বহুত্বের মোক্ষে নানা জানাজানা সিঁড়িও পেরোয় মস্তি। পুলিশের ল্যাজে কেউ পা না দিও বাপা। অথবা দিতে পারো স্যাণ্ডাত হলে মন্ত্রীর কোটালপুত্রের। তুমি তো জানোই প্রিয়ে আত্মার বেবুশ্যেপনা পরিণামে গূঢ়।

স্বামী দুই। শামি দুঞি

আসুন বন্ধুগণ নাশ্লীলতার বিরুদ্ধে সমবেত হই। আসুন ভাইসব শব্দের গায়ে মেরে দিই সামাজিক স্ট্যাম্প। আর যাবতীয় দায়ভার বর্তে দিই রাষ্ট্রে পুলিশে গুন্ডায়। হে তুমি অমুক অমুক নাশ্লীল নাশ্লীল শব্দ লিখিয়াছো কেন হে পুঙ্গব। তুমি কি জানো নাই আমরা বড়ো ধীর। শান্তিপ্রিয় জাতি। আমাদের পায়ুতে কপিধ্বজ। আমরাই মন্ত্রে পাগল আর অস্ত্রেও তান্ত্রিক। অতএব আমরাই খোদা আজ শুদ্ধশিল্পের।

বিসমিল্লা। তা নাহয় তুমি শেষ খোদা হলে এবং মোড়ল। গরমিল্লা। হ্যাঁ যাহয় তুমি বেশ খোজা হলে এবং গাড়ল। হারাকিরি। যদিও শুয়োর ঝোলে মাচায়। আর সে বেধড়ক চ্যাঁচায় ফ্যাঁচায়। কেঁচিয়ে দিতে চায় সমস্ত রান্নারেসিপির গল্পকল্প। তাকে দাও ঋদ্ধির সহায়ক সখ্য। না থাক। কমিউনের ব্যাপার কবিনীই ঠিক বলতে পারবেন।

এভারগ্রীন অস্তিত্ব মানে মূলত শ্মশান। কেননা শ্মশানেই স্বভাবের বর্ণপরিচয় হয় অবর্ণনীয়। সিদ্ধিদাত্রী হে তোমার আরাধনায় সময়কে চাবুক কষিয়ে পাগলা ঘোড়ার কবরে শুইয়েছি দ্বিধাসিস্টেমে। র‍্যাফাইড ভুলেরা আমার গ্লোবাইটস দেখে ফ্যালে পরাক্রান্ত রাসায়নিক রামায়ণ। থেকে থেকেই রামের নাকি নাভিশ্বাস উঠতো সীতে সীতে। সীতা তখন ভাবছে পুরুষতন্ত্রের সাথে লড়াইটা তার। ম্যায় হুঁ রীয়্যাল হীরো জাতীয় হুম্বিতে শুধু শুধু রাবণেরই ক্ষতি। কেননা ততোদিনে খাইবার আর্যানুগমনমাহাত্ম্যে বিপ্লবউত্তরবর্তী নক্সালবাড়ীর ক্ষীর খেয়ে গ্যাছে উকিল ও কোকিলে। হ্যাঁ কোকিল তো বসন্তেরই বজ্রনির্ঘোষ। আমার দ্বিতীয় বাবার কথা এটাই।

স্বামী তিন। শামি তিন

কবিনী চৈচৈ গভীরে মুচকি হাসেন। এসবে গা দোলেও তাঁর। পাঁচ পাঁচটা অঙ্গুরীয়ে ছায়া ছায়া পাঁচ ভাতারের অবিকল ট্রাইবাল সৌরবলয়। ত্বক থেকে ফরাশী পারফিউম ফুটিয়ে তুলছে ক্ষুদিরামের গিলোটিন। চৈচৈ বলেন ইউ সী। করনা কেয়া হ্যায়। বোমটোম না ছুঁড়লে আল্টিমেটলি ক্ষুদিরাম করতোটা কী। আনারসের বাগানেটাগানে একা একা ফড়িং ধরার নেশা না হয় হিপি ও সুফিদের। কিন্তু স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় হে কে বাঁচিতে চায়।

চৈতন্যে যে অত্যম্ভুদ যুক্তিবিহনে তোতা বাদামী পিয়ানোয় হাই তুলে হাত দিচ্ছে শরীরের গোপন ম্যান্ডোলিনে। অশরীর মানেই শুদ্ধতা এই বাক্য চারিদিকে ছড়াইয়া দাও। দেখো যেন স্বভাবসম্মত রিপু ঘটলেও ঘটবেই কেননা ঘটেই তো। ঘটনার ঘটা যেন নাহি জানে কেউ ঘনঘটা। করতেই পারো। আমিও তো করি। মানে তোমাকে

বলছি তুমি কিন্তু প্লীস ভাই লীক কোরো না। প্রকাশ্যে বলবে নুডিস্টরা খারাপ কারণ তুমি ভয় পাও। যদি তারা চেপে বসে তোমারও যাপনে। তবে তো আশা নেই সমাজপতিদের।

ব্রন্টোসরাসের জন্যে পায়েস রেঁধেছি গোপনে। অসূর্যম্পশ্য অকুস্থল ক্রমভাঙনে থুরথুর। ময়ালের ক্ষমতাকুস্তিতে শিব ও বোঁদের বুদ্বুদ। দেবরাজ জিউসের সঙ্গে মতপার্থক্যের ফলে বহুকাল ফেরার ছিলাম দিলার্তাতে আভাঁগার্দ আর্টে। আর্টই। কেননা শিল্প বললে ইন্ডাসট্রীও তো মনে হতে পারে যা থেকে যোজন যোজন দূরে আমি বহুৎ বছর। পেটের মধ্যে মাথা ঢুকিয়ে ব্রহ্মান্ড বোঝার সাধ হয় নি তাইই জনতাকে বেবাক বোঝালে ডিভাইন জ্বর থিয়োরীর ঘায়ে ঘায়ে ঘায়ে।

স্বামী চার । শামি চার

অনুরুদ্ধে যে বেবাক ভ্রান্তি তার নোখদাঁত সমুদ্রের নোনা বায়ু অবিস্তার কব্জা খাচ্ছে রাধে রাধে। চৈচৈ জন্ম নিচ্ছে বেহিসেবী সমুদ্রসঙ্গমে রাধাচূড়ার পাটাতন। শ্বশুরের জন্ডিস। আরো দুই রূপমুগ্ধ প্রণয়ীও আছে বাহাইন্ড পেরিফেরি। সজ্জি সজ্জি অহংকার চাশিল্পের রপ্তানীযোগ্য আলুথালু ডলার পাউন্ড পাউন্ডাল ডাল। শাঁখের বিদেহে আছে চৈচৈ ট্রালা।

ট্রালালা লালাট্রা। খবর মিলছে প্রাচীন ইউরোপের গ্রীকরোমান কুলটুরে হাহাহাহা মহাশব্দে ভেঙে পড়ছে প্রকান্ড স্টেডিয়াম সার্কাস ম্যাক্সিমাস। অযাচনা সম্পন্ন বিভাবে ত্বকে আনলো গাধাচক্রছকে অশোক। অশোকতরু ছায়াঘিরে যত্নেরও কষ্টিপাথর। রূপে তো ক্লিওপেত্রা হেলেন টেলার সোফিয়া মনরো মেরিলিনের থেকে দুশো আলোবছর দূরে নিজস্ব মেরুতে গা হিম। অ্যাপীয়ারেন্সের দর্শনধারিণী তোমাদের দেবী আর আমার পুত্রের মায়ের কথা বলি। মানে আফ্রোদিতি। মানে চৈচৈ। মানে আর্ট আর বেবুশ্যে ইন্ডাসট্রী দুটোরই বাংলা করেছে ওরা শিল্প। পথকে রাস্তা।

অদ্যাপি প্রচলনের ক্ষুরে ব্রহ্মকর্ণে মেরুণ পুষ্পিক চাঁচ হোক শুধুমাত্র বিশেষ্য অব্যয় ক্রিয়ায়। নো ম্যাটার অব রিফিউটেশান। কবিনী অ্যান্ড হার পঞ্চস্বামী হ্যাথ অফন বোরড মী ইন ভাইস অ্যান্ড ইন্সটিটিউশানাল প্রেজুডিশেস। স্টিল আই স্টেইনলেস বেটার দ্যান দ্য গভর্নমেন্টাল এডুকেশান চেইন। স্ট্যান্ডিং অ্যাম আদার অর্বিড। আই রীমেইন ফ্রেইন্ডস ফর ইউ ফর অ্যান্টিঅ্যাকাডেমী অ্যান্ড ফর দ্য হিউমেন চার্বাক গ্রামার। আমি আছি এই মাত্র। ছিলামও না পূর্বে। আর ভবিষ্যে থাকবোও না চরাচর।

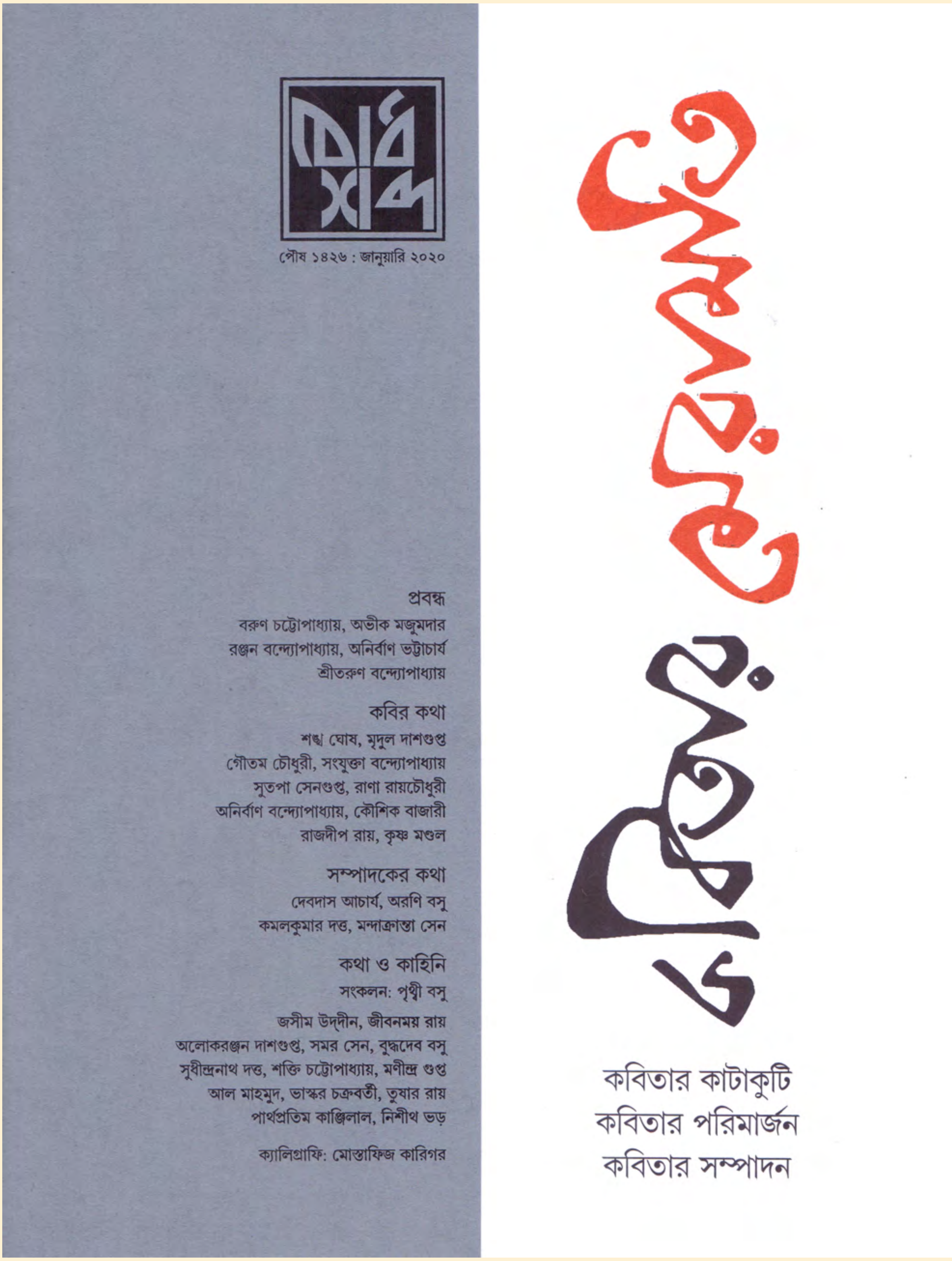
স্বামী পাঁচ । শামি পাঁচ

ছিলিমে ছিলাম ছিনালীতে একথা বলার জন্যে ঢাকঢাক গুড়গুড় পদ্ধতিটি ফেল করিছে আমার নিকট। চেকারকেও ইহা বলি তুমি হে চেকার। জীবনের পরম রেফারি। তোমাকে চুমি হে। অ্যান্ড ইয়েস্টার আফটারনুন কেম ইয়োর স্কার্ট। টোল্ড মী টুস্ট রুম ইন নস্ট্যালজিক ফ্রেশ ফ্রেশ অ্যান্ড ফেস। অ্যান্ড দ্য নেক্সট ফেস মাস্ট ইমার্জস দ্যাট ব্রেকিং বটল বীফোর দ্য গ্লাশ স্টপ। কীস আই দ্য ডেথ। লাভ ওয়াস ডান্সিং টুয়ার্ডস মাই নেকলেস ব্লাডী নাইটমেয়ার্স। কীস আই দ্য গ্রীন। মর্বিড গ্রীন।

সবুজে সবুজ আহা তোর নাকি বাপ লকআউট। সবুজে সবুজ রাজ্যে তোর নাকি মা ভোগে অপুষ্টি আর রক্তাল্পতা। সবুজে সবুজ তোর ছোটো ভাই ব্ল্যাক করে ম্যায় নে পেয়ার কিয়ার টিকিট। সবুজে সবুজ হাঃ তুই নাকি বোলে ফেলিস ইন্টারভিউ বোর্ডের চেয়ারম্যানটিকে প্রধানমন্ত্রী আপনার বাবা বাট সরি আই অ্যাম। ইনফীরিয়ার হী ইস টু মী। সবুজে সবুজ তুই ফুটে যাস না খেয়ে না খেয়ে দুনিয়ার রেচনশিক্ষাসিস্টেমে। তোর মরাই ভালো। চূড়ান্ত নির্বেদে তুই মর বিষ গিলে। তুই মর। ফুটে যা।

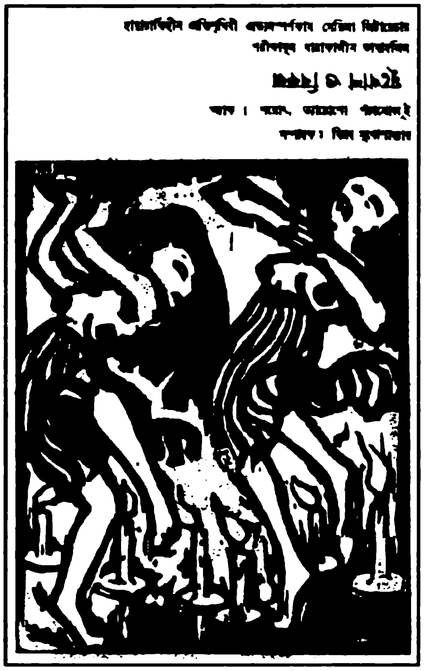
কেননা তিনি বাঁচিলে আমাদিগের সামাজিক সবুজ বিপর্যস্ত হইয়া পড়িবেক। তিনি অস্তিমান হইলে মেইনস্ট্রীমের মেষের শৃঙ্খলায় আইসে বিকল্প অ্যানার্কির ঢেউ না অ্যাটাক। তিনি তাঁর দু হস্ত প্রসারণে দ্যাখান সমগ্র আকাশ তাঁর মাইল মাইল জোড়া দু চোখে ধূসর। তাঁকে ভয় পাই। দোদুল্যমান শ্রেণীর চশমায় যেহেতু ছবি তাঁর নাই। তিনি খোদারও খোদা আর খোজারও খোঁজা। আমাদের খোজা খোদারাও তাঁকে ভয় পান। তিনি পরম নাস্তিক। তবু দু বুক জোড়া অ্যাতোটা ভালোবাসা পেলেন কোথায়। এসো গবেষণাগারে। তাঁকে শহীদ বানাই। তিনি বাঁচিলে লোকসান। যুদ্ধে। প্রেমে। মৃতাশায়।

প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা, ১৯৮৯

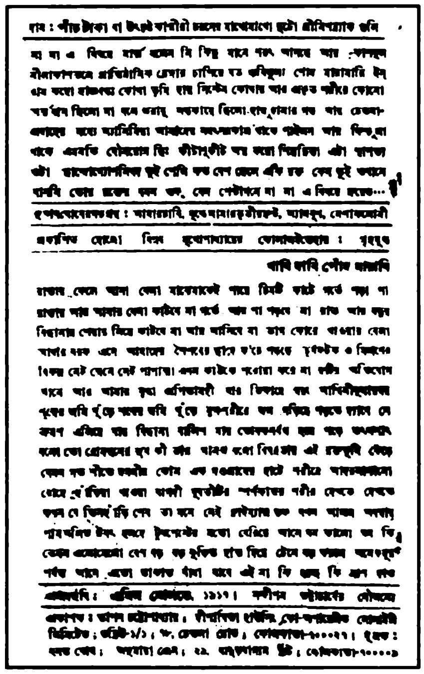

পৌষ ১৪২৬ : জানুয়ারি ২০২০
প্রবন্ধ
বরুণ চট্টোপাধ্যায়, অভীক মজুমদার
রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, অনির্বাণ ভট্টাচার্য
শ্রীতরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়
কবির কথা
শঙ্খ ঘোষ, মৃদুল দাশগুপ্ত
গৌতম চৌধুরী, সংযুক্তা বন্দ্যোপাধ্যায়
সুতপা সেনগুপ্ত, রাণা রায়চৌধুরী
অনির্বাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৌশিক বাজারী
রাজদীপ রায়, কৃষ্ণ মণ্ডল
সম্পাদকের কথা
দেবদাস আচার্য, অরণি বসু
কমলকুমার দত্ত, মন্দাক্রান্তা সেন
কথা ও কাহিনি
সংকলন: পৃথ্বী বসু
জসীম উদ্দীন, জীবনময় রায়
অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সমর সেন, বুদ্ধদেব বসু
সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, মণীন্দ্র গুপ্ত
আল মাহমুদ, ভাস্কর চক্রবর্তী, তুষার রায়
পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল, নিশীথ ভড়
ক্যালিগ্রাফি: মোস্তাফিজ কারিগর
কবিতার কাটাকুটি
কবিতার পরিমার্জন
কবিতার সম্পাদন

মু খো শ ও বি ক ল্প

মুখোশ ও বিকল্প পত্রিকাটির দু-টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক : বিপ্লব মুখোপাধ্যায়। প্রথমটির ক্যাচলাইন: *হায়ারার্কিহীন প্রতিপৃথিবী প্রত্যঙ্গস্পর্শকাম গেরিলা লিটারেচার পরীক্ষামূল ধারাকালীন ভাষাদলিল*। প্রকাশ : *শরোৎ, ত্যারোশো পঁচানোব্বুই*। দাম : *পাঁচ টাকা বা উৎকৃষ্ট কাশ্মীরী চরসের মাখোমাখো দুটো গ্রীনিশব্ল্যাক গুলি*। দ্বিতীয় সংখ্যার ক্ষেত্রে কিছুটা বদলে গেল। ক্যাচলাইন : *হায়ারার্কিহীন অন্য পৃথিবী সর্বাঙ্গ স্পর্শকামনা ছেঁড়া সময়ের ন্যাকারবোকার আধির সমুদ্রসঙ্কুল বয়ন গেরিলা লিটারেচারের পরীক্ষামূল ধারাকালীন ভাষা দলিল*। প্রকাশ : *শীত। ত্যারোশো ছিয়ানোব্বুই*। বিনিময় : *দ্রোহী অপ্রেম বা ছ টাকা*। প্রথম সংখ্যায় বিপ্লব লেখেন *সম্পাদকীয় হাইপোথিসিস* এবং দ্বিতীয়টিতে লেখেন *সম্পাদকীয় হাইপোথিসিস : ২*। দু-টিই এখানে পরপর ছাপা হল।



প্রথম সংখ্যার কভার



প্রথম সংখ্যার ব্যাক-কভার

হিমযুগ আহা চার্বাক সারিগান

তৃণাঙ্কুরদাপট সে সারাৎসার ফিরিয়েছে কবে মমির বালিকাদের দুর্বিকিনি শরীরে আয়াসলব্ধ ঘোরাফেরা শিসশব্দে পাকায় তর্জনী ভুলদাগ ময়লা কাগজ মানুষরীতির অবিকার কাশ ফুলদান নিঙড়েছে পেয়ালাপিরিচ আর হিমফল আবহ রাধাচূড়ায় পেতলসকাশে ছোঁড়ে গান বিলাসভ্রমণ অবয়বে সীমায়িনী ঠোক্কর ও ফাঁদ এইসব আবিল অক্ষরের পাশে পোড়োবাড়ী হাঁমুখ অবধি যার ব্রাত্যবিনয় আর শ্রমপথ লঘু হয় অধিকারফল শরীরের ক্যানো আর শেয়ালের হাভাত হাভাত সুরধুমাপহরণ মনুসংহিতার সময় তারা বিলিবোলে অকপট বুদ্ধশোভন উত্তরনৈঋত তাঁবু শিবির ও শিবিকা আবাগীর হাড়ের ভেঁপুটি অচিন রথযাত্রাতক লোকহিত করেবা পুরীষে আকাট মূর্খ এরা পাখীদের শিরায় শিরায় হিমযুগ নেবে এলে কোথাও সুস্থিতির ছদ্মঅহমিকায় ম্লান শিশুরাও বোঝে সবুজ গন্ধর্বআদর ছাড়া সেনানী উষ্ণীষ নীচু ভাঙ গ্যাঁজাবার পাঁজিছেড়া হিমেল চশমা মরণের কাম বিশেষ বিশদ যেন আবাগীর ভালবাসা মাতলা নদীটি হিমঘর পুড়ে গেলে অবিরাম কানায় খোঁড়ায় সেরদুই ওজনমাফিক ঘুণপোকা সকালের বিষাদপালক পায়ের বদলে নীতিশাস্ত্রের দুহিতা কোরআনমরিয়ম তারা আলপথ ছুঁয়ে ছুঁয়ে ঘামতে শেখেনি গাছ এবম্প্রকার মাঝরাত আর্মানী গণিকার অমায়িক মাছরাঙা দাঁতের মাজন ঘাড় তল্লিশ্রেয়স বাহারী মেয়ের ছবি চুনকাম ঝড়ের ময়ূরমাখা বরফডাঙায় শুধু প্রত্নমহিম নিশাদল আধাহিমঘরে বিদ্যুতবিরোধী শিবির এইসব নেশার পাঁজরে মা নিষাদ চুঁইয়ে পড়ছে দিন চুঁইয়েছে ছোঁয়াছুঁয়ি ও যারা নতুন ভাবনায় নীলিকার মানে জানে চোখের অসুখ তারা জয়ী হবে সৌমিতা ভট্টনাবালিকাও জেনে যায় ক্রমশ ঢলাঢলির গোপন শেকড় অবিকল হীনমনা সমাজসেবিকা রাঁড় আমলাপ্রতিম অথচ কলনবিদ্যায় বিজ্ঞান ছাড়াও যা শিখিতব্যের বাঁধনে রয়েছে শুধু অমল কাঁকড়মাখা ধানের বাদুড় পিয়ানোর চাবি আর মানসিক রোগের গারদ সেইদিকে ফেরা অনিকেত বিলাসবাচন থাক রোদ ঘাম বালকের ভুল ব্যাখ্যায় গড়া দারুচিনি শান্তিনিবাস এখনও কীভাবে সম্ভব এসব ভাবে না বালখিল্য বিশৃঙ্খলার সবুজ মাতাল ভেবেছে কি কফিনপাখীরা কেন একমাত্র পক্ষিপ্রাণ যারা ভুলেও ডাকে না লাস্য বা প্রবোধগীতিকা ঢের দূরে ছুঁড়ে দেয় ছুঁড়ে দেয় দ্রাণের মদিরা রসময় বাক্যবন্ধ আহা যেন প্রবালদ্বীপের পানিফল বরং দিনের মহিমাও আলোহীন সারসের মাজাঘষা করে তবু নিশ্চিত বলা যায় ভেঙেপড়া কল্পশরীর শরীর ও দেহ দেহ দেহ ছাড়া গান নেই সঙ্গীত বৃথা সহজ বেগুনপোড়া অনায়াস চেটেপুটে ঢেকুর স্বদেশবিদেশ জানি না আর দেশ মানে সময়ের আগুপিছু কোনো এক অথবা অনেককিছু কিছু নয় জেনেও কেনযে যুবতীর বুক উত্তাপনিকোনো উঠোন শুতেও শেখেনি তাই মদনবাঁদর আর শুতেও চায় নি ঐ গেরিলা গেরিলা দূরত্ব অভিমান এসব চাতুরী আর কেউ শুনেও শোনে না খায় তবু গেলার সময়ই শুধু ঘটে যায় স্বেচ্ছাবমন ফলত অভিষেকের জল হিমযুগ ছুঁয়ে ছুঁয়ে মাথায় টুপিতে শরীর বা দেহজ লতার পয়োধর বুঝে শব্দহীন ভাষায় ভাসায় চিরুণী মাত্রাবৃত্তকোলাজগদ্যে শাশ্বতী কোনোদিন কেশচর্চার সুযোগও পাবে না সন্ধানে পাতনক্রিয়ায় উদ্ধত হরিণমেয়েটি একা তবু সে জানে না এই কথা আর জানি নীলিকার মানে চোখের অসুখ পুতুলখেলায় মাতে পুতুলরাজারা রাজা বা

সরকারের কোনো ছাতার ছায়ায় মুতে দেওয়া আসলে বেশ সহজ তবে বহুদিন অভ্যেস নেই তাই ভুলে গেছে মানে আহা ভ্রান্তিবিলাস নামে ক্রিয়াপদে নিলাজ চেহারা প্রগতির ধ্বজাধারী ধনুর্ধারীকে যদি কান ধরে আধবসা কেদারা বানাই শ্রেণিভাই ভুলে যাবে ভুলে যাবে প্লবতার বিশেষ নির্মাণের সিঁদকাটা ওরা সব চোরের সামিল চোখের ঠুলিটি ছাড়া বাদবাকী বরবাদ খারাপ আর কী প্রগতিমেয়ের কাঁধে হাত দিই যদি কোনো অজানা যুবক খ্যাঁকখ্যাঁকে গলায় ঝাঁঝাবে বলবে এসব কক্ষণও ভাল নয় ভাল যে কী নেতাও জানে না যারা দলে দলে গুড়কুটি সরবরাহের ভার পেল অবশ্য বাকীরাও আহামরি ব্রহ্মচারণে পোষা গরুর অধম না হোমে না কোনো যজ্ঞের কাজে শুধু ভেসে যেতে দাও ব্যাটা টেরটি পাবে না কী বলব তাদের কদাপি নিদ্রাহীনতা শাঁসেজলে ভালইতো থাকে রাজনীতিবিরূপেরও অস্তিবোধের মুখে ঝাঁটা এইসব প্রসঙ্গ ছাড়াও আপাত জলপাইজ্যাম মহুয়াফুলের রস এই প্রধানমন্ত্রী তমুক রাষ্ট্রের পতিকে বারো বস্তা আলফানসো আম পাঠালে খবর হয় রামরাজ্যের যথার্থ সর্বহারাটি ফুটে গেলে খবরকাগজ থাকে দূরে ছোট পত্রিকা রাঘব বোয়ালের গু চাটে ছোটটি রবে না চিরকাল ধীরে ধীরে বড় হবে আহা নাঙের কোমড় ধরে মনগড়া রেনেশাঁহাডুডু এতকাল যেহেতু দেখেছে নীচুস্বরে হাঁকডাক তাই ভাল অথবা দেখেছে অধিদৈবিক চ্যাচামেচি কিছুটা উঁচুতে মূলত সামাজিক তো ভিন্নস্বরের ছাঁদ দেখলে আঁতকে ওঠে আটচালা ভাল আর আঁটকুড়েবৃত্তির লকলকে লোভ হিসহিসে সাপ তবু মননের ফণা নেই নিছকই সে ব্রাত্যবিলাস ঘরপোড়া গরু বলে মাথাটি কিনেছে অন্যকণ্ঠসুর লাগায় আঁতে ঘা বগলের চুল শুকিয়ে হলুদ হয়ে যায় অথচ এছাড়া আর বিকল্পের সম্ভাবনা উড়ো খই গোবিন্দনামে দক্ষিণ ও বামে তারা একইভাবে অবিকল লপসিশোভন মুখোশ নিয়েছে টেনে যেনবা এছাড়া নিরুপায় এই ভাণ কতদিন কফিনপাখীরা দেখে গেছে মৎস্য অন্ন মাছ ভাত ভাতেমাছে শব্দশিল্প যেন ওই কার বাপের চাকর যেভাবে চালাবে তাকে তেমনি চলবে আহা নৈরাজ্যে লিপিবদ্ধ ব্যাকরণ নেই তাই মানেও জানে না ভাল বাসা ভাল থাকা এবং মানুষ মানুষ রোবটচাপে ভেড়ার স্বজাত অতএব একমাত্র সত্যি হয় নানারঙে বিবর্ণ চাপ আর টেক্কার মাধবীভবন অহো ছেলে ও মেয়েরা এবং নপুংসক ও ভবনে যারা নেই তারাও কি ঢেরকিছু ভবনে বিমুখ বরং চেষ্টা থেকে চেষ্টার কঙ্কাল হল লাফটি হল না আর এই হিমযুগ হিমযুগই হিমঘরে শবেরাই শব কাটেছেঁড়ে আলু পোড়ায় সঙ্গে নুন খায় ক্ষমতার চাপ আর চিরায়ত সে বাপের শিক্ষায় গড়ে অজুহাতগল্পের লজিক লজিক নতুন কখনও কোনো নতুন শব্দ নয় এও ঠিক তবু যে গন্ধর্ব কিন্নর যক্ষ রক্ষ দেব ও দানব নানান স্বার্থে যা মূলত একই বিবর্তনের উপলক্ষ্য ক্রমশ পায় লক্ষ্যআকার জানলা বন্ধ করে মুখ ঢেকে নানাবিধ বানায় মুখোশ ও বিকল্প লাফটিকে সযত্নে নোখে টিপে মারে এই ব্যবস্থাসভ্যতা হাঃ নাহলে চলে না রামধনুবুক থেকে সাতটি রঙের গুণিতক সাতাশরকম কাঁচ ছুঁড়ে মারে আমাদের রমণের ঠোঁটে ও গ্রীবায়

১৭ ৮ ৮৮, গোলদীঘি, কোলকেতা

বেজন্মা গোলাপ কিছু বিষণ্ণ ব্যাকটেরিয়াকথা

চমকালো না ঝুমকোলতার পুংকেশরে আটকে যাওয়া জমকালো ঐ মনভোমরার সবজে প্রাণে উথলে ওঠা রাজধানী নয় ধানক্ষেতময় চাষকে সিধে পরাগধানী রাজার অসুখবিসুখ হলে মন্ত্রীকোটাল ছুটবে আহা মুখ্যমন্ত্রীর কোটায় ছাত্রভর্তি এবং চাঁদবদনদের মেরিটমতোন লিস্টি টাঙাও প্রহসনের বোঝাপড়ায় ইলশেগুড়ি চাঁদমুখ তার মিথ্যে হলো দরদ এমন এমন তো নয় দাবীদাওয়ার দাওয়ায় উবু হেঁইয়ো বোসে সেই বিষাদে টাটকা ল্যাড়ে দেখছে মাছির কেমন মাসিক কেমন সেতার বাঁশী বা কেমন তেমন অবুঝ নয় সে তো আর বুঝতে পারে সে তার খাবি খাওয়ার সময় কেমনি ভীড়ে জ্বর এসে যায় বোঝাপড়ায় ঝুলি ও বেড়াল এমন বন্ধু বন্ধু এমন বোঝার ওপর যুঝতে গ্যালো আঁটিটি শাকের শাকেই বিভোর চিবুকআড়াল মৎস্যকুমার মাছের তো নয় মাছিরই বা কী বেল পাকিলে কলার মূলোর অথবা কাকের জম্পেস সব ডিমের পদ্যে পদ্ম কোথায় কই কমলে কোমলপ্রাণিক কামিনী কোথায় যামিনী গ্যালো লজ্জামতোন এদিক ওদিক চকচকাচম চামচিকেদের রমণাবেগে হুঁইবাবা বেগব্যত্যয় প্রত্যয়ে আর অভ্যেসদাসে সেই তো উবু হইয়ে বোসে হেঁইয়ো গানের কোঁৎ পাড়িছে এবং তখন যখন তরল হলদেপিলা পেচ্ছাব আর পিলের রুগী অনুরাগের ফ্যাকাশে স্পৃহায় কিছুটা আশায় কিছু আমাশায় কার শাপে যে সর্পগণের মানে সাপের জিভ চিড়িলো দুধকলা ও বিষ ছাড়া তো পেলি না কিছুই ইয়াদ রাখিস শাঁখের বরাত করাত শাপের সেকাল শাপের একাল সাপের সেকালে আর একাল জুড়ে সে কালসাপের লুকোনো দাঁতে মধুর বাটি অমুকবাবুর বাহ্যে আঁটা তমুকবাবু তো আন্তরিক শঙ্কর আর মহম্মদের কী দোস্তি ছিঃ কূয়োর ভেতর ঘটিটি ফ্যালেন লোকলজ্জায় জনগণের মনের অধিনায়কমশাই সে সাঁঝসাজে সন্ধ্যে জুড়ে সেঁজুতি আর প্রেমপীরিতির সামন্তদের কী সাজ সাজ মরো লজ্জায় সুবিধেমতোন ঘেন্না করো ভালোও বাসো আহারে বাঁশে ফুঁ দিলি তুই সর্পকুমার ঐ বাঁশই তোর পোঁদে ঢুকিবে ইয়াদ রাখিস মাত্র দুটি ইয়ে দো করাত এতেই কাটিস দ্বন্দ্বগভীর স্বপ্নগুলো তেলা মাথা বা রুক্ষু চুলে হাহারে পোলা তোর তো পিলে বেজায় বড়ো পণ্ডিত আর পুলিশনাচের বাঁশী কে বাজায় কার হাতে মন অর্থনৈতিক দাবী এবং ঘুঁটিটি দাবার জেনেছিস ভাই ভাইজান রে ভয়েই অবুঝ ভাণ করেছিস প্যাঁচপয়জার লেখ্যাপড়ার বোঝাপড়ায় তাই তো স্বদেশ রাগ করে আর ভাত খায় না আহাউহুহু দুঃখে কাঁদে দুঃখ কীসের শান্ত জীবন সান্তানন্তে মিশিয়ে খাবে সুখদুঃখের বান্দা নাছোড় শব্দফারাক অলীক তফাত অসীম সকাশ চোলে গেলি তুই টিয়ে তো টিয়া মুখর মুখোশ অল্পস্বল্প গল্পকল্প বিকল্পেরই রুটির জমক ছল বল আর কলজলফলে তিমিরতিমি ঠাঁই আর ভাইয়ের মন্ত্রগুপ্তি কাটুমকুটুম হিংদুনিয়ার ক্রতুকৃতম হুই অমরার এই আমরাও শিরিণচাঁদে আমলাপ্রতিম চাষবাস আবার বেদুইনপ্রাণ স্বমুখই মুখোশ অল্পস্বল্প গল্পকল্প বিকল্পেরই কেক না রুটি ঐ বাঁশীতেই ফুঁ মেরেছিস ইয়াদ রাখিস ইয়ে দো করাত এতেই কাটিস তেলা মাথা বা রুক্ষু চুলে ছন্দভাঙার স্বপ্নগুলো কমিউনের ফ্যাকাশে স্পৃহায় কিছুটা আশায় কিছু আমাশায় জরাসন্ধ দ্বন্দ্বে হাঁটি ভাইজান রে

২১ ৩ ৮৯, ইসলামিয়া হাসপাতাল, কলকাতা

খোলা চিঠি, বিপ্লবকে

প্রবীর দাশগুপ্ত

তামসিকতার মুখে যেন তুমি থুতু ছুঁড়ে দিয়ে বলছো
'ওহে ঘাটোয়াল জিরোতে এসেছো বেঞ্চে ছড়ানো বিষ্ঠা'
চারিদিক তবু কুন্তলব্যাপী বঁটিতে কোপানো রাত্তির
চর্মরোগের বেদিতে বসানো দেবী-আরাধনা চলছে
'পুবদেশ থেকে কোন পথে এলে কোন ভূতভয়ে পলাতক,
পথে পড়া সব গ্রামগুলি বুঝি মারী ও মড়কে ছারখার?'
'টেমি জ্বলতো না মেয়েরা যখন আঁচলবাহিনী তুলসী-
তলায় কাতর প্রার্থনাস্বরে মরদের ভাল চাইতো'
দিবাবসানের প্রান্তে যেদিন রোগজ্বালা সেরে উঠলে
জলে ভেজা পায়ে ধীরে হেঁটে গিয়ে সেকেলে বাঁধানো শানঘাট
জুড়ে যত ছিল বুড়ো গড়গড়া বৈঠকরত সান্ধ্য —
দাদুকে বললে কর্মপন্থা আজ থেকে খুব আলাদা
তারপর ধৃত নেশাচত্বরে খ্রিস্টানমতে দীক্ষা
ভরাপূর্ণিমা ডেকের উপর হলুদ মুখের লোকজন
খুঁটিয়ে দেখলে পুরুষচিহ্ন মোমের আলোতে গহনা
কুশলপ্রশ্ন বুজে গেল ক্রমে ক্ষুব্ধ গিটারশব্দে
মনে হয়েছিল চরাচর 'পরে তুমি পরাজিত শেষ লোক
নেচে-নেচে আয় ক্রুশকাঠ সেই ঢেউসমাসীন স্বাস্থ্যে
মেঝে ছিঁড়ে গিয়ে মাটি উঠে এল প্রকাশিত সিঁড়িগহ্বর
পোড়োবাড়িটিতে সমুদ্রবারি জোয়ারকালীন ঢুকতো
সেই থেকে হ'য়ে পরিচয়হীন চালা উড়ে-যাওয়া ঝড়জল
অথৈ সাঁতরে রোগাশিহরিত দেহটিকে নিয়ে বাঁচছো
লাঞ্ছনা মুছে জেগে ওঠে বন, পত্রপুষ্পবিন্যাস
দিকে-দিকে ব্যূহ মৃত্যুর, তুমি কাকে নিয়ে ঘর করবে

মুখোশ ও বিকল্প, প্রথম সংখ্যা, ১৯৮৮

ব্লেড যখন চুইংগাম

নবারুণ ভট্টাচার্য

বিপ্লব মুখোপাধ্যায়ের *চটি ভাঙ্গৈরাস* ও *গৃহযুদ্ধ* ঘিরে বিভিন্ন ডিসিপ্লিনের একশোরও বেশি ঘ্যাম বিশেষজ্ঞ নিয়ে যদি অষ্টপ্রহর সেমিনার করা যায় তাহলেও খুব একটা লাভ হবে বলে মনে হয় না। এই ধরনের লেখা এতই জোরালো ও এত ব্যক্তিগত হয় যে সে তার একটা সার্বভৌম এলাকা গড়ে নেয়, যাকে অন্য সব এলাকা চার্চের কায়দায় Anathema (গ্রিক শব্দার্থ যার 'অতীব নিন্দনীয়') জাতীয় কিছু ফতোয়া দিয়ে হয় চেপে দিতে চেষ্টা করে বা চেপে যায়। আর একটা ঝামেলাও আছে। উপরোক্ত সার্বভৌম এলাকাটিতে ঢোকার পাসপোর্ট ও ভিসা পাওয়া সহজ নয়। লেখা দুটো পড়তে-পড়তে দু-জনের কথা মনে পড়ে গেল। একজন ঢাকুরিয়া লেকে জলে ডুবে মৃত গদ্যকার অনাময় দত্ত। তিনি কি কবিতাও লিখতেন? অন্যজন, সেই দেবদূতসদৃশ অনন্য রায়। এরা যতটা কদর পেয়েছে বিপ্লবও তার চেয়ে বেশি পাবেন বলে মনে হচ্ছে না। সে জায়গায় আমাদের সাহিত্যবোধ পৌঁছয়নি। এই যে বাস্তব অর্থাৎ যা Actual তার বিরুদ্ধে বিপ্লব একটা Possible-কে লেখার এক্তিয়ারে ধরতে চেয়েছেন এবং এই চেষ্টায় Actual-এর লিখিত-অলিখিত সমস্ত শর্ত ও বিধিনিষেধকে চুরমার করেছেন। যেন একটা ধ্বংসাত্মক Automat। তাকে কোনো প্রশ্ন করা চলে না। Automat, যে স্বরাজ্যে স্বরাট, তাকে বুঝতে সাইবারনেটিক্স বা আধুনিক লজিক কি যথেষ্ট? আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। কারণ বিপ্লব Automat নন, একজন মানুষ, একজন লেখক। আখ্যানে বিপ্লব যাঁদের দর্শনকে তাঁর বীক্ষায় এনেছেন তাঁরা হলেন স্টিমিড্‌ট, ম্যাকস স্টারনার, প্রুঁধো ও বাকুনি — অবশ্যই তিনি নৈরাজ্যবাদী ও নিহিলিস্ট। হতেই পারেন। লোকে তো নিরাপদ নিরাপত্তায় কত কিছুই হচ্ছে। বিপ্লব যদি নিহিলিস্ট হয়ে থাকেন তাহলে তো হাঁউমাঁউ করার কিছু নেই। বরং মনে পড়েই যায় যে লেনিন প্রতিক্রিয়াশীল সমাজব্যবস্থার প্রেক্ষিতে নিহিলিস্টদের স্বাভাবিক নেতিবাচক মনোভাবকে বুদ্ধিজীবীদের শৌখিন নৈরাজ্যবাদের থেকে আলাদা করে দেখেছিলেন। হাংগ্রি জেনারেশনের সাহসী ও ডাকাবুকো প্লাস যথেষ্ট মজাদার লেখাগুলোকে যারা জুরাসিক পার্কে পাঠিয়ে দিয়েছিল তাদেরও ভাবতে হবে *চটি ভাঙ্গৈরাস* ও *গৃহযুদ্ধ*-র স্থানাঙ্ক সম্বন্ধে। লেখালেখির আন্দোলনগুলো অনেক সময়ে গেরিলার মতোই লুকিয়ে পড়ে, আবার চমকে দিয়ে জানানও দেয়। এইসব সাতপাঁচ ভাবতে-ভাবতে একচিলতে ফিচলেমির মতোই মাথায় এল — এইভাবে সোশালিস্ট রিয়ালিজম কি কখনও ফিরে আসতে পারে? আমার কিন্তু এখনও শলোকভ ভালো লাগে।

বিপ্লবের লেখায় কী তাজ্জব flight আছে সেটা পাঠক *চটি ভাঙ্গৈরাস*-এর প্রথম পাতাটি পড়লেই হাড়ে-হাড়ে টের পেয়ে যাবে। নানা শব্দ, নানা বিদ্যা, নানা অভিজ্ঞতা এবং কী শক্তিশালী স্টাইলে লেখা নানা ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষা চলেছে নিয়ত। আমি ব্যাপারটা gutt feeling দিয়ে বুঝতে পারলেও বোঝাতে অপারগ। একটা মাদকতাও রয়েছে। নিজের অজান্তে ব্লেডকে চুইংগামের মতো চিবিয়ে ফেললে বোধহয় এরকমই লাগে। তবে সব ছাপিয়ে, সবকিছুকে নস্যাৎ করে দেওয়া ক্লান্তিকর হয়ে ওঠে। রুশী ধ্রুপদী কবি নেক্রাসব কি এভাবে যারা ভাবে তাদের সম্বন্ধেই বলেছিলেন, 'those who are moribund without ever having lived'? অথবা এমনও তো হতে পারে যে বিপ্লব যখন 'মানুষের উৎপত্তি থেকে বিনাশ অবধি টলমলে যে বিভ্রম যে বিবমিষা তাই অস্তিত্ব'-র কথা বলেন তখন তিনি অন্যরকমের কিছু চান? আর সত্যি বলতে, স্বপ্নের ঝাড়লণ্ঠনগুলো যেভাবে পরের পর ভেঙে পড়েছে তাতে পা তো রক্তাক্ত হওয়ারই কথা।

লেখক যদি লেখা বন্ধ করে না দেয় তাহলে সে কখনোই এক জায়গায় থেমে থাকে না। বিপ্লব *চটি ভাঙ্গৈরাস* ও *গৃহযুদ্ধ*-র পরে কী লিখেছেন আমি জানি না। জানার ইচ্ছে নিয়েই লেখাটা শেষ করছি। শেষেরও শেষে একাধিক প্রশ্ন। কেউ যদি বাধা বা বাধ্যবাধকতা মনে করে তার সবচেয়ে কাছে যে সামনে সেই নিজের চশমাটাকেই উড়িয়ে দেয় তাহলে কী হবে? অনাময়, অনন্য বা বিপ্লবের মতো লেখকদের কাছে সবসময়ই অনেক প্রত্যাশা থাকে। তবে শেষঅবধি সেগুলো প্রত্যাশা হয়েই থেকে যায়। বরং জমতে শুরু করে মিথের ছত্রাক। কিছুই কি করা যায় না? অনাময়, অনন্য নেই। বিপ্লব তো আছে। সে কি শুনবে?

অবিপ্লব নামুখোপাধ্যায়

অচ্যুত মণ্ডল

তামসিকতার মুখে যেন তুমি থুতু ছুঁড়ে দিয়ে বলছো
'ওহে ঘাটোয়াল জিরোতে এসেছো বেঞ্চে ছড়ানো বিষ্ঠা'

খোলা চিঠি, বিপ্লবকে কবিতাটি এভাবেই শুরু করেছিলেন প্রবীর দাশগুপ্ত। পরিচিত, বিশেষ করে বন্ধুস্থানীয় যে কাউকে নিয়ে কিছু লিখতে গেলেই মনের মধ্যে খানিকটা আবেগের সার পড়ে যায়, ফলে বিশাল সবজিগুলো দেখতে যেমনই হোক না কেন — 'বাঁধাকপি পাতাগুলি পোকাদের ডেকে নেয় হৃদয়ের দিকে'।

এ লেখায় পত্রিকার সম্পাদককে আমি কথা দিয়েছিলাম যে নিরপেক্ষভাবেই আলোচনা করব বিপ্লব মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্য কাণ্ডকীর্তিগুলোর। বহুদিন ভুলে যাওয়া বিপ্লবের ছড়ানো-ছিটানো লেখাগুলোকেও সুদূর দিল্লিতে পৌঁছে দিয়ে

সম্পাদক তাঁর কথা রেখেছেন। কিন্তু আমিই বোধহয় ঠিকঠাক কথা রাখতে পারব বলে, লিখতে বসে বোধ হচ্ছে না। কোনো বিচার-বিশ্লেষণই শেষ বিচারে নিরপেক্ষ হতে পারে বলে আমার আর মনে হয় না। যে কোনো লেখকের সম্পর্কে লিখতে গেলেই আমরা নিজেদের চিন্তাভাবনা দিয়ে তা এতদূর জারিয়ে নিই, যে সে আচারকে মূল ফলওয়ালা হয়তো আর চিনতেই পারে না। সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের চালু গল্পটা মনে করুন — শেক্‌সপিয়র পরীক্ষায় বসেছেন তাঁরই নামাঙ্কিত পেপারটিতে — 'বাট হি ফেয়ারড ভেরি ব্যাডলি / বিকজ হি ডিডন্ট স্টাডি ব্র্যাডলি।'

বিপ্লবের সাহিত্য-প্রয়াসগুলিকে আমাদের সমসাময়িক অনেকেই খুব গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করেন না। কাউকে-কাউকে অ্যাতোদূরও বলতে শুনেছি, 'ওসব ফালতু সেক্সের মধ্যে দার্শনিকতার মিশেল দেওয়া ফুচকা সাহিত্য'। আমার ব্যক্তিগত মতামত যাই হোক না কেন, এধরনের বক্তব্য থেকে বিপ্লবের লেখা সম্পর্কে দুটো কথাই উঠে আসে। প্রথমত অশ্লীলতার দায়, দ্বিতীয়ত একধরনের দর্শনায়ন।

সাহিত্যে অশ্লীলতার প্রয়োগ ইউরোপীয় থেকে বাংলা সাহিত্য — সব কিছুতেই ব্যাপক পরিমাণে পাওয়া যায়। সে লরেন্স থেকে হেনরি মিলার হয়ে আমাদের ফালগুনী রায় আবার চসার থেকে কালিদাস — সব যুগ এবং সব সংস্কৃতিতেই সহজলভ্য। বিপ্লবের যে কোনো লেখা থেকে এ ধরনের উদাহরণ বের করা যায় অজস্র — তবু *নারী। মেয়ে। পাছায় তার চাপা অহঙ্কার* অথবা *লিঙ্গস্থান ও গুহ্যদেশীয় পেশীর ক্রমাগত সংকোচন ও প্রসারণ করতে থাকি*। কালিদাসের সমগ্র রচনাতেও তো দেখি তথাকথিত 'অশ্লীলতা'-র চূড়ান্ত — যেমন মেঘদূতের বর্ণনায় —

তস্যাঃ কিঞ্চিৎ করধৃতমিব প্রাপ্তবানীরশাখং
হৃত্বা নীলং সলিলবসনং মুক্তরোধোনিতম্বম্।
প্রস্থানং তে কথমপি সখে লম্বমানস্য ভাবি
জ্ঞাতাস্বাদো বিবৃতজঘনাং কো বিহাতুং সমর্থঃ॥

শেষ শ্লোকটাকে বিপ্লবের বাংলায় অনুবাদ করলে দাঁড়ায়, 'পা-ফাঁক-করা মাগীর স্বাদ যে পেয়েছে, সে ব্যাটা আবার যাবে কোতায়?' কালিদাস, জয়দেব বা চসারের চেয়ে বিপ্লবের লেখা আমার অশ্লীলতর বলে মনে হয় না। আর এসব ব্যাপারে শেষ কথা তো বলে গেছেন ড. জনসন — 'প্লেজার ফ্লিটিং অ্যান্ড পশ্চার রিডিক্যুলাস'।

তাহলে বিপ্লব-সমালোচকদের জন্যে বাকি থাকে দার্শনিকতা বা দর্শনায়নের প্রচেষ্টার বিষয়টুকু। বিপ্লবের এই নৈরাজ্যবাদী দর্শনের ভিতরে ঢোকবার জন্যে প্রয়োজনীয় বলেই ওর জীবনকাহিনি খুব সংক্ষেপে জানিয়ে দেওয়া দরকার।

বিপ্লব মুখোপাধ্যায়ের জন্ম উত্তর কলকাতার বিস্তৃত সোনাগাছি বেশ্যাপল্লির নিকটে দর্জিপাড়ায়। বাংলা সাহিত্যে ইতোপূর্বেও দর্জিপাড়াবাসী নতুনদাকে *শ্রীকান্ত* উপন্যাসের প্রথম পর্বেই আমরা পেয়েছি। বিপ্লবের পারিবারিক ইতিহাসই হয়তো শেষ পর্যন্ত তাকে আরেকজন নতুনদা হয়ে ওঠার সুযোগ দেয়নি। কৈশোরে মায়ের আকস্মিক মৃত্যু, বাবার যাত্রাদলে মহিলা সাজার পেশা, স্বল্পশিক্ষিত প্রায় সমাজবিরোধী ভাই এবং এক বৃদ্ধা ঠাকুমাই বিপ্লবের জীবনের গতিপ্রকৃতি প্রায় অনেকাংশেই স্থির করে দিয়েছিল। এই জটিল প্রক্রিয়ার বিপরীত প্রতিক্রিয়া ঘটে গিয়েছিল তার শিক্ষাজীবনে। স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে বিপ্লব প্রেসিডেন্সি কলেজে দর্শন বিভাগে ভর্তি হয়। নানা হাস্যকর জটিলতার মধ্য দিয়ে কলেজ থেকে কোনোভাবে পাশ করবার পরে এক মহৎ অধ্যাপকের বদান্যতায় বিপ্লব যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি ভাষায় স্নাতকোত্তর বিভাগে ভর্তি হতে সক্ষম হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত সেই ডিগ্রি-ফলানোর ব্যবসায় সে সফল হতে পারেনি। বরঞ্চ মদ, মেয়েমানুষ, গাঁজা, চরস, ট্যাবলেটের বাঁধনে সে প্রায় অবলুপ্ত হয়ে যায়। এই অবিস্মরণীয় প্রক্রিয়ায় বিপ্লবের এখনও অবধি বেঁচেবর্তে থাকাটাই সমস্ত কলকাতার বুদ্ধিজীবী মহলে একটি সম্ভ্রান্ত মিথের আকার নিতে সক্ষম হয়েছে। এধরনের মৌলিক জীবন-যাপনের ইতিহাস এ-দেশে খুব সুলভ না হলেও অন্ততপক্ষে কবি ফালগুনী রায়ের জীবনচর্যার সঙ্গে খানিকটা মেলে। ইউরোপীয় সাহিত্যিকদের জীবনাভিজ্ঞতায় জটিলতা অবশ্য দীর্ঘদিন ধরেই চালু ছিল। পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করলে বিপ্লবের জীবনযাপন ভির্যঁ, বোদলেয়র, র‍্যাঁবো, জাঁ জেনে অথবা হেনরি মিলারের সঙ্গে অনেকাংশেই মিলে যায়। বিপ্লব ফরাসী দার্শনিক লুই ফর্দিনান্দ সিলিনের লেখাপত্তরের একনিষ্ঠ পাঠক ছিল বলে আমার মনে পড়ে। ভির্যঁ বা জেনের জীবনপ্রণালীকে শুধু একটি আকর্ষণীয় অ্যাডভেঞ্চার বলে ভাবলে ভুল হবে। তাদের কর্মকাণ্ড আসলে তাদের সাহিত্যযাপনেরই একটি অংশমাত্র। সমালোচকদের মধ্যে বুদ্ধদেব বসু, তাঁর *শার্ল বোদলেয়র ও আধুনিক কবিতা* প্রবন্ধে লেখেন, *মানুষ দুঃখী, কিন্তু সে জানুক সে দুঃখী! মানুষ পাপী, কিন্তু সে জানুক সে পাপী! মানুষ রুগ্ন, কিন্তু সে জানুক সে রুগ্ন! মানুষ মুমূর্ষু এবং সে জানুক সে মুমূর্ষু! মানুষ অমৃতাকাঙ্ক্ষী এবং সে জানুক সে অমৃতাকাঙ্ক্ষী! বোদলেয়রের সমগ্র কাব্যে যেমন দস্তয়েভস্কির উপন্যাসে এই বাণী নিরন্তর ধ্বনিত হচ্ছে।* (পৃষ্ঠা : ২৫০, প্রবন্ধ সংকলন, বুদ্ধদেব বসু)

ভির্যঁ, জেনে বা বোদলেয়রের সঙ্গে বিপ্লবের মূল বিভেদ শুধু সাহিত্যকৃতির গুণগত পার্থক্যের মধ্যেই নিহিত নেই। প্রথমোক্তরা জীবনযাপনের একঘেয়েমি থেকে সাহিত্যের মধ্যে মুক্তি খুঁজেছেন কিন্তু বিপ্লব জীবনযাপনেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। প্রাচীন সাহিত্য সম্পর্কে বিপ্লবের অশ্রদ্ধা তুলনারহিত — *মেঘদূতের কনটেন্টে ধৈর্য দেওয়া যায় তা প্রাচীন বোলেই। আর ছন্দ? / সরস্বতীর দুধেল মাই আর সাঁড়াশী পাছার গুরমুখী দাদ্‌ফেনা* (*গৃহযুদ্ধ*)। যেকোনোরকম ছন্দের প্রতিই বিপ্লবের অনীহা ছিল। কিন্তু প্রথমদিকে ওকে আমি ফুল, চুল, পাখি, রাখি এসব মিল দিয়ে বালকসুলভ বহু কবিতা লিখতে দেখেছি। পরে লেখা *বেজন্মা গোলাপ কিছু বিষণ্ণ ব্যাকটেরিয়াকথা*-র টানা গদ্যে লেখাটিকেও সহজ সরল ছন্দে বিশ্লেষণ করা যায় — *তেলা মাথা বা / রুক্ষু চুলে / ছন্দভাঙার / স্বপ্নগুলো / কমিউনের / ফ্যাকাশে স্পৃহায় / কিছুটা আশায় / কিছু আমাশায় / জরাসন্ধ / দ্বন্দ্বে হাঁটি / ভাইজান রে* পর্ব বিভাজনের দাগগুলো আমার দেওয়া, তা বলাই বাহুল্য।

মোদ্দা কথা এই যে, রচনার আঙ্গিকের দিক দিয়ে পদ্যে বা গদ্যে কোথাও বিপ্লবকে পথিকৃতের মর্যাদা দেওয়া যায় না। ফালগুনী রায়ের কবিতা আর প্রচলিত হাংরি জেনারেশনের গদ্যকে চিন্তাশীল দার্শনিকতা দিয়ে উসকে দেওয়ার কাজই মূলত সাহিত্যক্ষেত্রে বিপ্লবের অবদান।

কালিদাস, জয়দেব বা চসারের
চেয়ে বিপ্লবের লেখা আমার
অশ্লীলতর বলে মনে হয় না।

বোরহেস, হেনরি মিলার আর নিৎশের প্রভাব বিপ্লবের লেখায় ঘনঘন খুঁজে পাওয়া যায়। এদের মধ্যে নিৎশের প্রভাবটা অনেকটা বদহজমের বমির মতোই হয়ে গিয়েছে সময়ে-সময়ে। বোরহেসের কিছু গল্পও বিপ্লব অনুবাদ করেছিল একবার। সে বই বোধহয় এখন আর পাওয়া যায় না। বিপ্লবের রচনাবৈশিষ্ট্য নিয়ে আর বিশেষ কিছু বলবার আছে বলে আমার মনে হয় না। কিন্তু ও তো জীবনযাপন পদ্ধতিটাকেই একটা সৃষ্টিশীল প্রক্রিয়া বলে মনে করত, যেমন ম্যাক্সিম গোর্কি লেখেন, *মধুরতা সে তো গানটিরই প্রয়োজন যা মধুর তার গানে প্রয়োজন নেই*। 'মধুরতা' শব্দটির বদলে 'বধিরতা' বা 'স্থবিরতা' বা 'স্ববিরোধিতা' শব্দ তিনটি বসালেই আমরা বিপ্লবের জীবনচর্যার মর্মে প্রবেশ করতে পারব। যে দার্শনিক নৈরাজ্যের কথা বিপ্লব তার জীবন ও স্বল্প পরিমাণ সাহিত্যের মাধ্যমে আমাদের সামনে হাজির করেছে, সাম্প্রতিক উদ্দেশ্য-বিধেয়হীন দিনযাপনের প্রেক্ষিতে আমরা সকলেই তার কমবেশি শরিক। একটি সংহত বাক্যে সার্ত্র এই মনোভাব প্রকাশ করেছেন জাঁ জেনে বিষয়ে — *জেনে ইজ্ উই। দ্যাট ইজ্ হোয়াই উই মাস্ট রিড হিম।*

এ পর্যন্ত লিখেই কেমন একটা বিবমিষার বোধ হতে শুরু করল। ভির্যঁ, জেনে, বোদলেয়রদের মধ্যে বিপ্লব মুখোপাধ্যায় ব্যাপারটা ক্রমেই এত অস্পষ্ট হতে শুরু করেছে যে আর গোটা কয়েক পাতা জুড়ে এই অ্যাকাডেমিক এপিডেমিক চলতে থাকলে চরিত্রটাকেই হাসপাতালে পাঠাতে হবে। বাস্তবে বিপ্লব ইসলামিয়া হাসপাতাল থেকে নিষ্কৃতি পেলেও অ্যাকাডেমিয়ার এই হাসপাতাল থেকে চরিত্রটার পক্ষে ফিরে

আসাও বোধহয় আর সম্ভব হবে না। সম্পাদকের কাছে নিরপেক্ষতার ভান করতে গিয়ে আর অপদস্থ হতে ইচ্ছে হল না। বিপ্লব মুখোপাধ্যায় যেহেতু একটি জীবনযাপনপ্রণালী কাজেই তার স্বল্প-পঠিত সাহিত্যের আলোচনা মানুষটির জীবনদর্শন থেকে ধীরে-ধীরে আরও দূরেই সরে যাবে। ফলে এখনো অসমাপ্ত আমার একটি উপন্যাস থেকে কয়েক পাতা তুলে দিয়েই এ লেখার সমাপ্তি ঘটাব ঠিক করলাম —

প্রশান্তর মনিহারি দোকান আর স্বপনদার একশো ওয়াটের বাল্ব জ্বালিয়ে গরম-করা চানাচুরের বাক্সের মাঝামাঝি দেখা গেল আশ্চর্য অবয়বটিকে। হেঁটে, না খুঁড়িয়ে আসছে অতি পরিচিত মানুষের আদলটি বলা কঠিন। মাথা কামানো অথচ জুলফি রয়েছে চওড়া, চোখে সবুজ চশমা। হলুদ রঙের ময়লা স্যান্ডো গেঞ্জির তলা দিয়ে উঁকি মারছে কালো প্যান্টের নীচে পরে থাকা লাল গামছার উর্ধ্বাবশেষটুকু — নাম জিজ্ঞেস করলে অনিমেষ জানে যে উত্তর আসবে, 'অবিপ্লব নামুখোপাধ্যায়'। চা, ওমলেট বা বিখ্যাত ঘুগনি-পাঁউরুটি কিছুই যে ও খেতে চাইবে না তা-ও অনিমেষের জানা। ফলে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল সে। দু-জনেই রাস্তা পার হওয়ার চেষ্টা করছিল। নামুখোপাধ্যায়ের নজর অনিমেষের দিকেই — ওর বুক ফুটো করে বোঝার চেষ্টা করছে এইমাত্র পাশ কাটিয়ে চলে যাওয়া ভীষণ নিতম্বিনীর কটি বস্ত্রটির রঙ অথচ মুখোমুখি হয়ে সে কথা বলল না বরং হেগেলের ভাবশিষ্যটির গূঢ় সমালোচকের মতো মুখ করে দাঁড়িয়ে রইল ভাবুক অথবা ভাবলেশহীনের মাঝামাঝি একটা ভঙ্গিমায়। — 'কোথায় বসবি বল?' খুব যে দু-একজন পরিচিতের সঙ্গে এখনো কথাবার্তা চলে বিপ্লবের, অনিমেষ তাদের অন্যতম। কাজেই একটু ইতস্তত করার পর জবারও এল ওদিক থেকে, —'তুই তো অ্যাকন গবেষক হয়েচিস। ও গবেষণার ভারও তবে তুই-ই নে'।

এই গবেষণায় সম্ভাবনা অবশ্য মাত্র দু-টিতেই সীমাবদ্ধ। অপেক্ষাকৃত খোলামেলাটাই বেছে নিল অনিমেষ। আকাশ দেখতে-দেখতে যেকোনো কিছু করতেই ভালো লাগে ওর। আনুষঙ্গিক ঝামেলাগুলো অবশ্য পোহাতে হল তাকেই। শুধু বোতলে তো আর হয় না। জলের বোতল, গেলাস, মাছভাজা, কাঁটার কাঠি বেঁধানো তরমুজের টুকরো আর বাতাবি লেবু চার-পাঁচটা হাত আর ছত্তিরিশটা আঙুলে কোনোরকমে নিয়ে এসে বসল সেও। বসবার পরের সময়টা প্রথমদিকে বেশ সন্দেহজনক। লন্ডন শহরে টিউবের সহযাত্রীদের মতো আলাপ করতে হয় প্রথমে; যেমন, 'খুব গরম পড়েছে আজকে' অথবা 'তোর কি মনে পড়ে, ফার্স্ট ইয়ারে যখন এখানে আসতাম তখন এই টেবিল-বেঞ্চিগুলোও ছিল না? কতগুলো ছড়ানো পাইপের ওপরেই বসতে হোতো তখন'। আরেকজন বন্ধুর সাম্প্রতিক বিবাহ যা পরে প্রায় পর্যবসিত, সে গল্পও করতে হয় কিছুক্ষণ। ক্রমে টিনের আধখানা চালের ফাঁক দিয়ে তারাও যখন দেখা যায় একটা-দুটো, আধবুড়ো রিকশাওলা কাঁদতে থাকে ভেউ-ভেউ করে। সদ্যবিগতা প্রথমপক্ষের জন্যে তার সেই বুকফাটা কান্নায় যোগ দেয় বি এ ফেল কলেজ-ছাত্ররা — একজন মোটা-মতো লৌহ-ব্যবসায়ী চাকরি চেয়ে বেড়ায় জনে-জনে — যে কোনও একটা চাকরি, এমনকী চাপরাশির কাজ হলেও নাকি চলে যাবে বৌবাজারের একটা আস্ত গুদামের ওই মালিকের — একমাত্র তখনই স্বাভাবিক বা অস্বাভাবিক হতে শুরু করে নামুখোপাধ্যায়। সুর করে স্বরচিত কবিতা শোনায় অনিমেষকে— 'গাঁজাও ভালো চরসও ভালো / সামাজিকতার মুখে হাগি / কিন্তু সবার চাইতে ভালো / বাংলা মদ আর সেক্সি মাগী।'

রাত বাড়ে। সন্ধ্যের নিয়মিত মদ্যপায়ীরা ফাঁকা গেলাস, বোতল জমা দিয়ে চলে যায়। তাদের ফেলে যাওয়া ঠোঙা থেকে ভাজা কুচো চিংড়ি খুঁজে খায় আসল মাতালেরা। অন্যমনস্ক বিরহী প্রেমিকের বোতল চুরি করে বুড়ো দোকানদার মেঝেতে বসে হাসাহাসি করে। আর কোনোদিন হয়ত দেখা হবে না যাদের অস্পষ্ট উত্তেজনায় ঠিকানা বিনিময় সেরে কোলাকুলি করে ফিটফাট বিমার দালাল আর আধবুড়ো যৌনগ্রন্থের প্রকাশক যে কিনা শরৎবাবুর মতো লেখকের অভাবে ফুঁপিয়ে উঠছিল একটু আগেই।

— 'তারপর তোর সেই অপুবাজি কদ্দূর রে?'

ঢালতে-ঢালতে প্রশ্ন করল বিপ্লব। কেমন বিপন্ন লাগছিল অনিমেষের। পুরোনো বন্ধুর মতো গোপন শত্রুও আর নেই। সহাস্যে সদয়ভাবে তারা আক্রমণ করে ব্যক্তিগত সযত্ন-লালিত রহস্যকে। বুঝিয়ে দেয় সেসবের অকিঞ্চিৎকরতা। অত্যন্ত প্রিয় বিষয়গুলিও কী এক ভয়ে আমরা গোপন করি তাদের কাছেই অথচ অপ্রিয় ও গৌণ ঘটনাবলি নিয়ে সাগ্রহে আলোচনা চালাই। গেলাসটা ঠোঁটের কাছে তুলে অবসর খুঁজছিল অনিমেষ। নামিয়ে রাখলেই উত্তর দিতে হবে অসহ প্রশ্নটির। এই কালক্ষেপণ অবশ্য কাজেই লাগল এক্ষেত্রে। গেলাস নামিয়ে রাখতে-রাখতে সে শুনল বিপ্লব বলছে — 'ওসব এযুগে অচল কাপ্‌তেন, বাপ ফিমেল পাট করত, নাটকপাড়ায়। মা নাকি পুলিশ রিপোর্ট মতো এসটোভ বার্স্ট করে সগ্‌গে গেচে। হেদোয় দাঁড়িয়ে থাকতুম একলা। হাফ প্যান্টের পকেটে হাত দিয়ে চাপা দিতুম হেলেটাকে, সে তখন কেউটে হতে চাইছে। ব্যাঙের মতো মাগীটার বিশাল পাছা ওঠাপড়া করচে জলের মধ্যে — উলটোদিকে দেখি শালা বাপও দাঁড়িয়ে রয়েছে। ধুতির তো আর পকেট হয় না। অপুবাজি-ফাজি করে এযুগে আর চিঁড়ে ভিজবে না বাওয়া।'

— 'সবার জীবন তো আর একরকম নয়।' ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে আপত্তি তোলার চেষ্টা করে অনিমেষ।

— 'ও গপ্পো ছাড়ো গুরু। লোহার কড়াই হয়, খুন্তি হয়, বাক্স হয়, বর্শা হয়, কিন্তু মাল তো সেই লোহাই থাকে। গুরু অনেক, কিন্তু নাটের গুরু সেই এক।'

— 'দাঁড়া, একটু বাতাবি লেবু নিয়ে আসি।' বলে অনিমেষ উঠে পড়ল। ফিরে এসে দেখে নামুখোপাধ্যায় দেশলাই বাজাচ্ছে ডগমগ চিত্তে। ফিক করে হেসে বলল, 'বাটাভিয়া, মার্তাবান।'

— 'কী ব্যাপার এত খুশ্‌ যে?' বসতে-বসতে বলল অনিমেষ।

— 'দুটো কারণে। এক, বাটাভিয়ার লেবু দেখে মনে পড়ল মার্তাবানের কলার কথা — একটা পি এইচ ডি থিসিস হয়ে যায় কি কহসি গবেষক অ', টেনে-টেনে হাসছিল বিপ্লব, 'দুই, লোহা পোড়ালে-পেটালেও সেই লোহাই থাকে কাস্তে হাতে রমাকান্ত কামার — উলটোদিক দিয়ে পড়লেও তার নাম বদলায় না, কী বল হে রমাকান্ত?

— 'শুধু লোহা কি তুই দেখেছিস নাকি কোনোদিন?'

— 'কী ব্যাপার'। বিপ্লবকে একটু সতর্ক দেখায় এবার।

— 'না, কিছু না'। অনিমেষ টেনে-টেনে জবাব দেয়, 'লোহার কড়াই হয়। খুন্তি, কামান, জাহাজ সব হয়, কিন্তু লোহাকে এসব কিছুর বাইরে কেউ কোনোদিনই দ্যাখেনি। কী বলিস? দেখেছিস নাকি তুই?'

—'কেন, আকরিক লোহা। পড়িসনি ভূগোল বইতে?'

নেশার ঢেউতে থরথর করে কেঁপে ওঠা শীর্ণ মালয় উপদ্বীপের ডগা দিয়ে একটুকরো বাটাভিয়া ছিঁড়ে আনার চেষ্টা করছিল বিপ্লব।

—'মানে, আমাদের জিওলজির শৌভিকের টেবিলে যে কালো শিরাওয়ালা লালচে পাথরটা থাকে সেটার কথা বলছিস তুই — সে তো পাথুরে লোহা, লোহাপাথরও বলা যায় অবশ্য, কিন্তু লোহা কোথায়?'

—'দ্যাখো গুরু, এঁড়ে তক্ক কোরো না। লোহা নেই। লোহাত্বের ধারণাই হল লোহা।'

—'তাহলে তো সুবিধেই হল আরও। লোহাত্বের ধারণা আছে। তার কড়াই, পিণ্ডি, পাথরটাথর, জাহাজ সবই আছে। শুধু লোহাই নেই। ধারণা জলে ভাসে না, ডুবেও যায় না।' অনিমেষ হেসে উঠল। বলল, 'আরেকটা চলবে নাকি?'

— 'না আর খাপো না রে।'

— 'কেন আর খাপি না কেন রে বাপা? সোনা নয় রূপা নয় এ ব্যাংলো বোতল।'

— 'নারে, ঠাকমা বুড়ি বসে থাকপে ঠান্ডা লুচি আর বাঁদাকপির ঘ্যাঁট সাজিয়ে।' অবিপ্লবের খুনখুনে ছাঁটা চুল বুড়ি ঠাকুমার উবু হয়ে বসে থাকার ভঙ্গি কল্পনা করতে-করতেই অনিমেষ বলল —

—'আবার লুচি কেন রে? আজ কি ইস্পেশাল কিছু?'

— 'সে কিরে? আজ তো আমার জন্মদিন গো। অ্যাখন তো বুড়ি ঠাক্‌মাই শুধু মনে রেখেছে, পরে তো তোরাই সব পালন-টালন করবি।'

— 'হ্যাঁ, তোর জন্মদিনে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছুটি থাকবে তো রে?'

— 'বেশ্যাবিদ্যালয় বল। শালা ধুতি-পরা দালালেরা সব ঘুরছে। এই তোর জন্মদিন কবে র‍্যা তোর ওই অপুবাজি-ফাজিতে লিখিসনি জন্মের কথাটা' — বলে টলতে-টলতে উঠে দাঁড়ায় বিপ্লব।

— 'কী করে লিখব শুরু? জন্মের দিনটা কি আর মনে থাকে? দাঁড়া গেলাস-টেলাসগুলো ফেরৎ দিই।' অনিমেষও উঠে দাঁড়ায়।

— 'থাকে রে, থাকে। খালি মনের মধ্যেই তো আর সব থাকে না। বাইরের জিনিসপত্তর দিয়ে বানাতে হয়। বানা শালা, বানা। বানানোই আসলে মনে পড়া। জন্মের আসল দিনটাও বানাতে ভুলিস না। আসল জন্মের দিনটা, যেদিন বাপ্ শালা মায়ের ওইখানে গোঁতাচ্ছে — বানা না, বানা শালা সব'। টলতে-টলতে, বিড়বিড় করতে-করতে অন্ধকার দরজা দিয়ে বেরিয়ে যায় অবিপ্লব নামুখোপাধ্যায়।

বিপ্লব : সাপ লুডো খেলছে বিধাতার সঙ্গে

তন্ময় মৃধা

কলকাতার বৃহৎ হাটে বিপ্লব মুখোপাধ্যায় একটা ছোটো পণ্য। এই হাটে পণ্যের জোগান কম হলে বড়ো অসুবিধা হয়। এই হাটে নন্দীগ্রাম চাই, ন্যানো চাই, বিরোধিতা চাই। যা-যা সম্ভব সবই চাই, এবং সুতানুটিতে গুণের যেমন চটজলদি মর্যাদা আছে, তেমনি মানমর্যাদা আদায় করতে কালঘামও যে ছুটে যায়, তা সংশ্লিষ্ট সকলেই জানেন। এর আগে অকালমৃত কবি প্রবীর দাশগুপ্ত, এখন জীবন্মৃত দার্শনিক বিপ্লব মুখোপাধ্যায় — *বোধশব্দ*-এর বোধবুদ্ধির তারিফ করতে হয়। শিল্প-সাহিত্য বিষয়ে তাদের আন্তরিক অনুসন্ধিৎসা থেকে একটা সহজ সিদ্ধান্ত পরিষ্কার হয় — আমাদের পত্রিকা কোনো জীবিত মানুষকে কবি-শিল্পী মনে করে না। আলোচনার যোগ্য, বিবেচনার যোগ্য কোনো ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠতে হলে তাকে হয় অকালে মরে যেতে হবে নতুবা বিপ্লবের মতো পাগল হয়ে গিয়ে রবীন্দ্র সদন, নন্দন, অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস-এর সামনে ভিক্ষা করতে হবে। বিপ্লবের বাবাকে ধন্যবাদ জাতকের নামকরণের জন্য। সত্যিই বিপ্লব বিপ্লবাত্মক ছেলে। লেখালিখিতে বিপ্লব, চিন্তনে বিপ্লব, জীবনে বিপ্লব, বিপ্লবের মূর্ত প্রতীক বিপ্লব মুখোপাধ্যায়। কুড়ি-বাইশ পাতার বিপ্লবাত্মক কলম চালানো আর ত্রিশ-বত্রিশ পাতার জীবন কাটাবার আগেই পাগল হয়ে যাবার রেকর্ড যেকোনো বিশ্বসেরা স্প্রিন্টারকেও লজ্জায় ফেলবে। আমার বিশ্বাস পাগল হয়ে যাওয়া খুব সোজা কাজ। চাইলে যে-কেউ যখন-তখন পাগল হয়ে যেতে পারে। পাগল না হতে পারাটা খুব কঠিন এবং একই সঙ্গে দুঃখের। একবারটি পাগল হতে পারলে আমি আলোচ্য হয়ে যাব এরকমটি ভাবলে আমি মনের মতো পাগল পেলেম না — তাইতে পাগল হলেম না — এসব সেয়ানা কথা লিখবে কে। আমাদের অনেকেরই চেনা মানুষ বিপ্লব — নন্দন বা অ্যাকাডেমির সামনে একবস্ত্রে আপনার সামনে এসে দাঁড়াবে নিঃশব্দে। আপনার দিকে তার অপলক দৃষ্টি। কথা বলবে না। কোথায় থাকে, কোথায় রাত্রি যাপন করে, জামাকাপড় বদলায় কিনা, এ সমস্ত অবান্তর প্রশ্ন। কেননা এগুলো তো আপনার বাড়িতে অন্তত হয় না। সিগারেট খাবে বিপ্লব? নির্বাক — মানে খাবে। দেওয়া হল — এবারে খুব মৃদু শোভন স্বরে সে টাকা চাইবে। আমি ওই দশ-কুড়ি টাকার বেশি কখনো দিইনি। ওদিকে আমার খুব একটা যাওয়া হয় না। মনে হয় এরকমই চলছে বিপ্লবের ইদানিন্তন জীবনযাপন — খবর রাখি না। প্রতিষ্ঠান-বিরোধী এই যুবকের শেষ প্রতিষ্ঠান-বিহার যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। মুখোপাধ্যায় পদবিটা সোজা না। ফলত সেখানে অনেকের স্নেহানুকূল্য পাওয়া সত্ত্বেও কী একটা সাবজেক্ট যেন তার পড়া হয়ে ওঠে না — ওই শেষ, তারপর এই। এর আগে প্রেসিডেন্সি। ফিলসফি পড়ত, খইনি পিটত, সবার মতোই মাগিবাজি করত — শোনা যায়, রাস্তাঘাটে চলাফেরা করার সময় সে প্যান্টের ভিতরে গামছা পরত। তার যৌনতা নিয়ে অনেক গল্প। তাকে আমার অনেক বন্ধু সুদর্শন যুবা বলত। তার ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন অপ্রাতিষ্ঠানিক(?) লেখাকে আমাদের বন্ধুরা উপভোগ করত। আমি করতাম না। না তাকে, না তার কোনোকিছুকে। আমি জানি না, তার লেখালিখির পরিমাণ সংগত কারণেই সামান্য হবে। আর তার লেখালিখির যে ধাত তাতে আমি স্বচ্ছন্দ নই। কাফকা, হোর্হে লুই বোরহেস — এই সব বিজ্ঞানীকল্প লেখকদের সঙ্গে তার লেখার এবং জীবনদর্শনের একটা সাযুজ্য আছে। যেমন বলা হয়, এঁরা লেখকদের লেখক, বিপ্লব বোধহয় বাংলায় তাই। আমার একটু আপত্তি আছে। এরা শিক্ষা দেয়, এরা মরিয়া প্রমাণ করে। এরা শিক্ষা নেয় না। এরা মৃত্যুর কারুণ্য অনুভব করে না। তাই এত কেন্দ্রাতিগ দ্রুততায় সীমানা পেরোবার চেষ্টা করে। সব কিছু অত সোজা নয়। না জীবন, না মৃত্যু, আর সৃষ্টি তো নয়ই। যেমন খুশি বাঁচা যায়, যেমন খুশি মরা যায়, কিন্তু যেমন খুশি লেখা যায় না। লেখার জন্য বাঁচতে হয় — লেখার জন্য মরতে হয় — লেখার জন্য — শুধু নিজের বলার কথাটুকু — বেদনাটুকু — স্থান-কাল-পাত্রের বিপুল পরিসরে ফেলে রেখে যাবার জন্য স্তরে-স্তরে ধীরে-ধীরে নির্মাণ করতে হয় কথামূর্তি। মাফ করবেন, ভগবান এর থেকে দ্রুত, এর থেকে অতিরিক্ত কিছু পছন্দ করেন না। কোনো কিছু করা মানে সেটা করা। নদীর উপর সেতু নির্মাণ করা মানে আসলে নদীর উপরে সেতু নির্মাণ করা। সাহিত্য রচনা করা মানে সাহিত্য রচনা করা। করা মানে না করা নয়।

শোনা যায়, রাস্তাঘাটে চলাফেরা
করার সময় সে প্যান্টের ভিতরে
গামছা পরত।

বিপ্লবকে আমি চিনি আরও একটু আগে থেকে। স্কটিশ থেকে। হায়ার সেকেন্ডারিতে আমার আগের ব্যাচ। আমাদের ডাফ হোস্টেলে একটা ছেলের ঘরে প্রায়ই আসত বিপ্লব। ছেলেটা অবাঙালি। শতশত ছেলেমেয়েরা উচ্চমাধ্যমিক পড়ত স্কটিশে। প্রেসিতে অনার্সের জন্য সামান্য সংখ্যক সিট। সেখানে স্কটিশ থেকে আসা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে বিপ্লবকেও পাওয়া গেল — এও বা কম কী। আর সর্বোপরি, এই মাস কয়েক আগে আমাদের বন্ধু চিরঞ্জীব সরকার আমাদেরকে জনে-জনে ফোন করে, যোগাযোগ করে কফি হাউসে একদিন ডেকে পাঠাল। বৃষ্টির দিনে উপস্থিতি ছিল নামমাত্র। অন্য টেবিলে বিপ্লবকেও দেখা গেল। স্বাভাবিক শুভাশিস (ভাদুড়ি) অস্বাভাবিক বিপ্লবের সঙ্গে বসে আছে। (পাগল!) একসময় শুভাশিস আমাদের টেবিলে এসে স্বাতী (চক্রবর্তী)-কে জানাল বিপ্লব তার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে। স্বাতী গেল। শেষে বেরোবার সময় স্বাতী, সোমা (রায়), আমি দেখলাম আমাদের প্রেসিডেন্সির পুরোনো বন্ধু বিপ্লব আমাদের সঙ্গেই আছে। অচ্যুত (মণ্ডল) ছিল বিপ্লবের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক। তারই স্বাভাবিক উত্তরাধিকার বহন করছে তার স্ত্রী (প্রাক্তন?) স্বাতী। আমার দায়িত্ব স্বাতীকে মেট্রোয় তুলে দেওয়া — ফলে স্বাতীর পিছু নিয়েছি আমি এবং স্বাতী-অচ্যুতের প্রতি চির-অচির ভালোবাসাবশত বিপ্লবও। একসময় দেখা গেল বৃষ্টি-ভেজা বইপাড়ার রাস্তায় একটা জঞ্জালের স্তূপের মধ্যে আধো আলোয় নিঃশব্দে কী যেন কুড়িয়ে নিল বিপ্লব। একটা পাঁচ টাকার নোট। স্বাতীর একটু বিহ্বল দশা। একসময় ডাকব্যাক-এর সামনে দাঁড়িয়ে স্মার্ট পুরুষের মতো সম্ভ্রমের সঙ্গে বাড়ি চলে যেতে বললাম বিপ্লবকে। মনে হল সম্মত হয়েছে। সম্মত তো হতেই হবে। কেননা পাগলই হও বা স্বাভাবিক, কোথাও না কোথাও তোমাকে সম্মত হতে হবে। মেনে নিতে হবে পৃথিবীর আপন গতি।

আমাদের অন্তর্গত শূন্যতাকে আমরাও চিনি বিপ্লব। এই শূন্যতাকে মূর্ত করতে আত্মহত্যা করা যায় না, পাগল হওয়া যায় না, এমনকী অসময়ে মরাও যায় না। ক্ষমা কোরো বিপ্লব। আমি এই জীবনধারাকে ভালোবাসি — শ্রদ্ধা করি। আমি ঘরের মধ্যে আছি। তোমার কাছেই আছি, তবু তোমাকে আমি সমর্থন করি না। দিশাহীনতায়

কোনো লজ্জা নেই বিপ্লব। কতশত দিশাহীন মানুষ সংসার মজিয়ে রেখেছে। তারাই তো সংখ্যাগুরু। তুমি খামোখাই নিজেকে সংখ্যালঘু মনে করলে। আমি তোমাকে করুণা করি না, কেননা তা অনুচিত। আমি বরং আপ্রাণ চেষ্টা করি আর একটু বাঁচতে — আর একটু।

বিপ্লব দীর্ঘজীবী না-হোক

বরুণ চট্টোপাধ্যায়

নীরেন চক্রবর্তীর 'অমলকান্তি' কবিতাটা বিপ্লবের নামে চালিয়ে দেওয়া যায় না। বিপ্লব না হতে চেয়েছিল রোদ্দুর, না কাজ করে অন্ধকার ছাপাখানায়। আজ বিপ্লব অপ্রাসঙ্গিক, অপ্রাসঙ্গিক আজ। অপ্রাসঙ্গিক, তবু বিপ্লব মরেনি। এই লেখার কাজ চলার সময় পর্যন্ত খবর আছে বিপ্লব বেঁচে। এটা কাজের কাজ করেছে বিপ্লব, কাজের কাজ করেছে *বোধশব্দ*। কারণ, যদি বিপ্লব মারা যেত, *বোধশব্দ* তাকে নিয়ে যাই করুক, বিপ্লব শহিদ হয়ে যেত, মোমবাতি জ্বলত কয়েকটা। নন্দন চত্বরে অধিকাংশই প্রত্যেকে নিজের নিজস্ব সংবাদদাতা। এই লেখার কাজ চলার সময় পর্যন্ত, খবরের দিব্যি, বিপ্লব বেঁচে।

SHE আর SEA। She মানে সে। She মানে যে কোনো এক মানবী। ফার্স্ট নয়, সেকেন্ড নয়, থার্ড পার্সন, সিঙ্গুলার নাম্বার। আর Sea মানে সমুদ্র। তফাৎ 'স' আর 'শ'-এ। এখানে কিন্তু বার্নার্ড শ-র Pygmalion বা My Fair Lady-র Rex Harrison বা ওগো বধূ সুন্দরী-র উত্তমকুমারের মতো উচ্চারণবাগীশ অধ্যাপক, টিনের তলোয়ার-এর বেণীমাধবের মতো উচ্চারণনিষ্ঠ নাট্যশিক্ষককে মনে পড়লে ভুল হবে। বিপ্লব তার মতো সঠিক উচ্চারণে দু-টি ধ্বনিকে ব্যবহার করছিল। ধ্বনিবিজ্ঞানের দিক থেকে 'স'-কে apico-dental এবং 'শ'-কে laminal palato-alveolor হিসাবে সঠিক বিবেচনা করেই 'Sea' এবং 'She' শব্দদুটো নিয়ে খেলা করছিল। এমন খেলা যা বাগর্থ নিয়ে বিচলিত তাত্ত্বিকেরা মেনে নেবেন না। কিন্তু তার মধ্যে সত্য ছিল। বিপ্লবের মতে Sea বা সমুদ্র, যেখানে অবগাহন করা যায় তা আসলে She বা নারী, যার মধ্যে পুরুষ প্রবিষ্ট হতে পারে। প্রসঙ্গত চলে গিয়েছিল সাংখ্যদর্শনের সক্রিয় প্রকৃতি ও নিষ্ক্রিয় পুরুষ প্রসঙ্গে। এখানে অগাধ জ্ঞানের অভিজ্ঞান খুঁজবেন না কেউ, খুঁজুন বিপ্লবকে।

যখন বিপ্লবকে দেখতাম, তার প্রায় সব বন্ধুই তার অনুরাগী, নেশাতুত অনুরাগী। একজন ছিল অরিন্দম। অরিন্দম বিপ্লবকে বলত, 'বিপ্লব, The Revolution'। বিপ্লবের সামনে বসে প্রচুর গাঁজা খাওয়ার পরও সুর থেকে না সরে অরিন্দম গাইত —

গ্রেনেড সরিয়ে রেখে
মানুষের হাতে দাও
সুরেলা ম্যান্ডোলিন
প্রতিটি মায়ের বুকে
প্রতিটি শিশু হোক
স্বপ্নে অমলিন।

আমার খটকা লাগত। বিপ্লব আর অরিন্দমের হাতে গ্রেনেড বা ম্যান্ডোলিন, কিছুই ছিল না। আর তারা দু-জনেই ছিল মানুষ। গানের বাকি অংশটা তারা কি বিশ্বাস নিয়ে গাইত? যেহেতু প্রতিটি মানুষই জীবনের একটা পর্বে মানবশিশু থাকে, বিপ্লব আর অরিন্দমও ছিল। তারা কি তাদের মায়ের কোলে অমলিন স্বপ্নে থাকেনি? থাক বা না-থাক, তাদের শৈশবকাল কতটুকু মনে আছে তাদের? নাকি সবটাই এক বিগত সম্ভাব্যতার বিশ্লেষণ? যখন argument সাজাচ্ছি তখনই মনে হচ্ছে argument-এর linear, two dimensional co-ordinate-এ বিপ্লব-বিচার সম্ভব কিনা। আর বিচারই বা কেন? বিপ্লব কি অপরাধী, কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে, ছিল কোনোদিন দাঁড়িয়ে কাঠগড়ায়? আসল প্রশ্নটাই হল, কোথায় দাঁড়িয়ে ছিল বিপ্লব? বিপ্লব এমন একটা প্রসঙ্গ যেখানে সব উত্তরই দিতে হবে প্রশ্ন দিয়ে। উপায় নেই তাছাড়া।

চিহ্নিতকরণের রাজনীতি দিয়ে বিপ্লবীকে [illegible] 'বিপ্লবী' শব্দটা কিন্তু বিপ্লবের 'কবিনী' [illegible] কয়েকজন গোপন বা প্রচ্ছন্ন বিপ্লবীকে দেখেছি। [illegible] জ্যামিতি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়। তাদের প্রত্যেকের [illegible] সফল বাহুর জন্য বলিপ্রদত্ত। তারা বিপ্লবের [illegible] ভালোবাসত, সেগমেন্টেড।

যেমন, তখনকার এক কিশোরী, অধুনা বেশ [illegible] এড়াত, তাকে ধরা যেত না। বিপ্লবের চোখে [illegible] 'আমার সোনার হরিণ চাই'-এর বদলে 'না চাহিলে [illegible]

বিপ্লবের কবিতা আমি পড়িনি। পড়বও না হয়তো [illegible] আমার তেমন কবিতা পড়ার অভ্যাস নেই। এটা একটা [illegible] যা পরিকল্পনা শুনেছি, তাতে কমপ্লিমেন্টারি কপি পাওয়ার [illegible] জানি না, সম্পাদক ধীরে-ধীরে বেশ স্যায়না হচ্ছেন!) [illegible]

কোথায় দাঁড়িয়ে ছিল বিপ্লব? বিপ্লব এমন একটা প্রসঙ্গ যেখানে সব উত্তরই দিতে হবে প্রশ্ন দিয়ে

বিপ্লবের একটাই গদ্য পড়েছি। প্রেসিডেন্সি কলেজের [illegible] হয়েছিল। সেটা হয়তো *বোধশব্দ*-য় ছাপাও হবে। এই [illegible] বিপ্লবকে অন্যরকম চোখ, অন্য আলো ইত্যাদিতে [illegible] বললে বাড়াবাড়ি হবে। তবে লেখাটা পড়তে বাধ্য হয়েছিলাম। [illegible] এর শ্লোক উদ্ধৃত দেখে ভয় হয়েছিল, তাহলে কি বিপ্লব [illegible] তবে প্রায়ই দেখতাম বিপ্লব পাণ্ডুলিপি নিয়ে খুব ধীর [illegible] সম্পাদক তাকে বোঝাবার চেষ্টা করছে লেখাটা নিয়ে [illegible] না, কিন্তু কম্পোজিটার বেশ ঝামেলায় পড়বে। বিপ্লব তবু [illegible] অথবা ঠিক বিনয় নয়, এক ধরণের উপেক্ষার আভিজাত্য [illegible] — লেখাটা প্রকাশিত হওয়া উচিত। লেখা প্রেসে গেল। [illegible] সামলেছিলেন, তা তিনিই জানেন। লেখার প্রুফ বিপ্লবের [illegible] ধ্যানমূর্তি। করিডরের লাগোয়া প্রেমোপযোগী আর্চের [illegible] পড়েছে বিপ্লব। এক হাঁটুতে পাণ্ডুলিপি, আর-একটাতে [illegible] ভরা দুটো কলম। কোনো দৃষ্টিহীন মানুষ যেমন করে [illegible] আঙুলের স্পর্শ দিয়ে, তেমন করে প্রুফ দেখছে বিপ্লব। কিন্তু [illegible] পাণ্ডুলিপি। লেখাটা পড়লেই বোঝা যাবে, এর পাণ্ডুলিপির [illegible] থাকতে বাধ্য। কিন্তু মুদ্রণপ্রমাদে বিপ্লবের তেমন নজর নেই, [illegible] আর-একটা পাণ্ডুলিপি। তার পাণ্ডুলিপি থেকে ছাপতে [illegible] সেই ভুলগুলো পাণ্ডুলিপিতে incorporate করছে বিপ্লব। [illegible] তার একটা কথোপকথন হয়েছিল, আমার সঙ্গে একান্তে [illegible] যারা সে-সময় আমায় চিনত তারা জানে, আমি তো [illegible] আর আমাকে এক ফ্রেমে আনা যায় না। আমি ভালো [illegible] ভালোভাবে প্রেম করতে কলেজে যেতাম। দুটোই [illegible] দুটোতেই আংশিক সফলতা ছিল। সিগারেট, বিড়ি [illegible] উল্লেখযোগ্য ধারাবাহিকতা বা প্রশ্রয় ছিল না। বিপ্লব কেমন, [illegible] পক্ষে সম্ভব নয়, কিন্তু আমি বিপ্লবের দলে ছিলাম না, [illegible] থাকতে চাই না। তবু আমার সঙ্গে তার সেই একমাত্র [illegible] স্মৃতিতে আছে, লেখা থাক :

আমি আমার প্রেমিকার সঙ্গে হেঁটে যাচ্ছি। পিছন থেকে দেখছি প্রুফ দেখছে বিপ্লব। কী দেখছে এবং কী করছে তা তো আগেই বলেছি।

ব : প্রুফ দেখতে গিয়ে লেখাটাকে বদলে দিচ্ছেন?

বি : প্রুফটা লেখারই একটা অংশ, লেখা থেকেই প্রুফ-এর জন্ম।

ব : কিন্তু এটা তো আরেকটা নতুন পাণ্ডুলিপি লেখা হচ্ছে বা নতুন লেখার পাণ্ডুলিপি হয়ে যাচ্ছে।

বি : ঠিক। হয়ে যাচ্ছে। becoming।

ব : এটা তো একটা never-ending process!

বি : কোনো লেখাই কখনো শেষ হয় না।

ব : পত্রিকায় কি শেষ পর্যন্ত লেখাটা বেরোবে? বা লেখাটা বেরোলে কি পত্রিকাটা সময়মতো বেরোবে?

বি : সেটা তো একটা অন্য সমস্যা। ওই being and becoming-টাই আসল।

লেখাটা বেরিয়েছিল। পত্রিকাও বেরিয়েছিল মোটামুটি ঠিক সময়ে। বিপ্লব-প্রসঙ্গ সেই লেখারই শেষ অনুচ্ছেদ দিয়ে শেষ করা ভালো —

কেননা তিনি বাঁচিলে আমাদিগের সামাজিক সবুজ বিপর্যস্ত হইয়া পড়িবেক। তিনি অস্তিমান হইলে মেইনস্ট্রীমের মেষের শৃঙ্খলায় আইসে বিকল্প অ্যানার্কির ঢেউ না অ্যাটাক। তিনি তাঁর দু হস্ত প্রসারণে দ্যাখান সমগ্র আকাশ তাঁর মাইল মাইল জোড়া দু চোখে ধূসর। তাঁকে ভয় পাই। দোদুল্যমান শ্রেণীর চশমায় যেহেতু ছবি তাঁর নাই। তিনি খোদারও খোদা আর খোজারও খোঁজা। আমাদের খোজা খোদারাও তাঁকে ভয় পান। তিনি পরম নাস্তিক। তবু দু বুক জোড়া অ্যাতোটা ভালোবাসা পেলেন কোথায়। এসো গবেষণাগারে। তাঁকে শহীদ বানাই। তিনি বাঁচিলে লোকসান। যুদ্ধে। প্রেমে। মৃতাশায়।

বিপ্লব ও রাজমোহন

অভীক মজুমদার

আত্মপক্ষ

প্রথমে একটু নামকরণের তাৎপর্য! সর্বার্থেই; কারণ অজুহাত — যেভাবেই দেখা হোক না কেন, আমার নশ্বর অস্তিত্ব বিপ্লব থেকে বেশ অনেকটা দূরে আজও বসে আছে...। চলে গেছে দিন অর্থাৎ যৌবনবেলা তবু আলো মানে স্মৃতি রয়ে গেছে। কিশোর, কুমার। গোড়াতেই খোলসা করে বলি। বিপ্লব অর্থাৎ এক্ষেত্রে বিপ্লব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যাপন, চারিত্র্য বা জীবনবীক্ষায় আমার সামান্যতম মিল খুঁজে পাওয়া শক্ত। বয়ঃসন্ধি থেকে তারুণ্যে উপনয়নকালে বিপ্লবের সঙ্গে আমার একপ্রকার সমবেত-চর্যাচর্য-বিনিময় ঘটেছিল। এইমাত্র। তাকে পুঁজি করে আত্মজৈবনিক আলাপ-ঝালা কতদূর সংগত, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। অপ্রশংসার উদ্‌বেগ কমাতে বলি, সবই সুস্নাতর ইচ্ছা।

মোদ্দা কথাটা হল, আটের দশকের মাঝামাঝি। বিষয়টাকে এভাবেও দেখা যায়। বিপ্লব আমার বাড়িতে এসেছিল প্রবীরের সূত্রে, যদিও আমার বাল্যবন্ধু পমপম ওরফে অভিজিৎ বসু (ইদানীং বছরখানেক আমার ভগ্নীপতি) তার আগেই বিপ্লব বিষয়ে সাতকাহন আমাকে শুনিয়ে রেখেছিল, একদিন হেদোয় কিঞ্চিৎ আড্ডাও হয়েছিল তজ্জনিত আলাপে। ঠিকানা লেখা ডায়েরিটা এখনো আছে। সেখানে ছিদাম মুদি লেনের বাড়ির নম্বর, তলায় লেখা, 'Calcutta-Seeks' — ফলে ওকে নজর না করে উপায় ছিল না।

কলেজস্ট্রিটের ভেরেন্ডা

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ২৪০ নম্বর বাস কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পেরোলেই একটি ছেলে বুড়োদার চায়ের দোকানের বেঞ্চির দিকে একপলক তাকিয়ে আবহাওয়ার পূর্বাভাস আঁচ করে টুক্ করে নেমে পড়ত। হেয়ার-হিন্দুতে প্রাইমারি-হায়ার সেকেন্ডারি করে সেই কলকাতা ১২ থেকে কলকাতা ৩২ সফরে সে একটু আনমনা থাকত। ওই মরূদ্যানটি চমৎকার দেখাত ফেরার পথে। বোঝাই যাচ্ছে, সে মক্কেল আমি। তো, ওখানে বেশ কয়েকশো ঘন্টা! অচ্যুতবিপ্লব তন্ময়ব্রাত্য রজতনারায়ণগৌতম ঋজুপ্রবীর বিশ্বজিৎশমীন্দ্র... একেক সন্ধ্যায় তখন মনে হত ওই খুপরি থেকে উচ্চারিত হচ্ছে অগণন তোপধ্বনি, দুনিয়া কাঁপানো বসন্তের বজ্রনির্ঘোষ।

হায় রে যৌবন! সেই মশাবাহিত [ভাগ্যিস তখনো আসেনি ('তোমারি হউক জয়') ডেঙ্গুবিকাশ পরিকল্পনা...], লম্ফশোভিত বেঞ্চিতে অবশ্য গান গেয়ে যেতেন কোনোদিন দীপক মজুমদার, কোনোদিন গৌতম চট্টোপাধ্যায়। উলটোদিকে রাজকীয় বোলচালে ডেকে উঠছে ক্ষণে-ক্ষণে 'কাগজের বাঘ'। মনে হত, অষ্টআশি থেকে বিশ বছর পেছিয়ে ফ্রান্সের বায়ু বহে পূর্ব সমুদ্র হতে...। বিপ্লব সেখানে যেত। চার্বাক বা অ্যানার্কিস্ট আন্দোলন বিষয়ে কথা বলত। দর্শনের ছাত্র তখন সে। আমার বাড়িতে সেই সূত্রে এসেছিল কিছু বইয়ের সন্ধানে।

মুশকিল হল, স্মৃতিগুলো ছেঁড়া-ছেঁড়া। এলোমেলো। জোড়া শক্ত, এ তো বাগান বা মন্দির, নিদেন গির্জা নয়। তারপর বিপ্লব এম এ পড়তে গেল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে, ইংরেজি বিভাগে, তখন লবি-ক্যান্টিনে একটু বেশি মোলাকাত। কিন্তু, তদ্দিনে তোমার পথের থেকে বহুদূরে গেছে বেঁকে, গেছে বেঁকে আমার সড়ক! ওর মুখে ইংরেজি বিভাগে মৌখিক প্রবেশিকা পরীক্ষার একটা বিবরণ পেয়েছিলাম। পরে জানতে পারি, সুপ্রিয়াদি (ড. সুপ্রিয়া চৌধুরী) ওর উত্তরে বিশেষ প্রীত হন। ফলে এবার দাক্ষিণাত্যে বিপ্লব।

এ সময় স্বভাবসিদ্ধ কাণ্ডকারখানা ঘটাতে থাকে বিপ্লব, জুটে যায় বেশ কিছু বন্ধু, অনুরাগী, চেলা। এ সময় লবির সামনের দেয়ালে (সেসবের চিহ্ন এখন নেই, 'উন্নয়ন' নামক বীভৎস মজার কল্যাণে!) বিপ্লব সাদা রং দিয়ে একটি বাক্য লিখে রাখে, দীর্ঘদিন ছিল সেটা — আমার জীবনে দেখা বিষয়-আঙ্গিক সমন্বয়ের সেরার সেরা দৃষ্টান্ত। 'The days of grammer has went' — তলায় লেখা, 'চল ভাসি সবকিছু ছাইড়া'।

আমি বা আমরা, যারা রাজমোহন-গোত্রের, একটু দূর থেকে বিপ্লবযাপন দেখে সামান্য শিহরিত হতাম তারাও বিপ্লবের লেখালেখির আগুনবাক্যে সম্মতি জানিয়েছি। যদিও কবুল করা ভালো, ও ভাষা অন্তত আমার নয়, ওই ফর্ম আমার নয়, আমার বাঁচার মধ্যে ওরকম অভিব্যক্তি নেই। যখন বিপ্লব সর্বত্র নিজের নাম হিসেবে প্রচার করত, 'অবিপ্লব নামুখোপাধ্যায়' — তখনও একটু থমকে বুঝতে চেয়েছি ওর অভিপ্রায়, কিন্তু দূরত্ব বজায় রেখেছি। আমার রাজমোহন-সত্তা টের পেয়েই কিনা কে-জানে, একদিন লবিতে আমার বাগ্‌দত্তাকে বঙ্কিমী দৃষ্টিতে সমঝে নিতে চেয়েছিল বিপ্লব। বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নিতে উদ্যত হবার মুহূর্তে আমি সেখানে পৌঁছই এবং 'অনিচ্ছুক' মহিলার ('কৃষক' হলেও একই অবস্থান) কাতরোক্তি শুনে বিপ্লবকে ঠেঙাতে কসুর করিনি।

সে সময়েই বিপ্লবের দেখা হয় কর্ণালির সঙ্গে। যাদবপুরের এই ছাত্রীটি দীর্ঘদিন বিপ্লবকে সামলানোর কঠিন 'পবিত্র' কাজে নিজেকে নিয়োগ করেছিল। সে এখনো বেঁচে আছে কিনা, তা শুদ্ধ সম্ভবত বিপ্লব জানে না। অরিন্দম, সস্ত্রীক সৌমিত্রকে নিয়ে বিপ্লবের 'কমিউন'-এর ঘটনা এর আগেই ঘটে গেছে। বিপ্লবের লেখালেখি সম্পর্কে আমার মন্তব্য অবশ্য ওকে খুব গৌরবমণ্ডিত করে তুলবে না। সমাজসময়কে ওর ন্যায্য এবং দক্ষ সাহিত্যিক আক্রমণ প্রায়শই সাময়িক উত্তেজনা সৃষ্টির লোভে লক্ষ্যভ্রষ্ট হত বলে মনে হয়। দ্বিতীয়ত, একসময়ের ছাত্র ফেডারেশনের (SFI) একনিষ্ঠ কর্মী বিপ্লব সারাজীবন সমাজ তার শূন্যতার সাদৃশ্য-ফারাকের জাঁতাকলে নিজেকে পিষে গেল। লেখাতেও। অন্তত, এখনো সেরকমই ভাবছি।

একদা একটি প্রবন্ধে বিপ্লবের *গৃহযুদ্ধ* বইটির তুলনায় টেনে এনেছিলাম বাসুদেব দাশগুপ্ত আর সুবিমল মিশ্রের লেখালেখিকে। সে বছর তেরো-চোদ্দ আগের ঘটনা। আজ মনে হয় বাসুদেব বা সুবিমল যেখানে অমোঘ, বিপ্লব প্রায়শই সেখানে বয়ঃসন্ধিজাত উত্তেজনা-শিকারী। এছাড়া নামপতনের ব্যগ্রতায় সারস্বত আর চটজলদি যশোলিপ্সু। নইলে অসম্ভব সব সম্ভাবনাময় লেখাকে এভাবে ঝোলাত না। রাজমোহনীয় এসব বিশ্লেষণে অবশ্য ওর খুব কিছু আসে যায় না। জেনেই লিখছি।

নিঃশব্দ বিপ্লব

পরবর্তী বিপ্লব প্রায় অতিকথা কিংবা চলমান অশরীরী ধরণের। একসময় ওর বাড়িতে পমপমের সঙ্গে গিয়েছিলাম চিকিৎসার বান্ধব-উদ্যোগে সামিল হতে। মাথায় কেন জানি না ঘুরঘুর করছিল বিপ্লবেরই একটা সুভাষ-মুখো পঙ্‌ক্তি —'যার লড়ার কথা / বেআইনি মাদকেই জীবন'...

হঠাৎ-হঠাৎ অন্ধকার ফুঁড়ে উঠে আসত বিপ্লব, টাকা চাইত। কোনো কথা বলত না। যেন বিজলি-উজ্জ্বল বৈঠকখানা-আড্ডায় যারা ওর মৃত্যুসংবাদ বারংবার রটাত তাদের মিথ্যুক প্রমাণ করতে। অচ্যুত একবার বলেছিল, টাকা দেওয়াটা ওর ক্ষতিকে বাড়ানো, কেননা নেশায় মদত করা। সেই থেকে থামাই। পমপম ওকে সেন্ট্রাল স্কুলের এইটের ছাত্র হিসেবে চেনে। ফলে, ও ছিল অকুতোভয়। ইদানীং বিপ্লব সামান্য কথা বলে, শুনেছি।

গৃহযুদ্ধ বইয়ের গোড়ায় বিপ্লব লিখে দিয়েছিল, 'নাচো চণ্ডাল / অভীক মজুমদার'। আজ বুঝতে পারি না, ঠাট্টা না বিদ্রূপ না সরলবাক্য নাকি অভিপ্রায়মূলক...

নেশা সম্পর্কে প্রাতঃস্মরণীয় উক্তি বলে, প্রথমে ঝিম হয়ে যাবে, তারপর বোম্ হয়ে যাবে, তারপর ভোঁ হয়ে যাবে শেষে না হয়ে যাবে। বিপ্লবের মতো একটি প্রতিষ্ঠান বিরোধিতায় সৎ আর একনিষ্ঠ ছেলে ক্রমে না হয়ে গেল। এটাই আফশোস। হয়তো প্রত্যাখ্যানের সোপান বেয়ে নীচে নামার ভারসাম্য রক্ষা করা, উচ্চাকাঙ্ক্ষার মই বেয়ে কনুইসর্বস্ব আরোহীর তুলনায় ঢের-ঢের কঠিন। আজকের বিপ্লব, অভিপ্রেত শ্লেষোক্তিসহ, অতীতের তুলনায় অনেক নিষ্প্রভ, নীরক্ত, নিঃসম্বল। এই সন্তাপ রাজমোহনসুলভ হলেও আমি নিরুপায়।

বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক।

বিষয়-আঙ্গিক সমন্বয়ের
সেরার সেরা দৃষ্টান্ত।
'The days of grammer has went'

....

শুধু হাসিখেলা এ কি আর ভালো লাগে
(এ অংশটি পাঠক আগেভাগেও পড়ে নিতে পারেন)

সিরিয়াস একটা প্রশ্ন বরং বিপ্লবের লেখালেখির সূত্রে মনে উঁকিঝুঁকি মারে। পরাবাস্তববাদীরা মাদক সেবনের মাধ্যমে লেখালেখিতে বাঙ্ময় করে তুলতে চাইতেন অবচেতন বা অচেতনের নানা রহস্যাবৃত কন্দর। 'শব্দকে ভেতর থেকে ফাটিয়ে দিয়ে' তাঁরা লেখায় উন্মুক্ত করে দিতে চাইতেন সমাজদীক্ষিত, ক্ষমতাশিক্ষিত, প্রতিষ্ঠানলালিত মনের আওতাবহির্ভূত বিশুদ্ধ সত্তাজিজ্ঞাসাকে। মাদক সেই প্রক্রিয়ার প্রধান উপকরণ। বাংলা লেখালেখির ক্ষেত্রে কয়েকজন অতিপ্রতিভাবান স্রষ্টা ঘোষিতভাবে এই নিরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। বিপ্লব তাঁদের সাম্প্রতিক উত্তরসূরি। মজার বিষয় হল, রূপকল্প বা নকশার বহিরঙ্গে এদের উচ্চারণের মধ্যে একটা সাদৃশ্য রয়েছে।

১

...সিস্টার তোমার ডিউটি শেষ ফিরে এসো
ব্যর্থ বুকে হাত দিয়ে নাড়াচাড়া এইভাবে কে বান্ধব আছে
ফিরে এসো ডায়লেকটিক দর্শন যৌনকাম প্রস্তাব
মাতাপিতা — কুস্থানে হাত রেখে ধর্মস্বপ্ন অভিযান
ফিরে এসো সমাসীন গুহ্যে সময় রক্তপাতের স্থান
নাড়ীকাটার পর থেকে একা
কুষ্ঠ-আক্রান্ত-আত্মা পিঠ ও পাছার ওপর শুয়ে থেকে
ফিরে এসো মানুষের স্থান নির্বাচন...

নামহীন মন্ত্র পরম্পরা, শৈলেশ্বর ঘোষ

২

...মাথার ভেতর কীসব হচ্ছে এসব শুধু স্মৃতি এসে
করে গ্রাস উন্মাদ এই বর্ণমালা তখনি সহসা
ছুরি হয়ে ওঠে তাবৎ অতীত আর ধারালো ছুরির
ওপর দিয়ে জীবনের হাঁটা দেখে থ মেরে যায় হঠযোগী...

কালো দিব্যতা, ফালগুনী রায়

৩

...হায়রে প্রজাতি! বোবা শূন্যতার গর্ভে সমলোষ্ট্রাশ্মঅস্তিত্ব
মোহগ্রস্ত পণ্যের নৈঃসঙ্গে তার দূরত্বের আমির বিগ্রহ
তবু বেঁচে থাক মানে বাগীশ্বরী বাস্তবের গোষ্ঠীচেতনায় ভ্রূণলিপ্ত
সংকেতের স্রোতে ভাসে জ্বলন্ত উপল : এই অস্তিত্বের সংজ্ঞাই বিদ্রোহ
মর-অস্তিত্বের সংজ্ঞাই বিদ্রোহ...

চুল্লির প্রহর, অনন্য রায়

৪

...কেউই যেখানে কাউকে নিজের সম্পত্তি ভাবছে না, তোমাদের সন্তান, ট্যাঁট্যা বা ট্যাবুলা রাসা, যাই বলো না ক্যানো, তারও আগমনে উল্লাস পাওনা, গলার মধ্যে এ্যাকঝাঁক মরুভূমি, হাসতে পারছো না সমাজনাতিদের উদোম প্যাঁদানির ভয়ে, কথা বলতে পারছো না অশিক্ষিত প্রশ্নমালার মোনোটোনাস ছোবলের ভয়ে, ভালোবাসতে পারছো না, ভালোবাসতে পারছো না। রাগ দুঃখু ঘেন্নায় শুধু জেগে থাকে ক্ষুৎকাতর উদ্বাস্তুর দলা দলা থুতু।

চটি ভাঈরাস, বিপ্লব মুখোপাধ্যায়

হয়তো দৃষ্টান্ত আরো অনেকগুণ বাড়ানো যায়। এমনকী এই আলোচনা সম্প্রসারিত করা চলে ব্রের্তঁ, আর্তো, বারোজ, কার্লোস উইলিয়মস, গিন্‌স্‌বার্গ, করসো প্রমুখ অনেকানেকের উচ্চারণের পরিধিতে। মূল প্রশ্নটা থেকেই যায়। মাদকের প্রভাবে, 'অযুক্তি'-প্রধান ভাষাবিন্যাসের সমীপতা কি দেশ, কাল, সংস্কৃতি, ইতিহাস বিবর্জিত? চিত্রকলা সংগীত বা দৃশ্যরূপাত্মক অন্যান্য অভিব্যক্তির ক্ষেত্রেও কি একথা প্রযোজ্য? মনস্তত্ত্ব, ভাষাকাঠামো এবং বিমূর্ততা কীভাবে বাহ্যিক সেবনপ্রভাবে স্নায়ব অভিব্যক্তি গড়ে তোলে, তার গূঢ় ব্যাখ্যা কতদূর সম্ভব? 'হ্যামলেট' অনুষঙ্গে, আছে কি কোনো 'method in madness'?

মনীষীসংকুল বঙ্গভুবনে নিশ্চয়ই এসব প্রশ্নের উত্তর অচিরেই মিলবে।

অ-ঘোর বিপ্লবী

সৌম্যসুন্দর মুখোপাধ্যায়

সে ছিল এক বড়ো বেয়াড়া লোক। চক্ষুষ্মান অথচ রুগ্ন দেহের অধিকারী। আমাদের তখন রাজা খোঁজার জ্বর আসত রোজ। একদিন দুপুরবেলায় ঘুপচি ঘরের ভিড়ে সভা চলছে। মন্ত্রী, কোটাল, সেনাপতি, বিদূষক, অপ্সরা, পাত্র-মিত্র, অমাত্য এমনকী রানিমারাও সেখানে আছে। আমরা তখন অত-শত কী ছাই বুঝি! লাজুক-ফাজিল ছানাপোনার দল। আমাদের শুধু একটা রাজা চাই। সে যাই হোক রাজ্যের ভেতর সেই রাজসভায় ঢুকে বোকার মতো বলেই ফেললাম, আচ্ছা বাপু, তোমাদের মধ্যে রাজাটি কে? যেমনি বলা, তেমনি সভায় ভারী গোল বাঁধলো দু-জনের মধ্যে — একজন চটপটে, খাটো, গালে দাড়ি, চোখে চশমা; আরেকজন দীর্ঘকায়, শীর্ণ, লম্বা চুল, নাক ও বাঁ ভ্রূ কাটা। এ দু-জনেই সমান তালে নিজেদের রাজা বলে দাবি করে, আর হাসে। আমরা তো বেশ বেকায়দায়, দু-জনের দিকেই তাকাই; মিটিমিটি করে চাই। কেন জানি না, ছোটোবেলা থেকেই জেনে এসেছি, রাজারা যুদ্ধ করে, তাই বোধহয় মনে হল যুদ্ধে আহত ওই লম্বা, তীক্ষ্ণ-নাসা মানুষটিই তাহলে রাজা। হয়তো তুলনায় পরিপাটি ছোটো-খাটো এই মানুষটাও ততক্ষণে আসল রাজা হওয়ার অনেক

প্রমাণই দাখিল করে বসে আছে। তার ওপর ওর দাপট, অন্যান্য সভাসদদের বাহবা আর দু-একজনের (রাজা হতে না পারার) দীর্ঘশ্বাস শেষমেষ বুঝিয়েই ছাড়ল — হ্যাঁ, এই ছোটোটিই রাজা, আসল রাজা! তাহলে আহত দীর্ঘকায় ও কে?

রাজ-ভাষা

রাজার সামনে যে নিজেকে রাজা বলে দাবি করে, সে কম বয়সীদের কাছে একটা অস্পষ্ট জায়গা করেই নেয়! আহত রাজা তেমনই একটা জায়গা আমাদের কাছে করে নিয়েছিলেন। তারপর যেমন হয়! রাজসভায় তো আর সকলের সঙ্গেই রোজ-রোজ দেখা হয় না। দলাদলি, কোঁদল, আকচা-আকচি এসবের জন্যেও কখনও-কখনও রাজসভার বাইরেও পথেঘাটে অনেক কাজ থাকে, সভার ঠাঁই বদলায়, সভা বন্ধ হয়। কেউ-কেউ রাজসভা ছাড়ে। আহত রাজার কিন্তু এসব কিছুই হয়নি। তবু আহত রাজা আর আসেন না! শোনা যায়, কোনও এক রানিমার সেবায় রোগব্যাধি সারিয়ে তিনি এখন দূর দেশে বাণিজ্য করতে যান। কিন্তু আহত রাজা যেমন সত্যিকারের রাজা ছিলেন না, ঠিক তেমনই তার সঙ্গীও সত্যিকারের রানিমা ছিলেন না। দু-জনেরই মনে হল ঠকে যাচ্ছে বা যেকোনও একজনের কিছু একটা হল। তখন আবার এদিকেও আর রাজ্যের সেই শ্রী নেই, রাজসভা ছত্রভঙ্গ। নিঃসঙ্গ আসল রাজার কাছে গুপ্তচর খবর নিয়ে এল আহত রাজা এখন ভিক্ষা করেন! ততদিনে সেইসব কচিকাঁচাদেরও বয়স হয়েছে, যারা একসময় জ্বর গায়ে রাজার খোঁজ করত, তাদেরই কেউ-কেউ আহত রাজাকে অনুসরণ করতে না পেরে; আসল রাজার সাথেই থেকে গিয়েছিল। যদিও তারাও একে-একে জেনেছে আহত রাজারও একটা নিজস্ব গেরিলা বাহিনী ছিল। সেই বাহিনীর কেউ-কেউ শীতে ময়দানের মোচ্ছবের সময় আহত রাজার বাণী শিরোস্ত্রাণে লিখে ঘুরে বেড়াত। তারাই বা সব গেল কোথায়? আর আহত রাজার নীরব সমর্থনে ছিল যারা, তাদের টিকিটিও তখন আর খুঁজে পাওয়া যায় না! এদিকে আসল রাজা স্থির থাকতে না পেরে জরুরি সভা ডাকলেন। গাঁয়ে, গঞ্জে, নগরে দামামা পিটিয়ে সবাইকে ঝেঁটিয়ে জড়ো করা হল। ভাইসব আমাদের আহত রাজা এখন আর চারুকলার রসাস্বাদন করেন না, দূর দেশে বাণিজ্যে যান না, তিনি আজ স্রেফ এক পথের ভিখিরি! এই দুর্দিনে আমাদের উচিত তাঁকে সুস্থ-স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা করা! উপস্থিত সকলেই আসল রাজার কথা শুনে মাথা নাড়ে — 'হক কথা'। ভিড়ের মধ্যে একজন ইতস্তত করে বলে — 'কিন্তু আহত রাজার ভাষা বরাবরই ভিন্নতর! আর শুনেছি আজকাল তিনি আরও দুর্বোধ্য এক সাঙ্কেতিক ভাষা রপ্ত করেছেন। সেসব আমরা না বুঝে কী করে তাঁর দুঃখ-কষ্টের সমাধান করব! তার চেয়ে বরং আপনি নিজে একটা চেষ্টা করে দেখুন, আমরা সঙ্গে আছি।' — এই প্রস্তাবে সকলে সম্মত হল। পরদিন সকালে আসল রাজা এক মোসায়েবকে নিয়ে পাড়ি দিলেন আহত রাজার রাজ্যে!

রাজ-প্রকোষ্ঠ

নগরের উত্তরাভিমুখে তিনি থাকতেন। সেখানে যখন তারা পৌঁছল — সেপাই, সান্ত্রি, রক্ষী কারও বোধহয় ঘুম ভাঙেনি! কেননা দ্বার ছিল ফাঁকা। তবে দেখে মনে হচ্ছিল আহত রাজার দুরবস্থায় সবাই হয়তো কাজ ছেড়ে চলে গিয়েছে। এক সঙ্কীর্ণ গুহাপথে মাথা নিচু করে তারা গিয়ে পৌঁছল রাজবাটির সামনে। আসল রাজা এখানে আগেও এসেছেন। তাই তিনি জীর্ণ চেনা সিঁড়ি বেয়ে সাবধানে ওপরে উঠতে শুরু করলেন। সামনে স্যাঁতসেঁতে দুটো বন্ধ দরজা। আচমকা বাঁ দিকের অংশ থেকে আহত রাজার বৃদ্ধ পিতাকে বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। তিনি আসল রাজাকে চিনতেন। দু-দণ্ড স্থির হয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখলেন। তারপর হতাশ হয়ে মাথা নাড়লেন, আহত রাজা কিছু করেন না, খান না। খালি চুপ করে ঘরের ভেতর শুয়ে থাকেন। এমনকী রাজ-ভ্রাতার হাতে গতরাত্রেই তাঁর পর্যুদস্ত হওয়ার খবরও পাওয়া গেল। এইসব কথা শেষে তিনি সঠিক দরজার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন। মলিন পালঙ্ক। পালঙ্ক জুড়ে বহুবিধ সামগ্রী আগলে আহত রাজা শুয়ে। কোথায় সেই খ্রিস্টীয় চুল! পাকা রঙের দেহ! ক্ষয় গোগ্রাসে ভোগ করছে এমন একজন মানুষ উঠে বসল যেন! তাঁর মাথার শিয়রে সার দিয়ে সাজানো অজস্র দেশলাই বাক্স। কিন্তু সেখানে একটিও কাঠি নেই। অথচ তা ফাঁকাও নয়। কে যেন নিপুন হাতে খুদে চকচকে গাঁজার বিচি দিয়ে খোলগুলো সাজিয়েছে। এমনই সাজানোর নিষ্ঠা ও নৈপুন্য যে একটি বাড়তি বীজ ভরতে গেলেই খোল উপচে পড়বে বা বাক্স ফুলে উঠবে! এছাড়া খাটের আনাচে-কানাচে ছড়ানো রয়েছে রকমারি ছোটো-বড়ো খেলনা-বন্দুক ও পা-ভাঙা ঘোড়ার দল। আহত রাজা এদের সঙ্গেই খেলা করেন। তাঁর খেলনার মধ্যে থেকে দু-একটা হাতে তুলে নিয়ে হাসেন উদাস আত্মজ্ঞানীর হাসি। এটুকু বাদে যারা ঘর জুড়ে চোখ মটকে দাঁড়িয়ে কিংবা পড়ে রয়েছে, যাদের সঙ্গে আহত রাজার অনুধাবনযোগ্য ব্যবধান তৈরি হয়েছে; তাদেরকে আমরা বলি বই। তাকের এখানে-ওখানে বিস্তর ফাঁকফোকর দেখে বোঝা যাচ্ছিল ব্যয়ভার সামলাতে ওদের ওপর কোপ পড়তে শুরু করেছে। তাও যা ছিল! প্রথম অনূদিত বেদের খণ্ডগুলো বইপাড়া হয়ে এতদিনে কার তাকে কে যে জানে? — অবশেষে ওরা দু-জন পূর্ব-পরিকল্পনা মতো আহত রাজাকে সেখান থেকে বের করে নিয়ে, নগরের মধ্যস্থলে রাজধানীর উদ্দেশে রওনা দিল!

বিদায়

রাজ্যের সকলের সে কী সর্বনাশ! পানশালায়, শিক্ষায়তনে, নাটমঞ্চে, সাংস্কৃতিক চবুতরায় চেনা-অচেনার ভিড়ের পাশে এক দুর্বল মাংসপিণ্ডের বেশে রোজ তার দেখা মেলে। সে কাউকে বিরক্ত করে না! কারও কথায় নাক গলায় না! চেনা কাউকে ডেকে জিজ্ঞেস করে না, আমার চোখে পড়ার মতো কোনও উন্নতি হল না বলেই কি মাসোহারাটা বন্ধ হয়ে গেল? সে কানা-কড়ি ভিক্ষে পেলে ও, না পেলেও আশ্চর্য রকম নিস্পন্দ ও বিনয়ী। সর্বোপরি সে তার উদ্দেশ্যে অনড়, কেননা শত চেষ্টা করেও কেউ তার সঙ্গে একরত্তি ভাষাগত ভাব কিংবা অসদ্ভাব কিছুই টিকিয়ে রাখতে পারেনি! রাজ্যবাসী তাকে বর্জন করতে গিয়ে দেখেছে, সে-ই সকলকে পরিত্যাগ করে বসে আছে। একমাত্র মৃত্যুর সঙ্গে তুলনীয় তাঁর উপস্থিতি যা অসংলগ্ন, অনিশ্চয় ও ভাষাহীন! গঠন-কৌশলগতভাবে পৃথক এবং স্বয়ংক্রিয় ভাষাকে অবলম্বন করে যে মানুষ নিজের আত্মপরিচয় তৈরি করেছিল, সে হেলায় স্বেচ্ছায় হাত আর মুখ থেকে তাকেই করে দিল ভ্যানিশ! হ্যাঁ, ভাবলে ভয় করে। আর তারও চেয়ে বেশি মন-খারাপ করে! ভরসা এটাই সে বেঁচে আছে যখন, কিছু না কিছু তাকেও ভাবতে হয়! সে কি দ্যাখে, শোনে, ভাবে? কী চিন্তা করে? অনেক-অনেক বছর আগে খুব কম বয়সে কে যেন বলেছিল, দীর্ঘকাল মুখ বুজে থাকা রপ্ত করতে পারলে মানুষ কোনও একদিন সত্যভাষণ আয়ত্ত করে। যদি তাই হয় এবং সে জীবিত থাকে, তাহলে ভনিতাগুলো একই থাকলেও; এই রূপকথাটা বদলে যাবে।



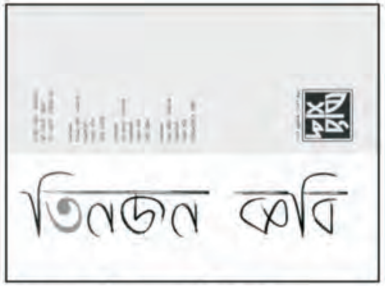
দ্বাদশ সংখ্যা, নবম বর্ষ
পৌষ ১৪১৫ : জানুয়ারি ২০০৯
বিনিময় মূল্য : ২২ টাকা



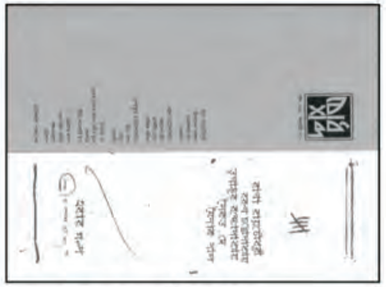
কবির প্রথম বই, জানুয়ারি ২০১১



পাঁচজন কবি, জানুয়ারি ২০১৪



তিনজন কবি, জানুয়ারি ২০১৭



এবার গল্প, জানুয়ারি ২০১৯



সৌজন্য সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১০



মৃদুল দাশগুপ্ত সংখ্যা, জানুয়ারি ২০১৩



কবিতা যেমন দেখায়, জানুয়ারি ২০১৬



কবিতার বিপণন, জানুয়ারি ২০১৮



বিপ্লব মুখোপাধ্যায়, জানুয়ারি ২০০৯



বিভাব কবিতা, জানুয়ারি ২০১২



ভেটকি, জানুয়ারি ২০১৫